বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থাবলী।

ভারতের ইতিহাস।

ইঙ্গরেজ-রাজত্ব।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

পঞ্চম সংস্করণ

কলিকাতা;

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২।

যেসকল গ্রন্থের সাহায্যগ্রহণ করা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের নাম।

Dr. Hunter, Indian Empire and History of the Indian people.

Torrens, Empire in Asia.

W. M. James, The British in India.

Wheeler, Tales from Indian History.

Macaulay, Lives of Lord Clive and Warren Hastings.

Mill, History of British India.

Sewell, Analytical History of India.

Cunningham and McGregor, History of the Sikhs.

Kaye, Life of Lord Metcalfe.

Evans Bell, Retrospects and Prospects of Indian Policy.

Seeley, Expansion of England.

Beveridge, Trial of Nundakumar.

১৭৮০ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

১২৮৯ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত মহারাজ নন্দকুমার নামশীর্ষক প্রবন্ধ।

Bholanath Chunder, Travels of a Hindu.

কৃষ্ণচন্দ্র রায়প্রণীত ইঙ্গরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস।

শুদ্ধিপত্র।

নিম্নলিখিত কয়েকটি অশুদ্ধ মুদ্রাকরের প্রমাদ ঘটিয়াছে। শিক্ষার্থিগণ শুদ্ধি পত্রানুসারে মিলাইয়া পড়িবেন :—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬২	৫	১৭`৫	১৭৭৫
৯৮	২১	১৮০৮	১৮০৭
১২১	৩	১৮০০	১৮০৭

এতদ্ব্যতীত ৭২ পৃষ্ঠার ১ পংক্তিতে "নহীশূরের" স্থানে "মহীশূর" হইবে।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

ভারতের ইতিহাস।

ইঙ্গরেজ-রাজত্ব।

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপীয় বণিকদিগের ভারতবর্ষে আগমন।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে * ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। এই যুদ্ধের পর—

(১) দিগ্বিজয়ী মহারাট্টারা হতবীর্য্য হইয়া পড়ে। প্রতাপশালী পেশবা শোকে ও দুঃখে মানবলীলা সংবরণ করেন।

(২) গৌরবান্বিত মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়। তদানীন্তন মোগল সম্রাট্ হীনভাবে বিহারপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

(৩) স্বাধীনতার লীলাভূমি রাজপুতনা ক্রমে গৌরবশূন্য হয়। বীর্য্যবন্ত রাজপুতেরা অনৈক্যদোষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

(৪) হয়দরাবাদের নিজাম স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

(৫) অযোধ্যার সুবাদার স্বাধীন হন। ইহার বংশধরগণ

* ভারতের ইতিহাসে মুসলমানদিগের রাজত্বের শেষ অংশে এই যুদ্ধের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

বহুসংখ্য সৈন্য ও বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিস্বামী হইয়া অযোধ্যার নবাব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।

(৬) রোহিলখণ্ডে আফ্‌গানেরা ক্রমে সাহস ও বল সংগ্রহ করিয়া রোহিলা নামে খ্যাত হয়। জাঠেরা ক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

(৭) ইঙ্গরেজেরা আপনাদের ক্ষমতায় স্থানে স্থানে আধিপত্য স্থাপন করেন। ইহারা প্রথমে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের ন্যায় এদেশে বণিক্‌বেশে সমাগত হন এবং ক্রমে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিয়া ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়া উঠেন। ইহাদের রাজত্বের বিবরণই বর্ত্তমান ইতিহাসের বর্ণনীয় বিষয়।

কি সূত্রে পর্ত্তুগীজ, প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষের কথা জানিতে পারিল, কি সূত্রে ভারতবর্ষে ইহাদের বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের কথা নানা স্থানে প্রকাশিত হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতভূমি ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া নানা স্থানে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর শাহ যখন পঞ্জাবে উপস্থিত হন, তখন গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দিগের সাহস ও পরাক্রম, এবং ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি দেখিয়া চমকিত হয়। এই সময় হইতেই গ্রীকেরা ভারতবর্ষের বিষয় ইউরোপে প্রকাশ করে। ইউরোপীয়েরা মেগাস্থিনিস প্রভৃতির গ্রন্থে ভারতবর্ষের শোভা সম্পত্তির বর্ণনা দেখিয়া ক্রমে এদেশে আসিতে ও এদেশের বিবরণ জানিতে কৌতূহলী হইয়া উঠে।

এইরূপ কৌতূহলের সঞ্চার হইলেও খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী

পর্য্যন্ত কোন ইউরোপীয় জাতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে এ দেশে বাণিজ্য করিতে আইসে নাই। অতি প্রাচীন কালে হিন্দুরা বাণিজ্যে নিপুণ ছিলেন। তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি বন্দর বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কাশ্মীরের শাল, ঢাকা ও বারাণসীর কাপড়, গোলকুণ্ডার হীরক, নানা প্রকার মসলা ও সোণা রূপার অলঙ্কার, এবং রেশম, হস্তীদন্ত প্রভৃতি অতি উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইত। ক্রমে আরবেরা ঐ সকল বাণিজ্য-দ্রব্য আলেক্‌জান্দ্রিয়া ও কনস্তান্তিনোপলে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। বাণিজ্য-লক্ষীর কৃপায় আলেক্‌জান্দ্রিয়া প্রভৃতি বন্দরসকল বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। আরব-বণিকদিগের এইরূপ উন্নতি ও লাভ হওয়াতে ইউরোপীয় বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সঞ্চার হয়। ক্রমে তাহারা ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিতে যত্নশীল হইয়া উঠে।

পর্ত্তুগীজদিগের ভারতবর্ষে আগমন।—খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজেরা সমুদ্রপথে নানাস্থানে যাতায়াত আরম্ভ করে। ভারতবর্ষজাত বাণিজ্যদ্রব্যের বিষয় ইহাদের অবিদিত ছিল না। ইহারা অপরাপর বণিকদিগের নিকট হইতে ভারতবর্ষের বাণিজ্যদ্রব্য কিনিয়া নানা স্থানে বিক্রয় করিত। ক্রমে ইহারা ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিতে বিশেষ উৎসুক হয়। পঞ্চাশ বৎসর কাল অবিচ্ছিন্ন চেষ্টার পর, ইহাদের ঔৎসুক্য চরিতার্থ হইয়া উঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাস্কো-ডিগামা উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করেন। ইহার পর, তিনি ঐ পথে ভারতবর্ষের মলবার উপকূলস্থিত কালিকট্ট নগরে উপনীত হন। এই সময়ে সেকেন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনে অধি-

ষ্ঠিত ছিলেন। যাহাহউক, পর্ত্তুগীজেরা এইরূপে ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। অল্পদিনের মধ্যে ইহাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়া উঠে। ইহারা ভারতবর্ষের গোয়া, দিউ ও দমায়ুন অধিকার করে, আরব ও পারস্যের উপকূল, সিংহল, চীন ও জাপানের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া তুলে, এবং সমস্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডের বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রথমে পর্ত্তুগীজেরাই ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়।

ওলন্দাজদিগের ভারতবর্ষে আগমন।—ইহার এক শতাব্দী পরে ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজদিগের অনুসরণ করে। প্রথমে যাবা ও সুমাত্রা দ্বীপ ওলন্দাজদিগেরপ্রধান বাণিজ্য-স্থান হয়। ইহার পর, ওলন্দাজেরা ভারতবর্ষের মধ্যে চুঁচুড়ায় আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করে। অল্প দিনের মধ্যে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত ইহাদের বিরোধ ঘটে। এই বিরোধের পরিণামে ওলন্দাজেরাই জয়ী। ক্রমে পর্ত্তুগীজেরা অবসন্ন হইয়া পড়ে। বাণিজ্যলক্ষ্মী ক্রমে ওলন্দাজদিগকে সমৃদ্ধিপন্ন করিয়া তুলে। চুঁচুড়া বহুকাল ওলন্দাজদিগের অধিকৃত ছিল। পরিশেষে ১৮২৪ অব্দে ইঙ্গরেজেরা উহা ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করে।

দিনেমারদিগের ভারতবর্ষে আগমন।—পর্ত্তুগীজদিগের কিছু পরেই, দিনেমারগণ বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে আইসে। কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতি দেখাইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল শ্রীরামপুরে তাহাদের প্রধান উপনিবেশ ছিল। ১৮৪৫ অব্দে ঐ স্থান ইঙ্গরেজেরা কিনিয়া লয়।

ইঙ্গরেজদিগের ভারতবর্ষে আগমন, ১৪৯৬-১৫৯৬—ইঙ্গরেজ সর্ব্বপ্রথমে উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে ভারতবর্ষে আসিতে চেষ্টা করে। সপ্তম হেন্‌রি যখন ইঙ্গলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন জন ক্যাবট্ আপনার তিনটি পুত্রের সহিত এই উদ্দেশে যাত্রা করেন (১৪৯৬)। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৫৫৩ অব্দে স্যার হিউ উইলোবি এ বিষয়ে যত্নশীল হন। কিন্তু তিনিও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহার পর ১৫৭৬ হইতে ১৬১৬ অব্দ পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিম দিকের পথ আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা হয়। ১৫৭৭ অব্দে বিখ্যাত নাবিক স্যার ফ্রান্সিস্ ড্রেক্ পৃথিবী পরিবেষ্টন করেন। স্বদেশে যাইবার সময় তিনি মলক্কস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত টার্ণেটি দ্বীপে পদার্পণ করেন। মধ্যকালের ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে প্রথমে তমাস ষ্টিফেন্স ১৫৭৯ অব্দে ভারতবর্ষে আইসেন। ইহার পর ১৫৮৩ অব্দে রালফ্ ফিচ্, জেমস নিউবেরি ও লীডস্ নামক তিন জন ইঙ্গরেজ বণিক ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। পর্ত্তুগীজেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কায় গোয়া নগরে ইঁহাদিগকে কারাবদ্ধ করে। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিউবেরি গোয়া নগরে দোকানদার হন, লীডস্ মোগল সম্রাটের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন, ফিচ্ বাঙ্গালা, সিংহল, পেগু, মলক্কা প্রভৃতি ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে সমাগত হন।

ইঙ্গরেজদিগের প্রাচ্য ভূখণ্ডে বাণিজ্য করিবার সনন্দলাভ, ১৫৯৯।—ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বাণিজ্যে পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজদিগের সৌভাগ্য দেখিয়া ইঙ্গরেজেরাও এদেশে আসিয়া বাণিজ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। এই সময়ে

ইঙ্গলণ্ডের শাসন-দণ্ড মহারাণী এলিজাবেথের হস্তে ছিল। লণ্ডননগরের কতিপয় বণিক তাঁহার নিকট এতদ্দেশে বাণিজ্য করিবার জন্য আবেদন করেন। এই আবেদন গ্রাহ্য হয়। মহারাণী এলিজাবেথ বণিকসম্প্রদায়কে পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্য করিবার জন্য সনন্দ দেন। এই সনন্দে অবধারিত হয়, "আবেদনকারী বণিক্‌সম্প্রদায় এ প্রদেশে আসিয়া পনর বৎসর কাল অবাধে বাণিজ্য করিতে পারিবে। ইহাদের অসম্মতিতে ইঙ্গলণ্ডের অপর কোন বণিক্ এদেশে বাণিজ্য করিতে পারিবে না।" এই বণিকেরা খ্রীঃ ১৫৯৯ অব্দের ৩১এ ডিসেম্বর আপনাদের অভীষ্ট সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে মোগল সম্রাট্ আক্‌বর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং এই সময়ে বীররমণী চাঁদ সুলতানা অহম্মদনগরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।—সনন্দপ্রাপ্ত বণিক্ সম্প্রদায় "লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" নামে আখ্যাত হয়। একটি সভা কোম্পানির কার্য্যের তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণ করেন। সভাতে চব্বিশ জন সদস্য ও একজন সভাপতি ছিলেন। এই সভা "ডিরেক্টর সভা" নামে পরিচিত হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে সুমাত্রা, যাবা প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তখন ঐ সকল স্থানে ওলন্দাজদিগের ক্ষমতা প্রবল ছিল। এজন্য তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করেন। জাঁহাগীর বাদশাহ ইঙ্গরেজদিগকে সুরটে একটি কুঠী স্থাপন করিতে অনুমতি দেন (১৬১৩)। তদনুসারে সুরটে ইঙ্গরেজদিগের একটি

প্রধান বাণিজ্য-স্থান হইয়া উঠে। ইহার দুই বৎসর পরে ইঙ্গরেজ দূত স্যার টমাস্ রো দিল্লীর দরবারে আসিয়া সম্রাট্ জাঁহাগীরের বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন হন। এইরূপে ইঙ্গরেজেরা ভারতবর্ষে আপনাদের অধিকারের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। মুসলমান বিজেতারা উত্তর পশ্চিম দিক হইতে দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতবর্ষে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিজেতারা সমুদ্রপথে দক্ষিণ দিক হইতে ভারতে উপস্থিত হইলেন।

কোম্পানির প্রধান প্রধান বাণিজ্য স্থান।— ক্রমে ইঙ্গরেজদিগের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে থাকে, ক্রমে সুরট ব্যতীত ভারতবর্ষের আরও অনেক গুলি স্থান তাঁহাদের হস্তগত হয়। মোগল সম্রাট জাঁহাগীরের অনুমতিক্রমে ইঙ্গরেজেরা বালেশ্বরের নিকট পিপ্‌লী নামক স্থানে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। মান্দ্রাজ তাঁহাদের হস্তগত হয়। এই স্থানে তাঁহারা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন (১৬৩৯)। ইহার পর, মান্দ্রাজের কিছু দূরে, আর একটি দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গের নাম ফোর্ট সেণ্ট ডেবিড্। খ্রীঃ ১৫৬৫ অব্দে বিজয়নগরের ধ্বংস হইলে ঐ স্থানের রাজারা কর্ণাটের অন্তঃপাতী চন্দ্রগিরিতে আসিয়া বাস করেন। ইঙ্গরেজেরা এই বংশের রাজার নিকট হইতে মান্দ্রাজ ক্রয় করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ শাহজাহাঁর রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজদিগের বাণিজ্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্রাটের একটি দুহিতা সাতিশয় পীড়িতা হইলে, তাঁহার পীড়াশান্তির জন্য বৌটন নামক

একজন ইঙ্গরেজ চিকিৎসক নিয়োজিত হন। চিকিৎসকের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সম্রাট্‌দুহিতা আরোগ্য লাভ করে। শাহজহাঁ এই উপযুক্ত চিকিৎসককে যথাযোগ্য পারিতোষিক দিতে চাহিলে, বৌটন নিজে কোন পারিতোষিক না লইয়া স্বদেশের বণিক্ সম্প্রদায়ের উপকারার্থে তাহাদিগকে বাঙ্গালাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে অধিকার দিবার প্রার্থনা করেন। বৌটনের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়। ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাঙ্গালা দেশে বিনা-শুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই সূত্রে পাটনা, কাশীমবাজার, হুগলী প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের এক একটি কুঠী স্থাপিত হয়।

ইঙ্গলণ্ডের অধিপতি দ্বিতীয় চার্লস্ পর্ত্তুগালের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া যৌতুকস্বরূপ বোম্বাই নগর প্রাপ্ত হন। বোম্বাই ইহার পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত ছিল। দ্বিতীয় চার্লস উহা পাইয়া ছয় বৎসর কাল আপনার তত্ত্বাবধানে রাখেন, কিন্তু শেষে বিশেষ লাভ বোধ না হওয়াতে, তিনি উহা ১৬৮৬ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করেন। অতঃপর বোম্বাই কোম্পানির একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান হয়। ইহার ২০ বৎসর পরে ইঙ্গরেজেরা কলিকাতায় প্রবেশ করেন। এই সময়ে জব চার্ণক তাঁহাদের অধিনায়ক ছিলেন। কথিত আছে, চার্ণক, সহমরণ-সময়ে একটি বিধবা অবলাকে জ্বলন্ত চিতা হইতে রক্ষা করেন। শেষে অবলা আপনার জীবনদাতার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়। এই চার্ণকের নামানুসারে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বারাকপুর চাণক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে সূতা-

সুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা, এই তিন খানি গ্রামের স্বত্ব ক্রীত হইলে, ইঙ্গরেজেরা ১৬৯৮ অব্দে কলিকাতায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কোম্পানির তদানীন্তন প্রধান এজেণ্ট স্যার চার্লস আয়ার ইঙ্গলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় ইউলিয়মের নামানুসারে ঐ দুর্গের নাম "ফোর্ট উইলিয়ম" রাখেন। এইরূপে কলিকাতা বাঙ্গলার মধ্যে কোম্পানির একটি প্রধান উপনিবেশ হয়। ১৬১৩ অব্দে ইঙ্গরেজেরা সুরটে কুঠী স্থাপন করেন; ১৬৯৮ অব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মিত হয়, সুতরাং কিঞ্চিৎ অধিক ৮০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে সুরট ও বোম্বাই, পূর্ব্ব উপকূলে মান্দ্রাজ, বাঙ্গালায় কলিকাতা, হুগলী, পাটনা, বালেশ্বর প্রভৃতি নগর, কোম্পানির প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ, এই তিন স্থান প্রধান ছিল। এই তিন স্থানে এক এক জন অধিনায়ক ছিলেন। ইহারা প্রেসিডেণ্ট নামে অভিহিত হইতেন। প্রেসিডেণ্টের অধীনে থাকাতে উক্ত তিন স্থান প্রেসিডেন্সি নামে কথিত হইত। ইঙ্গরেজেরা এই সময়ে আপনাদের অধীনস্থ প্রজাদিগের গোলযোগের মীমাংসা করিয়া দিতেন। ইঙ্গরেজ অপরাধীদিগের বিচারের নিমিত্ত "মেয়র্স কোর্ট" নামে একটি বিচারালয় ছিল। ইঙ্গরেজদিগের অপরাপর বাণিজ্যস্থান গুলি, এই তিন প্রেসিডেন্সির মধ্যে কোন একটির অন্তর্গত থাকিয়া তত্রত্য প্রেসিডেণ্টের মতানুসারে পরিচালিত হইত। এইরূপে ইঙ্গরেজ অধিকারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই রূপে ইঙ্গরেজগণ ভারতে আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে প্রবৃত্ত হন।

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।—লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রায় এক শত বৎসর কাল মহারাণী এলিজাবেথের প্রদত্ত ক্ষমতা ভোগ করেন। ইংলণ্ডের পরবর্ত্তী রাজা প্রথম জেমস্ ও দ্বিতীয় চার্লস্ তাঁহাদের এই ক্ষমতার কোন রূপ অঙ্গহানি করেন নাই। তৃতীয় উইলিয়ম এবং মেরিও তাঁহাদের সনন্দের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা ভারতের বাণিজ্য কেবল এই বণিক সম্প্রদায়ের হস্তে না রাখিয়া অপর একদল বণিককে তদনুরূপ ক্ষমতা দিয়া, ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। যে বৎসর কোম্পানি সুতানুটি গোবিন্দপুর ও কলিকাতার জমিদারী ক্রয় করেন, সেই বৎসর "ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" নামে এই অভিনব কোম্পানি সংগঠিত হয়। কিন্তু এই কোম্পানি প্রথম কোম্পানির ন্যায় লাভবান্ হইতে পারেন নাই। কিছুকাল উভয় কোম্পানিতে বিবাদ চলে, ইহাতে উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। স্যার উইলিয়ম নরিস্ নামক একজন ইংরেজ দূত এই অভিনব কোম্পানির বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন অভিপ্রায়ে দিল্লীর বাদশাহের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

সম্মিলিত কোম্পানি।—উভয় কোম্পানিতে এইরূপ বিবাদ ও তৎপ্রযুক্ত ক্ষতি হওয়ার পর, ১৭০২ অব্দে উভয় কোম্পানি পরস্পর সম্মিলিত হয় এবং "লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" নামের পরিবর্ত্তে "সম্মিলিত কোম্পানি" নাম পরিগ্রহ করিয়া, ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।

ফরাসীদিগের ভারতবর্ষে আগমন।—ইংরেজ-

দিগের পর ফরাসী জাগিয়া উঠে। ইহারা ১৬০৪ অব্দে এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, প্রথমে ভারত মহাসাগরস্থিত মরিশস্ ও বুর্ব্বোঁ দ্বীপ অধিকার করে। পরে ভারতবর্ষের মধ্যে ১৬৬৪ অব্দে সুরটে, ১৬৭৪ অব্দে পঁদিচেরীতে এবং ১৬৮৮ অব্দে চন্দননগরে কুঠী স্থাপন করে। ইহার মধ্যে পঁদিচেরীই সর্ব্বপ্রধান স্থান ছিল। ফরাসীদিগের সমুদয় কুঠী পঁদিচেরীর শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিত। ফরাসীরা এইরূপে নানা স্থানে কুঠী স্থাপন করিলেও বাণিজ্য-বিষয়ে ওলন্দাজ বা ইঙ্গরেজদিগের ন্যায় সৌভাগ্যবান্ হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কর্ণাটের যুদ্ধ।

যে সকল ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আইসে, তৎসমুদয়ের মধ্যে ইঙ্গরেজ ও ফরাসীরা অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়াছিল। ইহারা স্বপ্রধান হইয়া বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই উভয় জাতিই আপনাদিগকে প্রবল বিবেচনা করিত, এবং আপনাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য অপ্রতিহত রাখিবার জন্য অপরকে নানা প্রকার বাধা দিতে চেষ্টা পাইত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব বা প্রীতি ছিল না। আত্ম প্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা উভয়কেই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিয়াছিল। উভয়ই উভয়ের অভ্যুদয় বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিত, এবং উভয়ই উভয়ের বাণিজ্যস্থান নষ্ট করা, বা ক্ষমতায় বাধা দেওয়া

আপনাদের জাতীয় গৌরব বলিয়া মনে করিত। যে সময়ে ভারতবর্ষে এই বিদেশী বণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষের সঞ্চার হয়, সেই সময়ে মোগল সম্রাট্ আকবরের ন্যায় কোন একজন ক্ষমতাশালী ভূপতির হস্তে ভারতবর্ষের শাসন দণ্ড ছিল না। তখন দেশ এক প্রকার অরাজক হইয়াছিল; যাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল, সেই আপনার স্বাধীনতার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। এই অরাজকসময়ে বিদেশের দুই দল ক্ষমতাশালী বণিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষের অবস্থাও ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল।

কর্ণাটের যুদ্ধ, ১৭৪৪-১৭৬০।—ঘটনাক্রমে ১৭৪৪ অব্দে ইউরোপে ইঙ্গরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে ভারতবর্ষপ্রবাসী ইঙ্গরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যেও বিবাদ ঘটে। কর্ণাট প্রদেশে, পণ্ডিচেরীতে ফরাসীরা এবং মাদ্রাজে ইঙ্গরেজেরা প্রবল ছিল। সুতরাং ঐ দুই স্থানে উভয় দলের মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। একে একে তিনটি যুদ্ধ ঘটে। কর্ণাটের এই তিন যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সময়ে সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ইঙ্গরেজদিগের ৬০০ মাত্র সৈন্য ছিল। কিন্তু ফরাসীরা পণ্ডিচেরীতে একজন বিচক্ষণ সেনাপতির অধীনে ইহা অপেক্ষা বহুসংখ্য সৈন্য রক্ষা করিতেছিল।

লাবোর্দ্দনে।—এই বিচক্ষণ ফরাসী সেনাপতির নাম লাবোর্দ্দনে। ১৬৯৯ অব্দে সেণ্ট্ মালো নামক স্থানে ইহার জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি ভারতবর্ষে প্রথম যাত্রা করেন। ইহার পর আরও তিন বার জাহাজের কাপ্তেন

হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। শেষ বার ইনি ভারতবর্ষে থাকিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পঁদিচেরীতে আসিয়া বাস করেন। এইখানে ইনি স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে ইঁহার একাগ্রতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা পরিস্ফুট হয়, ক্রমে ইনি পঁদিচেরী-প্রবাসী ফরাসীদিগের মধ্যে এক জন প্রধান লোক হইয়া উঠেন। ১৭৩৩ অব্দে লাবোর্দ্দনে স্বদেশে গমন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি বুর্ব্বোঁ দ্বীপের শাসনকর্ত্তা হন। ১৭৪০ অব্দে লাবোর্দ্দনের শাসন-কাল শেষ হয়। পরে ইউরোপে ইঙ্গরেজ ও ফরাসীরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াতে লাবোর্দ্দনে ফরাসীদিগের সেনাপতি হইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন।

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ।—১৭৪৬ অব্দে লাবোর্দ্দনে ২,০০০ শিক্ষিত সৈন্য লইয়া জাহাজে পঁদিচেরী হইতে মাদ্রাজে যাত্রা করেন। এই সময়ে মাদ্রাজ রক্ষাকারীদিগের সংখ্যা তিন শতের অধিক ছিল না।

লাবোর্দ্দনে কর্তৃক মাদ্রাজ অধিকার।—পাঁচ দিন গোলাবর্ষণের পর, ১৭৪৬ অব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ অধিকৃত হইল। কিন্তু সদাশয় ফরাসী সেনাপতি, ইঙ্গরেজ বণিক-দিগের প্রতি যথোচিত উদারতা দেখাইলেন। তাঁহার সৌজন্যে ও সদয় ব্যবহারে মাদ্রাজের ইঙ্গরেজেরা বন্দী হইল না। লাবোর্দ্দনের এই সদাচরণে তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বী—পঁদিচেরীর শাসনকর্ত্তা ডুপ্লে।

ডুপ্লে।—জোসেফ্ ফ্রান্সিস্ ডুপ্লে একজন ফরাসী বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর পুত্র। ১৬৯৫ অব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ডুপ্লে কুড়ি বৎসর বয়সে ভারতবর্ষে আইসেন। ১৭২০ অব্দে

ইনি পঁদিচেরীর শাসন সমিতির একজন সদস্য হন। ১৭৩০ অব্দে চন্দননগরের শাসন-ভার ইঁহার হস্তে সমর্পিত হয়। বার বৎসর কাল এই কার্য্যে থাকিয়া, ইনি ১৭৪২ অব্দে পঁদিচেরীর শাসনকর্ত্তা হন। ডুপ্লে লাবোর্দ্দনেকে আপনার একজন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিতেন, এবং যে কোন উপায়ে হউক, তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা পাইতেন।

ডুপ্লে, লাবোর্দ্দনের অনভিমতে ইঙ্গরেজদিগের ধনাগার লুণ্ঠন করিলেন। এদিকে প্রবল ঝড়ে লাবোর্দ্দনের জাহাজ বিনষ্ট হইল। কঠোরপ্রকৃতি ডুপ্লে এ সময়ে তাঁহার কোনরূপ সাহায্য করিলেন না। সাহসী সেনাপতি ইঙ্গরেজদিগের বন্দী হইলেন। ইঙ্গরেজেরা আপনাদের আক্রমণকারীর সদাশয়তায় এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার প্রতি কোনরূপ অসৌজন্য দেখাইলেন না। তেজস্বী ফরাসী সেনাপতি অবিলম্বে বন্দিত্ব হইতে মুক্ত হইলেন। ইহার পরে, ইউরোপে ইঙ্গরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়াতে কর্ণাট প্রদেশেও উভয় পক্ষের গোলযোগ শেষ হইয়া গেল। মাদ্রাজ ইঙ্গরেজদিগের হস্তে সমর্পিত হইল (১৭৪৭)।

(লাবোর্দ্দনে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু এইখানে অপমান ও অধোগতি ভিন্ন তাঁহার অদৃষ্টে আর কিছুই ফলিল না। ইঙ্গরেজেরা বিশেষরূপে অপদস্থ না হওয়াতে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষেরা আপনাদের উদারতা বিস্মৃত হইয়া লাবোর্দ্দনেকে কারারুদ্ধ করিলেন। শেষে এই কারাগৃহেই উদার-প্রকৃতি সেনাপতির মৃত্যু হইল ১৭৯৪।)

দক্ষিণাপথের রাজ্যাধিকারিগণের অবস্থা।—যখন

ইঙ্গরেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের প্রথমযুদ্ধ ঘটে, তখন হয়দরাবাদের নিজামবংশের আদিপুরুষ বিখ্যাত নিজাম উল্-মুল্‌ক্ আজফ্‌জা দক্ষিণাপথের সুবাদার ছিলেন। আর্কটের (নামান্তর আর্কড্) নবাবী আনোয়ার উদ্দীনের হস্তে ছিল। আনোয়ার প্রথমে আর্কটের অপ্রাপ্তবয়স্ক নবাব-বংশধর দোস্ত আলীর অভিভাবক হন। শেষে দোস্ত আলীর মৃত্যু হইলে ১৭৪০ অব্দে সুবাদারের সাহায্যে আর্কটের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চাঁদ সাহেব তিরুচিনাপল্লীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু ১৭৪১ অব্দে ইনি মরহাট্টাগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হন এবং পঁদিচেরীতে আসিয়া বাস করেন। চাঁদসাহেব দোস্ত আলীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

যখন ইঙ্গরেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়, তখন ১০৪ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ নিজাম উল্‌মুল্‌ক্ আজফ্‌জার মৃত্যু হয়। তাঁহার চারি পুত্র ও এক দৌহিত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র নাজীর জঙ্গ পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। আজফ্‌জা আপনার দৌহিত্র মজফর জঙ্গকে বড় ভাল বাসিতেন। এ জন্য মজফরের আশা ছিল যে, তিনিই দক্ষিণা-পথের সুবাদারী পাইবেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে নাজীর জঙ্গ সুবা-দার হওয়াতে তাঁহার মনে নিদারুণ ঈর্ষার সঞ্চার হয়। এদিকে আর্কটের সিংহাসন আনোয়ার উদ্দীনের হস্তগত হওয়াতে দোস্ত আলীর জামাতা চাঁদ সাহেব আনোয়ারের বিপক্ষ হইয়া উঠেন। সুতরাং যখন দক্ষিণাপথে ফরাসীরা প্রবল ছিল, তখন নাজীর জঙ্গের সহিত মজফর জঙ্গের এবং আনোয়ার উদ্দীনের সহিত চাঁদ সাহেবের শত্রুতা জন্মে। মজফর ও চাঁদ, উভয়েই

অকৃতকার্য্য হওয়াতে পরস্পর সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তির সুবিধা দেখিতে প্রবৃত্ত হন।

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৭৪৯।—এই সময়ে ডুপ্লে পঁদিচেরীতে সাতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার যেমন সৈন্যবল, তেমনি দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি ভারতবর্ষের রাজগণের সহযোগে এতদ্দেশে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ দেখিতেছিলেন। এই সুযোগ উপস্থিত হইল। মজফরজঙ্গ ও চাঁদ সাহেব একত্র হইয়া অভীষ্ট ফললাভের আশায় ডুপ্লের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ডুপ্লে সম্মত হইলেন। এদিকে নাজীর জঙ্গ ও আনোয়ার উদ্দীন ইঙ্গরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুতরাং ১৭৪৯ অব্দে দক্ষিণাপথে এই দুইটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান দল হইল:—

এক পক্ষে	অপর পক্ষে
নাজীর জঙ্গ (নিজাম)	মজফর জঙ্গ।
আনোয়ার উদ্দীন (আর্কটের নবাব)	চাঁদ সাহেব।
ইঙ্গরেজগণ	ফরাসীগণ।

কর্ণাটের রাজধানী আর্কটের অনতিদূরে আম্বুর নামক গ্রামে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে ১০৭ বৎসরবয়স্ক আনোয়ার উদ্দীন পরাজিত ও নিহত হইলেন। তদীয় পুত্র মহম্মদ আলী তিরুচিনাপল্লীতে পলায়ন করিলেন। সুতরাং মজফর জঙ্গ ও চাঁদ সাহেবের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। চাঁদ কর্ণাটের নবাব হইলেন। মজফর আপনাকে দক্ষিণাপথের সুবাদার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু নাজীর জঙ্গ সহজে অবনতমস্তক হইলেন না। তিনি সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কর্ণাটে উপনীত হইলেন। এই সময়ে

ফরাসী-সেনার অধিনায়কেরা বেতনের জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সুতরাং তাহারা নাজির জঙ্গকে বাধা না দিয়া, আপনারা মহাগোলযোগ আরম্ভ করিল। মজফরের সৈন্যগণ ইহাতে ভগ্নোৎসহ হইয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। মজফর স্বয়ং কারারুদ্ধ হইলেন। চাঁদ সাহেব পঁদিচেরীতে পলায়ন করিলেন। ইহাতেও গোলযোগের অবসান হইল না। ডুপ্লে গোপনে নাজীর জঙ্গের হত্যার জন্য তদীয় দরবারের কতিপয় পাঠান সামন্তের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। পাঠানেরা ডুপ্লের কুমন্ত্রণায় নাজীরকে বধ করিল। কারারুদ্ধ মজফর জঙ্গ মুক্তি লাভ করিলেন।

এইরূপে মজফরের অদৃষ্ট আবার প্রসন্ন হইল। মজফর দক্ষিণাপথের সুবাদারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ডুপ্লে মহোল্লাসে তাঁহাকে পঁদিচেরীতে আহ্বান করিলেন। মজফর সমাগত হইলে ডুপ্লে স্বয়ং বহুমূল্য মুসলমানী পরিচ্ছদ পরিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে দক্ষিণাপথের সুবাদারী সমর্পণ করিলেন। এদিকে চাঁদ সাহেব কর্ণাটের নবাবী পদ পাইলেন। ডুপ্লে কৃষ্ণা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের শাসন-কর্ত্তৃপদে অধিরূঢ় হইলেন। ইহাতে ডুপ্লের গৌরব ও সম্মানের অবধি রহিল না। সকল স্থানে তাঁহার প্রাধান্য এবং ফরাসীদিগের বাহুবলের মহিমা ঘোষিত হইতে লাগিল।

ফরাসীরা এইরূপে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করিল বটে, কিন্তু উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। ডুপ্লে যে মজফর জঙ্গকে নিজামী পদ দিবার জন্য এত করিলেন, শীঘ্র তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। মজফর যখন ১৭৫১ অব্দের ৪ঠা জানুয়ারি

মহা আড়ম্বরে হয়দরাবাদে যাইতেছিলেন, তখন যে পাঠানেরা নাজীরজঙ্গকে হত্যা করিয়াছিল, তাহারাই মজফরের প্রাণসংহার করিল। এই সময়ে বুসী নামক একজন বিচক্ষণ ফরাসী-সেনাপতি নিজামের শিবিরে ছিলেন। তিনি মজফরের মাতুল ও নাজীরের কনিষ্ঠ সহোদর সলাবৎজঙ্গকে নিজামী পদ দিলেন।

এই সময়ে ডুপ্লের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, রঙ্গস্থলে আর এক বীর-পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। ইনি ডুপ্লের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা রাজনীতিজ্ঞ না হইলেও সাহসে, পরাক্রমে ও স্থির প্রতিজ্ঞায়, তাঁহা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার আবির্ভাবে ফরাসীদিগের গৌরব সূর্য্য অস্তমিত হয়। যাহারা এক সময়ে ভারতবর্ষে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা ক্রমে উৎসাহশূন্য হইয়া ব্রিটিশ ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত করে। এই বীরপুরুষ ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র নগরে জন্মিয়া অতি দীনভাবে সংসারে প্রবেশ করেন, শেষে আপনার ক্ষমতায় ও কার্য্যকারিতায় ভারতে ইঙ্গরেজের আধিপত্য বদ্ধমূল করিয়া যান। ইঁহারই নাম রবর্ট ক্লাইব।

ক্লাইব।—ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী স্রপ্সায়ার প্রদেশে ১৭২৫ অব্দে রবর্ট ক্লাইবের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রিচার্ড ক্লাইব। রিচার্ড ক্লাইব ওকালতী করিতেন। রবর্ট ক্লাইব বাল্যকালে সাতিশয় দুঃশীল ও লেখাপড়ায় অনাবিষ্ট ছিলেন। যে সাহসের জন্য তিনি আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, বাল্যকালেই তাহা পরিস্ফুট হয়। রবর্ট ক্লাইব ধর্ম্মমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় বসিয়া থাকিতেন, দুষ্ট বালকদিগকে একত্র করিয়া, দোকানদারদিগকে ভয় দেখাইয়া, তাহাদের নিকট হইতে

খাবার জিনিষ ও পয়সা আদায় করিয়া লইতেন এবং সর্ব্বদা নানাস্থানে উৎপাত করিয়া বেড়াইতেন। পিতা দুর্ব্বিনীত পুত্রকে সুশীল করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। রবর্ট এক বিদ্যালয় হইতে আর এক বিদ্যালয়ে গেলেন এক শিক্ষকের নিকট হইতে আর এক শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ বা শিক্ষার উন্নতি হইল না। এক শিক্ষক এই অনভিনিবিষ্ট বালকের প্রকৃতি দেখিয়া একদা বলিয়াছিলেন, এক সময়ে এই বালক পৃথিবীর মধ্যে এক জন প্রধান লোক হইবে। শিক্ষকের এই ভবিষ্যদ্বাণী কালে ফলবতী হইয়াছিল। কিন্তু ক্লাইবের পিতা নিরাশ হইলেন। পুত্র যে, ভাল হইবে, ইহা তাঁহার বোধ হইল না। সুতরাং তিনি ক্লাইবকে নিকটে না রাখিয়া কোন স্থানে পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কেরাণীগিরি পাওয়া গেল। রবর্ট ক্লাইব আঠার বৎসর বয়সে এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সৌভাগ্যশালী হইতে, অথবা দীনভাবে দেহ ত্যাগ করিতে মাদ্রাজে যাত্রা করিলেন।

মাদ্রাজে আসিয়া ক্লাইব বড় কষ্টে পড়িলেন। সঙ্গে যে কয়েকটি টাকা ছিল, তাহা ফুরাইয়া গেল। বেতন নিতান্ত অল্প হওয়াতে তিনি আপনার অভাব পূরণ করিতে অসমর্থ হইলেন। ক্লাইব নিরুপায় হইয়া দশদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তার একটি পুস্তকালয় ছিল। ক্লাইব অনুমতি লইয়া, এইখানে ভাল ভাল পুস্তক সকল পড়িতে লাগিলেন। বাল্যে তিনি পাঠে অনাবিষ্ট ছিলেন, যৌবনে, সংযতচিত্তে শাস্ত্রানুশীলনে নিবিষ্ট হইলেন। কিন্তু কি গ্রন্থপাঠ, কি বিদে-

শের জলবায়ু, কি দুঃখদারিদ্র্য, কিছুতেই তাঁহার প্রকৃতির ঔদ্ধত্য তিরোহিত হইল না। তিনি স্বদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, মান্দ্রাজের সহযোগীদিগের সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহাতে কয়েক বার তাঁহার কর্ম্ম যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। ক্লাইব দুইবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুইবারই পিস্তলের সন্ধান ব্যর্থ হয়। এজন্য তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি পৃথিবীতে কোন মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য জীবিত রহিয়াছেন।

এই সময়ে একটি বিশেষ ঘটনায় এই দুঃশীল যুবকের অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হয়। ইঙ্গরেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ক্লাইব কেরাণীগিরি ছাড়িয়া একুশ বৎসর বয়সে সৈনিক-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। যুদ্ধে তাঁহার বিক্রম ও সাহস প্রকাশ পায়। প্রধান সেনাপতি মেজর লরেন্স তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি করেন। ক্লাইব অতঃপর এই সৈনিক-কার্য্যেই জীবিতকাল অতিবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠেন।

যখন কর্ণাট প্রদেশে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন দুপ্লের অসীম ক্ষমতা; কৃষ্ণা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাঁহার খ্যাতি ও প্রতাপ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। দক্ষিণাপথের প্রধান প্রধান রাজগণ তাঁহার নিকট অবনত-মস্তক হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজে ইঙ্গরেজদিগের এক জনও সেনাপতি ছিলেন না। মেজর লরেন্স ইঙ্গলণ্ডে গিয়াছিলেন। আর কোন ব্যক্তি ইঙ্গরেজ-সৈন্য পরিচালনে সমর্থ ছিলেন না। যে জাতি সাহসে ও ক্ষমতায় অতঃপর ভারতবর্ষে একাধিপত্য করিবে, ভারতবর্ষীয়েরা তখন তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহারা

এই সময়ে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গে ফরাসী পতাকা উড়িতে দেখিয়াছিল, ইঙ্গরেজদিগের কুঠীর অধ্যক্ষদিগকে বন্দীভাবে পণ্ডিচেরীর রাজপথ দিয়া যাইতে দেখিয়াছিল, ডুপ্লেকে সকল স্থানে বিজয়লক্ষ্মী অধিকার করিতে দেখিয়াছিল, সুতরাং তখন আপনাদের ভবিষ্য শাসনকর্ত্তাদের ক্ষমতার উপর তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। এই সময়ে একজন অপ্রসিদ্ধ ও অপরিচিত যুবকের সাহসে ও ক্ষমতায় ঘটনাস্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হইল।

ক্লাইব ইঙ্গরেজ-কর্ত্তৃপক্ষকে চাঁদ সাহেবের রাজধানী আর্কট নগর আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিলেন। মহম্মদ আলী তিরুচিনাপল্লীতে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। চাঁদসাহেব ফরাসীদিগের সাহায্যে ঐ স্থান আক্রমণ করেন। এখন আর্কট আক্রমণ করিতে চাঁদকে বাধ্য হইয়া, তিরুচিনাপল্লী ছাড়িয়া আসিতে হইবে, মহম্মদ আলীও নিরাপদ হইবেন, ক্লাইব ইহা বেশ্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজকর্ত্তৃপক্ষ ক্লাইবের পরামর্শ সঙ্গত বিবেচনা করিলেন এবং তাঁহাকেই সেনাপতি করিয়া আর্কট আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইব কয়েক শত গোরা ও সিপাহি সৈন্য লইয়া আর্কট অধিকার করিলেন। চাঁদ সাহেব এই সংবাদ পাইয়াই, বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত আপনার পুত্র রাজা সাহেবকে রাজধানীরক্ষার্থ পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইব নগরের দুর্গে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধীনে ১২৮ জন গোরা ও ২০০ মাত্র সিপাহি ছিল। দুর্গটি জীর্ণ; খাদ্যসামগ্রীও পর্য্যাপ্তপরিমাণে ছিল না। এ দিকে বিপক্ষের অধীনে দশ হাজার শিক্ষিত সৈন্য

ছিল। পঁচিশ বৎসরবয়স্ক কেরাণী যুবক এই অবস্থায় আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। বিপক্ষেরা পঞ্চাশ দিন ধরিয়া দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল; পঞ্চাশ দিন সাহসী যুবক ইউরোপের রণ-পণ্ডিত সেনাপতিদিগের ন্যায় অতুল পরাক্রমের সহিত আত্ম-রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে আক্রমণকারীরা নিরস্ত হইল। তাহারা আর্কট নগর হস্তগত করিতে না পারিয়া, তিরুচিনা-পল্লীতে যাইয়া আপনাদের বল প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু ইহাতেও তাহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইল না। ইঙ্গলণ্ড হইতে প্রত্যাগত সেনাপতি লরেন্স, ক্লাইবের সঙ্গে তিরুচিনা-পল্লীতে উপস্থিত হওয়াতে বিপক্ষেরা পরাজয় স্বীকার করিল। চাঁদ সাহেব নিরুপায় হইয়া মরহাট্টাদিগের আশ্রয় লইলেন। কিন্তু মরহাট্টারা মহম্মদ আলীর পরামর্শে তাঁহাকে হত্যা করিল। মহম্মদ আলী নির্ব্বিঘ্নে আর্কটের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন (১৭৫২)।

ডুপ্লেকে এই সকল গোলযোগের মূল বিবেচনা করিয়া ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ ১৭৫৪ অব্দে তাঁহাকে পারীসনগরে আসিতে আদেশ করিলেন। এই সময় হইতে ডুপ্লের গৌরব ও সৌভাগ্য চির-দিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। মুঁসিয়া গোধা, ডুপ্লের পদ পাই-লেন। তিনি মহম্মদ আলীকে আর্কটের নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়া, মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা সণ্ডার্স সাহেবের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন (১৭৫৪)।

সিপাহিসৈন্যের উৎপত্তি।—কর্ণাটের যুদ্ধের সময় ইঙ্গরেজ কোম্পানির সিপাহি সৈন্য সৃষ্ট ও ব্যবস্থিত হয়। সুদূর-বিস্তৃত ভারতসাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশই সিপাহিসৈন্যের উৎপত্তি-

স্থিতি ও বিস্তৃতির ক্ষেত্র। দক্ষিণাপথের অনার্য্যেরা এবং উচ্চ-শ্রেণীর রাজপুত ও মুসলমানগণ এই সৈনিক-শ্রেণীতে প্রবেশ করে। ইঙ্গরেজ সেনাপতির নিকট ইঙ্গরেজী প্রণালীতে শিক্ষা পাইয়া, ইহারা গৌরবান্বিত ও গুরুতর কর্ত্তব্য-সাধনে সুযোগ্য হইয়া উঠে। ইহারা আর্কটরক্ষণে কিরূপ সাহস দেখাইয়াছিল, তিরুচিনাপল্লীতে কিরূপ কৌশলে ফরাসী সৈন্যের সহিত সঙ্গিনে সঙ্গিনে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা ঐতি-হাসিকগণ আহ্লাদের সহিত বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহাদের যেমন সাহস ও ক্ষমতা, তেমনি অটল প্রভুভক্তি ছিল। আর্কট নগর রক্ষার সময়ে ইঙ্গরেজ সৈন্যের, যৎসামান্য তণ্ডুল ব্যতীত আর কিছুই খাদ্য সামগ্রী ছিল না। সিপাহিরা ঐ সঙ্কটাপন্ন সময়ে আপনাদের জন্য কেবল ভাতের ফেন মাত্র রাখিয়া, ইঙ্গরেজদিগকে সমুদয় অন্ন আহার করিতে দেয়। ইতিহাসে সৈনিক পুরুষদিগের বিশ্বস্ততার ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না।

কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ, ১৭৫৬।—দুই বৎসর পরে ইউরোপে আবার ইঙ্গরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ক্লাইব অসুস্থতাপ্রযুক্ত স্বদেশে গিয়াছিলেন। যুদ্ধ বাধিল দেখিয়া, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে মান্দ্রাজের প্রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিয়া, ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইবের উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই অন্ধকূপহত্যার ভয়ঙ্কর সংবাদ মান্দ্রাজে পঁহুছিল। ক্লাইব অবিলম্বে সিপাহিসৈন্য সমভিব্যাহারে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। এদিকে ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে দক্ষিণাপথে ফরাসীরা ইঙ্গরেজদের প্রতিবাদী হইয়া

উঠিল। ফ্রান্স হইতে লালী নামক একজন সেনাপতি ফরাসী-দিগের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন।

লালী।—আয়র্লণ্ডে লালীর জন্ম হয়। কালক্রমে ইনি ফ্রান্সে আসিয়া ফরাসীদিগের সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। যুদ্ধে ইঁহার বিক্রম প্রকাশ হওয়াতে ইনি এক দল সৈন্যের অধিনায়ক হন। শেষে কর্তৃপক্ষ ১৭৫৮ অব্দে ইঁহাকে ফরাসীদিগের অধিনায়ক করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। লালী সাতিশয় উদ্ধত প্রকৃতি ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন। তাঁহার অবিমৃষ্য-কারিতাদোষেই দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়।

বুসী এপর্য্যন্ত নিজামের রাজধানীতেই অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। নিজাম সলাবৎ জঙ্গ বুসীর পরামর্শ অনুসারে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং বুসীর ক্ষমতায় হয়দরাবাদে ফরাসীদিগের প্রাধান্য বদ্ধমূল ছিল। লালী পঁদিচেরীতে আসি-য়াই, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া, বুসীকে ডাকাইয়া পাঠাই-লেন। লালীর আদেশে বুসীকে হয়দরাবাদ পরিত্যাগ করিতে হইল। এই সঙ্গে তথায় ফরাসীদিগের যে প্রাধান্য ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

লালীকর্ত্তৃক মাদ্রাজ আক্রমণ, ১৭৫৮।—বুসী আসিতে না আসিতেই, লালী ফোর্ট সেণ্ট ডেবিড্ দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া ১৭৫৮ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন। ইঙ্গরেজ সেনাপতি মেজর্ লরেন্স বিশেষ দক্ষতার সহিত নগর রক্ষা করিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁহাদের কয়েকখানি যুদ্ধ-জাহাজ মাদ্রাজে আসিয়া পঁহুছিল। ইহাতে লালী ভীত হইয়া ৫০টি কামান ফেলিয়া পলায়ন করিলেন।

বন্দিবাসের যুদ্ধ, ১৭৬০।—ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধজাহাজে সেনাপতি কর্ণেল কূট (ইনি পরে স্যার্ আয়ার কূট নামে প্রসিদ্ধ হন) আসিয়াছিলেন। তিনি নির্ব্বিঘ্নে মাদ্রাজে নামিয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। বন্দিবাস নামক স্থানে তাঁহার সহিত লালীর ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পঁদিচেরীতে পলায়ন করিলেন। বুসী ইঙ্গরেজদিগের বন্দী হইলেন।

পঁদিচেরী অধিকার, ১৭৬১।—কর্ণেল কূট ইহার পর পঁদিচেরী আক্রমণ ও তত্রত্য দুর্গ ভূমিসাৎ করিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে পার্ব্বত্য দুর্গ জিঞ্জিও অধিকৃত হইল। লালী নিরুপায় হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন।

এইরূপে ফরাসীদিগের প্রাধান্য চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। যাহারা এক সময়ে দক্ষিণাপথে প্রতাপশালী হইয়া, সমস্ত ভারতবর্ষে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহারা একবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ১৭৬৩ অব্দে উভয় পক্ষে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ফরাসীরা পঁদিচেরী প্রভৃতি আপনাদের অধিকৃত স্থানগুলি ফিরিয়া পায়। ইহাতেও তাহারা আর প্রবল হইতে পারে নাই। বস্তুতঃ কর্ণাটের এই তৃতীয় যুদ্ধের পর হইতেই ভারতবর্ষে তাহারা একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভারতবর্ষস্থিত অধিকারের অধ্যক্ষদিগকে সদয়ভাবে দেখিলেন না। ডুপ্লে দুঃসহ মনোবেদনা পাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। এইখানে নিদারুণ দুঃখে সাতিশয় দীনভাবে তাঁহার মৃত্যু হইল (১৭৬৪)। লালী হতাশ ও হতোদ্যম হইয়া ফ্রান্সে উপনীত হইলে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে

কারাগারে পাঠাইলেন। শেষে বিস্তর নিগ্রহ সহ্য করিয়া, তিনি জল্লাদের কুঠারাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। আর বুসী? যিনি হয়দরাবাদে ফরাসীদিগের প্রাধান্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, তাঁহার আর কোনরূপ উন্নতি হইল না। বুসী দীর্ঘকাল ভারতবর্ষেই থাকিলেন। শেষে যখন তাঁহার গৌরব বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখন তিনি নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় স্বদেশে উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালার ঘটনা।

(১৭০৭-১৭৭২ খ্রীঃ অব্দ।)

বাঙ্গালার নবাবগণ, ১৭০৭-১৭৫৬।—মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা, এই তিন প্রদেশের রাজকীয় কার্য্যভার একজন সুবাদার বা শাসনকর্ত্তার হস্তে থাকিত। এই শাসনকর্ত্তার উপাধি "নবাব নাজিম" ছিল। মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের মৃত্যু সময়ে মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকায় ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ কাশীমবাজারের নিকটে ভাগীরথীর তটে রাজধানী স্থাপন করিয়া, নিজের নাম অনুসারে উহার নাম মুর্শিদাবাদ রাখেন। এই অবধি মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী হয়। এই সময়ে ইঙ্গরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজেরা, কাশীমবাজার,

ঢাকা, মালদহ এবং পাটনায় ব্যবসায় করিত। কলিকাতা ইঙ্গরেজদিগের, চন্দননগর ফরাসীদিগের এবং চুঁচুড়া ওলন্দাজদিগের প্রধান বাণিজ্য-স্থান ছিল। মুর্ষিদকুলি খাঁর সময়ে হামিল্টন নামক একজন ইঙ্গরেজ ডাক্তর দিল্লীর সম্রাট্ ফর্রোখ-সয়েরের পীড়াশান্তি করাতে সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া, ইঙ্গরেজ বণিকদিগকে তাহাদের প্রার্থনানুযায়ী সনন্দ দেন। এই সনন্দে স্থিরীকৃত হয় যে, (১) ইঙ্গরেজ কোম্পানি বিনাশুল্কে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পারিবেন; (২) তাঁহারা কলিকাতার নিকটে ৩৮ মৌজা কিনিতে পারিবেন এবং (৩) মুর্ষিদাবাদের টাকশালায় সপ্তাহে তিন দিন আপনাদের জন্য টাকা মুদ্রিত করিয়া লইতে পারিবেন। মুর্ষিদকুলি খাঁ ২১ বৎসর কাল বিশেষ দক্ষতার সহিত বাঙ্গালা শাসন করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় জামাতা ও দৌহিত্র যথাক্রমে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। শেষে ১৭৪০ অব্দে ইহাদের বংশের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়। আলিবর্দ্দি খাঁ নামক আর এক ব্যক্তি আসিয়া, বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময়ে মরহাট্টা সৈনিকদিগের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতাবাসীরা ১৭৪২ অব্দে গড়খাই করেন। উহা "মরহাট্টা-খাত" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

অন্ধকূপহত্যা, ১৭৫৭।—১৭৫৬ অব্দে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হয়। তদীয় দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে সিরাজের বয়স আঠার বৎসর। সিরাজ উদ্দৌলা যেমন রূপবান্, তেমন গুণবান্ ছিলেন না। মাতামহ যদিও তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি

বিনয়ী বা সুশীল হইতে পারেন নাই। সিরাজ উদ্দৌলা একে উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ও অদূরদর্শী ছিলেন, ইহার উপর নবীন বয়সে একটি বহুবিস্তৃত ও বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধ জনপদের শাসনকর্ত্তা হওয়াতে অধিকতর গর্ব্বিত হইয়া উঠেন। মুর্শিদাবাদের সিংহাসন-প্রাপ্তির পর দুই মাসের মধ্যেই তাঁহার সহিত ইঙ্গরেজদিগের অসদ্ভাব জন্মে। ফরাসীদিগের সহিত ইঙ্গরেজ দিগের যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হওয়াতে ইঙ্গরেজেরা নবাবের অনুমতি না লইয়া, আপনাদের কলিকাতাস্থিত দুর্গের সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে সিরাজ উদ্দৌলার মনে সন্দেহ হয়। তিনি ইঙ্গরেজদিগকে দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বলেন। ইঙ্গরেজেরা বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহারা কেবল তাঁহাদের পুরাতন দুর্গের সংস্কার মাত্র করিতেছেন। সিরাজ তাঁহার মাতামহের ন্যায় অভিজ্ঞ বা দূরদর্শী ছিলেন না। ইঙ্গরেজদিগের অভিপ্রায় তাঁহার বোধগম্য হইল না। ইহার পূর্ব্বে ঢাকার গবর্ণর রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সিরাজ উদ্দৌলার ভয়ে সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া ইঙ্গরেজ-দিগের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন, সিরাজ তাঁহাকে আপনার নিকটে পাঠাইতে ইঙ্গরেজদিগকে অনুরোধ করেন। ইঙ্গরেজেরা এই অনুরোধ রক্ষা করে নাই। ইহাতে তিনি ইঙ্গরেজদিগের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিলেন; এক্ষণে আবার তাঁহার আদেশ অনাস্থ হওয়াতে ইঙ্গরেজদিগের উপর তাঁহার গভীর অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের সঞ্চার হইল, ক্রমে ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সিরাজ কয়েক হাজার সৈন্য লইয়া ৩০এ মে ইঙ্গরেজদিগের কাশীমবাজারের কুঠী লুঠ করিলেন। এই সূত্রে ওয়াটস্ ও ওয়ারেণহেষ্টিংস্ প্রভৃতি ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীরা নবা-

বের বন্দী হইলেন। নবাব তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।

সিরাজ উদ্দৌলা ইহার পর কলিকাতায় উপনীত হইলেন। এই সময়ে ড্রেক সাহেব ইঙ্গরেজদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ভয়ে জাহাজে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। ইঙ্গরেজদিগের অনেকে তাঁহার অনুগামী হইল। হলওয়েল্ সাহেব ইঙ্গরেজ-দিগের অধিনায়ক হইয়া আত্মরক্ষার অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমুদয় ব্যর্থ হইল। ইঙ্গরেজেরা শেষে নিরুপায় হইয়া আত্ম-সমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন। ২০এ জুন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নবাবের অধিকৃত হইল। হলওয়েল্ প্রভৃতি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া নবাবের সম্মুখে আনীত হইলেন। নবাব সৌজন্যের সহিত তাঁহাদের সমুদয় বন্ধন খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু বন্দীদের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না। সেই রাত্রিতে যাহার উপর বন্দীদের রক্ষার ভার ছিল, সে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের একটি অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র গৃহে সকলকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। ঐ ক্ষুদ্র গৃহ আঠার বর্গ ফীট পরিমিত *। উহাতে লোহার শিক দেওয়া দুইটি মাত্র অতি ক্ষুদ্র জানালা ছিল। ইঙ্গরেজেরা দুর্বৃত্ত সৈন্য-দিগকে এই গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। ঐ ক্ষুদ্র গৃহ অন্ধ-কূপ নামে প্রসিদ্ধ। ইঙ্গরেজেরা এখন আপনারাই ২০এ জুন রাত্রিতে ঐ কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। প্রচণ্ড নিদাঘের রাত্রিতে ১৪৬ জন ইঙ্গরেজ এইরূপ সঙ্কীর্ণ গৃহে নিরুদ্ধ হইয়া

* জনকুক্ নামক একজন ইঙ্গরেজ অন্ধকূপের দৈর্ঘ ১৮ ফীট ও বিস্তার ১৪ ফীট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যেরূপ কষ্টে পড়িলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। ভয়ানক রাত্রি অতিবাহিত হইলে দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল, তখন দেখা গেল, ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩ জন মাত্র কঙ্কালাবশিষ্ট, ক্ষীণকান্তি লোক জীবিত রহিয়াছে। নবাবের অজ্ঞাতসারে এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছিল, সুতরাং নবাব ইহার জন্য দোষী হইতে পারেন না।

ক্লাইব ও ওয়াটসন্‌।—এই শোচনীয় সংবাদ মান্দ্রাজে পঁহুছিল। ক্লাইব ৯০০ ইউরোপীয় ও ১,৫০০ সিপাহিসৈন্য, এবং এড্‌মিরাল (রণতরীর অধ্যক্ষ) ওয়াট্‌সন্‌ পাঁচ খানি যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া অবিলম্বে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। ২০এ ডিসেম্বর ইহারা ভাগীরথী নদীতে উপনীত হন। ১৭৫৭ অব্দের ২রা জানুয়ারি কলিকাতা ইহাদের অধিকৃত হয়। নবাব অতঃপর সন্ধির প্রস্তাব করেন। ৯ই ফেব্রুয়ারি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধি অনুসারে ইঙ্গরেজেরা আপনাদের পূর্ব্ব অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হন, অধিকন্তু কলিকাতায় টাকশালা স্থাপনের অধিকার পান। নবাব তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবার অঙ্গীকার করেন।

পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৫৭।—সন্ধিস্থাপিত হইলেও সিরাজ উদ্দৌলা দীর্ঘকাল বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিলেন না। শত্রুর চক্রান্তে তাঁহার পতন-কাল আসন্ন হইল। মনের স্থিরতা ও শাসন-কার্য্যে দক্ষতা না থাকাতে, তিনি সকলকে সমানভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুগণ পর্য্যন্তও গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে ত্রুটি করিতেন না। মীর জাফর আলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি আলিবর্দ্দি খাঁর দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নবাবের সৈন্যের অধ্যক্ষতা ইহার উপর সমর্পিত ছিল। এক্ষণে এই সৈন্যাধ্যক্ষ ও

ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মীরজাফর গোপনে নবাবের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। এই সময়ে জগৎশেঠ* মহাতাপ রায় মুর্শিদাবাদের দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। কারবারে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। নবাব মহাতাপ রায়কে বণিকদিগের নিকট হইতে তিন কোটী টাকা তুলিয়া দিতে বলেন। মহাতাপ রায় ইহাতে এই উত্তর করেন যে, এরূপে টাকা তুলিতে গেলে অতিশয় অত্যাচার হইবে। নবাব এজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া জগৎশেঠ মাহতাপ রায়ের অপমান করিলেন। মহাতাপ রায় এ অপমান ভুলিতে পারিলেন না। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য, অবিকন্তু ইঙ্গরেজদিগের প্ররোচনায় গোপনে তাঁহাদের সহিত মিশিলেন। হতভাগ্য সিরাজ উদ্দৌলার কপাল ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। ইহার মধ্যে ইউরোপে ফরাসীদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ক্লাইব ফরাসীদিগের অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। সিরাজ উদ্দৌলা দেখিলেন, ইঙ্গরেজেরা তাঁহার অধিকারে গোলযোগ আরম্ভ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এজন্য তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ফরাসীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। চতুর ক্লাইব ইহাতে নিরস্ত হইলেন না। তিনি

* জগৎশেঠ ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। ইহা একটি উপাধি। মুসলমানদিগের শাসন-সময়ে শেঠগণ বাণিজ্যব্যবসায়ী ও ধনরক্ষক ছিলেন। ক্রমে কারবারে ইঁহাদের বিশেষ উন্নতি হয়, এবং ইঁহারা ধনে মানে প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। সম্রাট ফররোখসেরের এই শেঠবংশীয় ফতে চাঁদকে জগৎশেঠ উপাধি দেন। এই অবধি "জগৎশেঠ" উপাধি শেঠদিগের বংশানুগত হয়। উপস্থিত সময়ে ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠ পৌত্র মহাতাপ রায় "জগৎশেঠ" এবং কনিষ্ঠ পৌত্র স্বরূপচাঁদ "মহারাজ" উপাধির অধিকারী ছিলেন।

দুপ্লের ন্যায় চাতুরী অবলম্বন পূর্ব্বক মীরজাফরকে রাজ্য দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে নবাবের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিলেন। এ দিকে জগৎশেঠ মহাতাপ রায় এবং নবাবের কোষাধ্যক্ষ রায় দুর্লভ প্রভৃতি ক্লাইবের বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। জগৎশেঠের গৃহে সিরাজ উদ্দৌলার পদচ্যুতির ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। জগৎশেঠের প্রদত্ত অর্থে ইঙ্গরেজদিগের বল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অনন্তর স্থির হইল, ইঙ্গরেজদিগের সাহায্যে মীরজাফর নবাব হইলে পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাদিগকে অনেক টাকা দিবেন, আর ক্লাইব যখন নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, তখন মীরজাফর আপনার সমস্ত সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত মিশিবেন। এইরূপে সমুদয়ের বন্দোবস্ত হইল। উমিচাঁদ-নামক একজন সম্পত্তিশালী ব্যবসায়ী ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে ছিলেন। তাঁহাকে টাকা না দিলে পাছে তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় চতুর ক্লাইব লোহিত ও শ্বেত বর্ণের দুই খানি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিলেন। প্রথম খানিতে উমিচাঁদকে ২০ লক্ষ টাকা দিবার কথা উল্লেখ করা হইল, দ্বিতীয় খানিতে উহার কিছুই উল্লেখ থাকিল না। কিন্তু ওয়াটসন্ সাহেব এই মিথ্যা পত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেন। ক্লাইব কিছুই অদ্ধসম্পন্ন রাখিবার লোক ছিলেন না। তিনি ওয়াট্সনের নাম জাল করিলেন। অতঃপর এই মিথ্যা পত্র উমিচাঁদকে দেখান হইল। উমিচাঁদ সন্তুষ্ট হইলেন। ষড়যন্ত্রের বিষয় অপ্রকাশিত রহিল। এই ষড়যন্ত্রের ফল বিখ্যাত পলাশী-যুদ্ধ।

পলাশী কলিকাতা হইতে প্রায় ৭০ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

উহার যে প্রশস্ত ক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়, তাহা ৮০০ গজ দীর্ঘ ও ৩০০ গজ বিস্তৃত আম্র-কাননে শোভিত ছিল। ক্লাইব ১,১০০ ইউরোপীয় ২,১০০ সিপাহি সৈন্য এবং ৮টি কামান লইয়া ঐ আম্র-কাননে উপনীত হইলেন। নবাবের পক্ষে ৩৫,০০০ পদাতি, ১৫,০০০ অশ্বারোহী ও ৫৩টি কামান ছিল। ২৩এ জুন ক্লাইব অকুতোভয়ে আপনার সৈন্য পরিচালনা করিলেন। মীরমদন ও মোহনলাল নামক নবাবের দুই জন বাঙ্গালী সেনাপতির সহিত ক্লাইবের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে মীর মদন প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাতে নবাব মীরজাফরকে যুদ্ধস্থলে যাইতে কহিলে মীরজাফর চাতুরী খেলিয়া নবাবের নিকট সেদিন যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। অদূরদর্শী সিরাজ উদ্দৌলা বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন না, অম্লানভাবে যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার আদেশ দিলেন। সেনাপতি মোহনলাল ঘোরতর যুদ্ধে ক্লাইবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, নবাবের আদেশ পাইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক যুদ্ধে বিরত হইলেন। যুদ্ধে সেনাপতিকে অকস্মাৎ বিরত দেখিয়া, সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইব জয়ী হইলেন। সিরাজ উদ্দৌলা ফকীরের বেশে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার অব্যাহতি লাভ হইল না। রাজমহলে ধরা পড়িয়া তিনি মুর্ষিদাবাদে আনীত হইলেন। এই খানে মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে তাঁহাকে হত্যা করা হইল।

মীরজাফর, ১৭৫৭।—এইরূপে হতভাগ্য সিরাজ উদ্দৌলার পতন হইল। ক্লাইব ২৫এ জুন মুর্ষিদাবাদে আসিয়া মীরজাফরকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী দিলেন। পর

দিন প্রতিশ্রুত টাকা দেওয়ার কথা উত্থাপিত হইল। যে জগৎ-শেঠের গৃহে সিরাজ উদ্দৌলার পদচ্যুতির জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, এখন তাঁহারই গৃহে ষড়যন্ত্রকারিগণের প্রাপ্যবিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেল। ড্রেক ও কর্ণেল ক্লাইব প্রত্যেকে ২,৮০,০০০ টাকা এবং ওয়াটস্, বেকার ও মেজর কিলপাট্রিক সাহেব প্রত্যেকে ২,৭০,০০০ টাকা পাইলেন। ক্লাইব নূতন নবাবের নিকট আবার ১,৬০,০০০ টাকা উপহার লইলেন। এতদ্ব্যতীত ইঙ্গরেজ কোম্পানিকে ১,০০,০০,০০০ টাকা, কলিকাতা আক্রমণ-সময়ে অনেকের ক্ষতি হওয়াতে কলিকাতার ইউরোপীয় অধিবাসীদিগকে ৫০,০০,০০০ টাকা, কলিকাতার অন্যান্য অধিবাসীকে ২০,০০,০০০ টাকা, আর্ম্মাণীদিগকে ৭,০০,০০০ টাকা এবং সৈন্যদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ ৫০,০০,০০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব হইল। কিন্তু মুর্শিদাবাদের ধনাগারে অধিক টাকা ছিল না; কোষাধ্যক্ষ সমুদয়ের টাকা দিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর বহু তর্কবিতর্কের পর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অর্দ্ধাংশ দেওয়া স্থির হইল। নূতন নবাব নগদ টাকা এবং পাঁচ লক্ষ টাকার মণি মুক্তা প্রভৃতি দিয়া হিসাব পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। এই জগৎ শেঠের গৃহেই শ্বেত ও লোহিতবর্ণ প্রতিজ্ঞাপত্রের মর্ম্ম উদ্ভেদ হইল। উমিচাঁদ প্রতারকের চাতুরীতে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আর তিনি জীবিত কালের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। এইরূপ প্রতারণা ক্লাইবের চরিত্রের একটি কলঙ্ক স্বরূপ রহিয়াছে।

চব্বিশ পরগণার স্বত্ব লাভ, ১৭৫৭।—মীরজাফর অতঃপর কোম্পানিকে কলিকাতার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত ভূভা-

গের জমীদারী স্বত্ব সমর্পণ করেন। এই ভূভাগ এখন চব্বিশ পরগণা নামে আখ্যাত হইতেছে। ইহার পরিমাণ ৮৮২ বর্গ মাইল।

ক্লাইবের বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ, ১৭৫৮।— এই অবধি মুর্যিদাবাদের নবাবদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত এবং বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হইল। বিলাতের ডিরেক্টর সভা ক্লাইবকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগীরের কোনও ক্ষমতা ছিল না। তিনি স্বীয় মন্ত্রী গাজীউদ্দিনের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। সম্রাটের পুত্র আলি গোহর অযোধ্যায় সুবাদারের সহিত সম্মিলিত হইয়া আফগান ও মরহাট্টা সৈন্যের সহিত বাঙ্গালায় আপনার প্রাধান্য স্থাপনের জন্য আসিতেছিলেন, দক্ষিণাপথে লালী ও বুসীর জন্য ফরাসীদিগের ক্ষমতা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ক্লাইব উভয় দিক রক্ষারই উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। আলি গোহরের সৈন্য পাটনায় উপস্থিত হইলে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা রামনারায়ণ নগররক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। এদিকে ক্লাইব ৪৫০ জন ইউরোপীয় ও ২,৫০০ সিপাহিসৈন্যের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলে মোগলেরা পলায়ন করে (১৭৫৯)। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ মীরজাফর ক্লাইবকে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর দান করেন। এই বৎসর ক্লাইব কর্ণেল ফোর্ডের অধীনে দক্ষিণাপথে এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। ফোর্ড মছলীপট্টনম্ অধিকার পূর্ব্বক উত্তর সরকারে ইঙ্গরেজদিগের প্রাধান্য স্থাপন করেন। এদিকে ওলন্দাজেরা ক্রমে আপনাদের বল সংগ্রহ করিতেছিল, পাছে

ইহারা আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় ক্লাইব তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। ওলন্দাজেরা জলে ও স্থলে পরাজিত হইয়া, ইঙ্গরেজদিগের ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত করে।

বাঙ্গালার গোলযোগ, ১৭৬০-১৭৬৪।—ক্লাইব ১৭৬০ হইতে ১৭৬৫ অব্দ পর্য্যন্ত ইঙ্গলণ্ডে অবস্থিতি করেন। এই খানে তিনি আদরের সহিত পরিগৃহীত হইয়া "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালায় বান্সিটার্ট সাহেব ক্লাইবের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে বাঙ্গালার শাসন কার্য্য সুশৃঙ্খল ছিল না। কোম্পানির কর্ম্মচারীরা সাতিশয় উৎকোচগ্রাহী ও অর্থলোভী ছিলেন। নূতন নবাব মীরজাফর তাহাদের অর্থ-লালসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেন না। এজন্য তিনি পদচ্যুত হইলেন। তদীয় জামাতা মীরকাসেমকে নবাব করা হইল। মীরকাসেম এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ কোম্পানিকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম, এই তিন জেলার অধিকার দিলেন।

ইহার মধ্যে দ্বিতীয় আলমগীর তদীয় মন্ত্রী গাজীউদ্দীন কর্ত্তৃক নিহত হইলে আলিগোহর "শাহ আলম" নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া, বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত আবার পাটনায় উপস্থিত হন। কর্ণেল কলিয়ড্ যুদ্ধে ইঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। (১৭৬০, ২০এ ফেব্রুয়ারি)। এই পরাজয়ের পর মোগলেরা মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু ইঙ্গরেজ সৈন্য নগররক্ষায় প্রস্তুত আছে দেখিয়া, আবার পাটনায় ফিরিয়া আইসে। কর্ণেল কলিয়ড কাপ্তেন নক্সকে পাটনারক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন। নক্স পাটনায়

উপস্থিত হইয়াই মোগলদিগকে আক্রমণ করেন। এবারেও মোগলেরা পরাজিত হয়। এই সময়ে পূর্ণীয়ার নবাব ৩০,০০০ সৈন্যের সহিত পাটনার অপর পারে আসিয়া ইঙ্গরেজ সৈন্য নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। সাহসী নক্স ৭০০ মাত্র সৈন্যের সহিত অকুতোভয়ে নদী পার হইয়া বিপক্ষের সৈন্যদল আক্রমণ করেন। ছয় ঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর বিপক্ষেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। নক্স বিজয়ী হন (১৭৬০)।

পর বৎসর পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহ্‌রাট্টাগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আহম্মদ শাহ বিজয়ী হইয়া মহাসমারোহে দিল্লীতে উপস্থিত হন। এই যুদ্ধের পর মহ্‌রাট্টাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হয়। প্রতাপান্বিত মোগল-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায় *।

মীরকাসেমের সহিত বিবাদ, ১৭৬৩।—মীরকাসেম সাতিশয় ক্ষমতাপন্ন, কার্য্যকুশল ও তেজস্বী ছিলেন। তিনি ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারিগণের অনুচিত অর্থলোভ ও অন্যায়াচরণ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছা করিয়া, মুঙ্গেরে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই খানে তাঁহার সৈন্যদল ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু মীরকাসেম দীর্ঘকাল রাজত্বসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে ইঙ্গরেজদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। এই সময়ে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের বেতন বড় অল্প ছিল। কৌন্সিলের মেম্বরেরাও

* ভারতের ইতিহাসে মুসলমান-রাজত্বের শেষ অংশে এই যুদ্ধের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

মাসে তিন শত টাকার অধিক পাইতেন না। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষদিগকেও কখন কখন তৈলাভাবে অন্ধকার-গৃহে সামান্য রজ্জু-খট্টায় শুইয়া থাকিতে হইত। এজন্য অনেক কর্ম্মচারী কোম্পানির অনুমতি লইয়া আপন আপন অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা ব্যবসায় চালাইত। শেষে এই সকল ব্যবসায়ী একটি গর্হিত উপায় অবলম্বন করে। দিল্লীর বাদশাহ ও বাঙ্গালার নবাবদিগের সনন্দ অনুসারে কোম্পানিকে বাণিজ্যদ্রব্যের আমদানি রপ্তানির জন্য কোনরূপ শুল্ক দিতে হইত না। কোম্পানির কর্ম্মচারীরাও অতঃপর কোম্পানির নাম করিয়া, আপনাদের বাণিজ্য-দ্রব্য বিনাশুল্কে চালাইতে আরম্ভ করিল। ইহারা আপনাদের বাণিজ্য-নৌকায় কোম্পানির নিশান তুলিয়া দিয়া, কুত ঘাটে শুল্ক দান হইতে অব্যাহতি পাইতে লাগিল। ক্রমে দেশীয় বণিক্‌দিগের কেহ কেহও ঐ অসৎ বৃত্তির অনুকরণ আরম্ভ করিল। মীরকাসেম এ বিষয়ে বান্সিটার্ট সাহেবকে জানাইলেন। বান্সিটার্ট এবং কৌন্সেলের অন্যতম মেম্বর ওয়ারেণ হেষ্টিংস একটি বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা পাইযাছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। মীরকাসেম পরিশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক একবারে উঠাইয়া দিলেন, কিন্তু এতদ্দেশীয় বণিকেরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে পায়, ইহা কোম্পানির ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারিগণের অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং শুল্ক একবারে উঠিয়া যাওয়াতে তাহারা অসন্তুষ্ট হইল। ক্রমে নবাবের কর্ম্মচারিগণের সহিত তাহাদের বিবাদ হইতে লাগিল। পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস সাহেব সর্ব্বাগ্রে নবাবের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। মীরকাসেম নিস্তেজ ছিলেন

না। তিনি ইঙ্গরেজদিগের অত্যাচার দেখিয়া, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধ, ১৭৬৪।—যখন প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন মীরকাসেম কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। গড়িয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্যগণ মেজর এডাম কর্ত্তৃক পরাজিত হইল। কাসেম পাটনায় দুই হাজার সিপাহি সৈন্য নষ্ট এবং দুই শত ইঙ্গরেজের প্রাণদণ্ড করিলেন। ইঙ্গরেজদিগের সহিত শেঠদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এজন্য ঐ সঙ্গে জগৎশেঠ, মহাতাপ রায়, মহারাজ স্বরূপচাঁদ এবং রাজা রামনারায়ণ ও রাজবল্লভও মৃত্যুমুখে পাতিত হইলেন। এই হত্যাকার্য্য সম্পাদনের পর মীরকাসেম অযোধ্যার সুবাদার সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন। সুজাউদ্দৌলা দিল্লীর সম্রাট্ শাহ আলমের সহিত সম্মিলিত হইয়া পাটনায় আসিলেন। পাটনায় ইঁহাদের পরাজয় হইল। বক্সারে মেজর মন্‌রো * সুজাউদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার প্রতাপ খর্ব্ব করিলেন।

সিপাহিদিগের বিদ্রোহ, ১৭৬৪।—এই সময়ে কোম্পানির সিপাহিদিগের মধ্যে অসন্তোষের সঞ্চার হয়। ৭ বৎসর হইল, বাঙ্গালার সিপাহিসৈন্য সংগঠিত হইয়াছিল। এপর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। ইহারা অপরিসীম সাহস ও অটল বিশ্বাসের সহিত প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল। এখন ঘটনাবশতঃ প্রভুর কার্য্যের প্রতি ইহাদের বিরাগ জন্মিল। মীরজাফর নবাব

* ইনি অতঃপর স্যার হেক্টর মন্‌রো নামে আখ্যাত হন।

হইয়া, কোম্পানির সৈন্যদিগকে যে টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আসিতে বিলম্ব হওয়াতে ইউরোপীয় সৈনিকগণ বিরক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু যখন টাকা আসিয়া পঁহুছে, তখন সিপাহিরা উহার অংশ হইতে বঞ্চিত হইবে ভাবিয়া, অসন্তুষ্ট হয়। তাহারা ইউরোপীয় সৈন্যের সহিত তুল্যপরাক্রমে ও তুল্যসাহসে কোম্পানির কার্য্য করিয়াছিল, সুতরাং উহার পুরস্কার তাহারা ইউরোপীয় সৈন্যের সহিত সমানভাবে পাইবার প্রত্যাশী হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের আশা ফলবতী হইল না। ইউ-রোপীয় সৈন্য-দলের একজন সামান্য সৈনিক যখন ৪০ টাকা পাইল, তখন সিপাহিদিগের অংশে ২০ টাকার বেশী পড়িল না। সিপাহিরা ইহাতে যার-পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া, ইঙ্গরেজ আফিসরদিগকে আক্রমণ ও অবরোধ করিল এবং দৃঢ়তার সহিত কহিল, তাহারা কখনই কোম্পানির অধীনে কর্ম্ম করিবে না। কিন্তু ইঙ্গরেজ সেনাপতি শীঘ্র এ অবাধ্যতার গতি রোধ করিলেন। ছাপরার সৈনিক-বিচারালয়ে ২৪ জন সিপাহি বিদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইল। ইহাদের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে সেনাপতি মেজর মন্‌রো ইহাদিগকে কামানে উড়াইয়া দিলেন।

মীরজাফরের পুনরায় নবাবীগ্রহণ।—যখন মীর কাসেমের সহিত ইঙ্গরেজদিগের বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন ইঙ্গরেজেরা মীরজাফরকে কলিকাতা হইতে আনিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসান (১৭৬৩)। এই সময়ে একজন সুদক্ষ বাঙ্গালী তাঁহার দেওয়ান হন। ইঁহার নাম মহারাজ নন্দকুমার রায়।

নন্দকুমার।—মহারাজ নন্দকুমার রায় সাধারণের

বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কেহ কোন বিপদে পড়িলেই তাঁহার শরণাগত হইত। বিলাতের ডিরেক্টর সভা পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা করিতেন। কলিকাতার গবর্ণর ও কৌন্সিলের মেম্বরেরাও অনেক সময়ে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। ফলে মহারাজ নন্দকুমার রায় একজন প্রভূত ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন। ১৭০৫ খ্রীঃ অব্দে এই ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির জন্ম হয়। কেহ কেহ কহেন, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভদ্রপুর নন্দকুমারের জন্ম স্থান। কিন্তু নন্দকুমার কার্য্যানুরোধে প্রায়ই উক্ত জেলার অন্তর্গত কুঞ্জঘাটায় থাকিতেন। তিনি রাঢ়ীশ্রেণীর ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতা তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। কথিত আছে, একবার মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের প্রজারা সাতিশয় অবাধ্য হওয়াতে নন্দকুমার তাহাদিগকে সুশাসিত করেন। এজন্য নন্দকুমারের বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। ক্রমে ১৭৫৭ অব্দে তিনি হুগলীর ফৌজদার হন। এই সময়ে জমাদারদিগকে শাসনে রাখা, চোর ডাকাইতদিগকে শাস্তি দেওয়া এবং সৈন্যদিগের তত্ত্বাবধান করা ফৌজদারের কার্য্য ছিল। নন্দকুমার এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, আপনার দক্ষতার পরিচয় দেন। ইহার পর সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতন হয়, মীরজাফর বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হইতে নন্দকুমারের সহিত ইঙ্গরেজদিগের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইঙ্গরেজেরা নন্দকুমারের সহিত পরামর্শ করিয়া, কার্য্য করিতেন। ক্লাইব নন্দকুমারের গুণপক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অনেক কার্য্যে নন্দকুমারের সাহায্য লইতেন। ক্লাইব স্বদেশে গেলে মীরজাফরের অধোগতি হয়। মীরজাফর নজরবন্দী হইয়া

কলিকাতায় থাকেন। এই সময়ে নন্দকুমারও কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি অধঃপতিত নবাব মীরজাফরের সাতিশয় প্রিয় পাত্র ছিলেন, মীরজাফরের ভাল করিতে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। এজন্য কৌন্সিলের যে সকল মেম্বর মীরজাফরের বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহারা নন্দকুমারেরও বিপক্ষ হইয়া উঠেন। গবর্ণর হেন্‌রি বান্সিটার্ট সাহেব নন্দকুমারের উপর এত বিরক্ত হন যে, তিনি একখানি খাতায় নন্দকুমারের সমুদয় দোষের কথা লিখিয়া রাখেন। কিন্তু নন্দকুমার এই সময়ে কি কি গুরুতর অপরাধে অপরাধী ছিলেন, তাহা ইতিহাস লেখকেরা বলেন নাই। বোধ হয়, বান্সিটার্ট সাহেব নন্দকুমারের সর্ব্বনাশ সাধন জন্য ঐরূপ করিয়াছিলেন। তিনি যখন স্বদেশে গমন করেন, তখন তাঁহার ভ্রাতা জর্জ বান্সিটার্ট সাহেবকে উক্ত খাতাখান দিয়া, প্রয়োজন হইলে, উহা কৌন্সিলে এবং ক্লাইবের নিকট উপস্থিত করিতে বলিয়া যান। যাহা হউক; মীরজাফর আবার নবাব হইয়া নন্দকুমারকে আপনার দেওয়ান করেন। এইরূপে নন্দকুমার বাঙ্গালার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া, দেওয়ান নন্দকুমার নামে প্রসিদ্ধ হন। রাজস্বের বন্দোবস্তের ভার দেওয়ান নন্দকুমারের হস্তে সমর্পিত ছিল। মীরকাসেমের সময়ে বাঙ্গালা হইতে ৬৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। নন্দকুমারের সময়ে বাঙ্গালা হইতে প্রথম বৎসর ৭৬ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয় বৎসর ৮১ লক্ষ টাকা আদায় হয়।

নজমুউদ্দৌলা, ১৭৬৫।—মীরজাফর ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। তাঁহার বয়সও ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব-সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। ১৭৬৪ অব্দে তাঁহার

মৃত্যু হইল। তৎপুত্র নজম্‌উদ্দৌলা নবাবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ক্লাইবের দ্বিতীয় বার রাজ্য-শাসন, ১৭৬৫-১৭৬৭।—ক্লাইব স্বদেশে যাইয়া ডিরেক্টরসভা কর্তৃক সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যে অনেকের ঈর্ষার সঞ্চার হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত অনেকে তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ডিরেক্টরেরা এক সময়ে তাঁহার জাইগীরের খাজানা বন্ধ করিবার আদেশ প্রচার করিতেও ত্রুটি করেন নাই। শেষে যখন মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধের সংবাদ ইঙ্গলণ্ডে পঁহুছিল, তখন ডিরেক্টরেরা আবার ক্লাইবকেই যথোচিত সম্মানের সহিত কলিকাতার গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করিয়া এদেশে পাঠাইয়া দিলেন। যুদ্ধ সংক্রান্ত ও রাজস্ব-সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা ক্লাইবের হস্তে সমর্পিত হইল।

লর্ড ক্লাইব ১৭৬৫ অব্দের ৩রা মে কলিকাতায় উপনীত হন। এখন তিনি বাঙ্গালার গবর্ণর, কৌন্সিলের সভাপতি এবং প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন, সুতরাং সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ছিল। তিনি দেখিলেন, মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোম্পানির কর্ম্মচারীরা সাতিশয় অব্যবস্থিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা বিলাসী হইয়া অবলীলায় উৎকোচ গ্রহণ করিতেছেন, এবং অবলীলায় অবৈধ উপায়ে গুপ্ত ব্যবসায় দ্বারা আপনাদের ধনবৃদ্ধির উপায় দেখিতেছেন, সুতরাং রাজ্য-মধ্যে উৎকোচগ্রহণ, গুপ্ত ব্যবসায়, অমিতব্যয় অবাধে চলিতেছে। কৌন্সিলের মেম্বরেরা আপনাদের ভোগ-সুখের তৃপ্তিসাধন জন্য নূতন নবাব নজম্-

উদ্দৌলার নিকট হইতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার উপহার লইতেও সঙ্কুচিত হন নাই। লর্ড ক্লাইব এই সকল অবৈধ কার্য্যের গতি রোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার সহকারিতার জন্য, জেনেরল কর্ণাক, বেব্‌লেষ্ট, সামর্‌ এবং স্কাইস্‌, এই চারি জন সাহেব লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত হইল। ক্লাইব রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধান জন্য ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, ২৫এ জুন কলিকাতা হইতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন।

নবাবের সহিত বন্দোবস্ত, ১৭৬৫।—লর্ড ক্লাইব দুইটি বিষয় আপনার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, প্রথম, মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ দ্বিতীয়, কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যপ্রণালীর সুব্যবস্থা সম্পাদন। ক্লাইব প্রথম কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইবার সময় মুর্শিদাবাদ হইয়া যান। এই স্থানে নবাবের সহিত তাঁহার এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, রাজ্যরক্ষার সমস্ত ভার ইঙ্গরেজদিগের হস্তে থাকিবে। নবাব বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাইবেন। সমস্ত রাজকার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় নবাবের নামে এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণ দ্বারা সম্পন্ন হইবে। বান্সিটার্ট সাহেব দেওয়ান নন্দকুমারের যে সকল দোষের কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, ক্লাইব তাহা পড়িয়া নন্দকুমারকে পদচ্যুত করেন। নন্দকুমারের পরিবর্ত্তে মহম্মদ রেজা খাঁ নবাবের দেওয়ান হন।

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ, ১৬৭৫।—অনন্তর ক্লাইব এলাহাবাদে গিয়া অযোধ্যায় নবাব সুজাউদ্দৌলা ও সম্রাট্‌ শাহ আলমকে দেখিতে পাইলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, সুজাউদ্দৌলা হীনবল হইয়াছিলেন, তিনি

এলাহাবাদ ও কোরা* এই দুইটি প্রদেশ সমর্পণ পূর্ব্বক ক্লাইবের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। ইহার পর ক্লাইব সুজাউদ্দৌলার সমর্পিত প্রদেশদ্বয় সম্রাট্ শাহ আলমকে দিয়া এবং তাঁহাকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে কোম্পানির নামে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লইলেন। সম্রাট্ ২৬এ আগষ্ট এই দেওয়ানীর সনন্দ প্রদান করেন। ভারতে ইঙ্গরেজ-রাজত্বের ইতিহাসে ইহা একটি প্রধান ঘটনা। এতদ্দ্বারা ইঙ্গরেজেরা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার আধিপত্য লাভ করিলেন। যাঁহারা এক সময়ে সামান্য বণিকের বেশে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন আড়াই কোটী লোকের প্রভু হইয়া চারি কোটী টাকা রাজস্বের অধিকারী হইলেন। এতদ্ব্যতীত কোম্পানি কর্ণাটের নবাবের নিকট হইতে যে সকল অধিকার পাইয়াছিলেন, সম্রাট্ তৎসমুদয় মঞ্জুর করিলেন এবং তাঁহাদিগকে উত্তর-সরকারের আধিপত্য দিলেন †। ক্লাইব দেওয়ানীর সনন্দ পাইয়া, মহম্মদ রেজা খাঁকে বাঙ্গালার এবং রাজা সেতাব রায়কে বিহারের নায়েব দেওয়ান করিলেন। ইঁহাদের হস্তে সমুদয় কার্য্যভার সমর্পিত হইল। ১৭৫৩ অব্দে যখন ইঙ্গরেজদিগের পরাজয়

* মুসলমানদিগের রাজত্বকালে কোরা একটি প্রধান স্থান ছিল। এখন ইহা ফতেপুর বিভাগের একটি ভগ্নপ্রায় নগর।

† সনন্দে উড়িষ্যার উল্লেখ থাকিলেও ইঙ্গরেজেরা ১৮০৩ অব্দে প্রকৃত-প্রস্তাবে উহার অধিকারী হন। ১৭৬৬ অব্দের ১২ই নবেম্বর ইঙ্গরেজেরা নিজামের নিকট হইতে প্রকৃতপ্রস্তাবে উত্তরসরকারের আধিপত্য লাভ করেন।

ও অন্ধকূপ-হত্যার সংবাদ দেশমধ্যে প্রচারিত হয়, তখন প্রায় সকলেই ভাবিয়াছিল, ইঙ্গরেজেরা আর বাঙ্গালায় প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিবে না। কিন্তু শেষে এ বিশ্বাস অপনীত হইল। অভাবনীয় শক্তির সহিত ইঙ্গরেজেরা আবার বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া ৯ বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্য প্রজার সহিত বহু-বিস্তৃত জনপদের অধিকার লাভ করিলেন। যাহারা এত দিন ইঙ্গরেজ-দিগকে সামান্য ব্যবসায়ী বলিয়া মনে করিত, তাহারা এখন তাঁহাদিগকে আপনাদের অধিপতি ভাবিয়া, ভয় ও বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ক্লাইবের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য সাধিত হইল। ইহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া দ্বিতীয় কর্ত্তব্যসাধনে উদ্যত হইলেন।

ইঙ্গরেজ সৈনিকদিগের অবাধ্যতা, ১৭৬৬।—ইঙ্গরেজ সৈনিকেরা যত দিন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত, তত দিন তাহারা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট বেতনের অতিরিক্ত কিছু কিছু টাকা পাইত। উহা "ভাতা" বলিয়া কথিত হইত। মীরজাফরের নবাবী সময়ে এই ভাতা দ্বিগুণ হইয়া "ডবল ভাতা" নামে অভিহিত হয়। ইঙ্গরেজ সৈনিকেরা কি যুদ্ধ, কি শান্তি, সকল সময়েই এই "ডবল ভাতা" পাইতে থাকে। ক্লাইব ১লা জানুয়ারি "ডবল ভাতা" রহিত করিবার আদেশ প্রচার করেন। ইহাতে ইঙ্গরেজ সৈনিকেরা অসন্তুষ্ট হয় এবং সকলে একযোগে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ করে। সেনাপতি স্যার রবর্ট ফ্লেচার ক্লাইবকে এই বিষয় জানাইলেন, কিন্তু ক্লাইব বিপদে অভিভূত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত সকলের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিলেন. বিচারজনা

পদত্যাগকারীদিগকে সৈনিক বিচারালয়ে পাঠাইয়া দিলেন, এবং মাদ্রাজ হইতে ইঙ্গরেজ সৈনিক অনিবার আদেশ দিলেন। এইরূপ দৃঢ়তা ও কার্য্য-তৎপরতার গুণে আর কোন গোলযোগ হইল না। এই সময়ে সিপাহিরা ক্লাইবের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তাহাদের বিশ্বাস ও তাহাদের প্রভু-ভক্তি অণু-মাত্রও বিচলিত নাই।

ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য-প্রণালীর সংস্কার।—পূর্ব্বে ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীরা ধনী লোকদিগের নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিতেন। ক্লাইব এবার এদেশে আসিয়াই এই উপহার গ্রহণপ্রথা রহিত করেন। এখন তিনি ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের স্বাধীন ব্যবসায়ের গতি রোধ করিতে উদ্যত হইলেন। ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীরা বড় অল্প বেতন পাইতেন। ক্লাইব দেখিলেন, যাবৎ তাঁহারা এইরূপ অল্পহারে বেতন পাই-বেন, তাবৎ তাঁহাদের বাণিজ্যপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইবে না। তাঁহাদের ধনাগমের অন্য কোন উপায় করিয়া দিয়া, উক্তরূপ বাণিজ্য রহিত করা, তিনি উচিত বিবেচনা করিলেন। এজন্য লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া তাহার উপস্বত্বের কিয়দংশ ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে পদমর্য্যাদা অনুসারে ভাগ করিয়া দিবার নিয়ম হইল। ইহাতে ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীরা আপনাদের ব্যবসায় উঠাইয়া দিতে স্বীকার করিলেন। এই নিয়ম দুই বৎ-সরমাত্র ছিল। পরে তাঁহাদিগকে রাজস্বের উপর শতকরা কিছু কিছু কমিশন দিবার বন্দোবস্ত হয়।

লর্ড ক্লাইবের কর্ম্মত্যাগ, ১৭৬৭।—এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ক্লাইব ১৭৬৭ অব্দে পীড়িত হইয়া

পড়েন। এজন্য তিনি চিকিৎসকদিগের পরামর্শ অনুসারে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, স্বদেশে যাইতে বাধ্য হন।

স্বদেশে যাইয়া, ক্লাইব সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন নাই। যাঁহাদের জন্য তিনি সময়ে সময়ে অসন্মার্গ অবলম্বন করিয়াও ভারতে একটি বিস্তৃত রাজ্য অধিকার করেন, তাঁহারাই এখন তাঁহার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। ডিরেক্টরেরা ক্লাইবের কার্য্য-প্রণালীর উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। এজন্য তাঁহাকে বিস্তর নিগ্রহ সহ্য করিতে হইল। ক্লাইব ছয় বৎসর কাল এইরূপ মনোদুঃখে অতিবাহিত করিলেন। শেষে তাঁহার কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল। পলাশীর যুদ্ধজেতা ভারতের ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের স্থাপন-কর্ত্তা ১৭৭৪ অব্দে ২২এ নবেম্বর ৪৯ বৎসর বয়সে আত্মহত্যা করিলেন।

ক্লাইব অনেক দোষ করিয়াছেন। তিনি স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া, অনেকের সর্ব্বনাশ করিতে কাতর হন নাই, অসৎ উপায়ে নিজের ধনবৃদ্ধি করিতেও ক্রটি করেন নাই, এবং প্রবঞ্চনা করিয়া অপরের স্বার্থহানি করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। ইতিহাসে এই সকল দোষ গোপন করা হয় নাই। ক্লাইবের ধর্ম্মজ্ঞান প্রশংসনীয় না হইলেও, তাঁহার সাহস ও তাঁহার তেজস্বিতা সকল সময়ে সকলের নিকট প্রশংসিত হইবে। ক্লাইব যখন ১৭৫৭ অব্দে কলিকাতায় পদার্পণ করেন, তখন ইঙ্গরেজ কোম্পানির কুঠী সকল ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল, কর্ম্মচারীরা স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার ইঙ্গরেজদিগের প্রাধান্য প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ক্লাইব ১৭৬৭ অব্দে যখন কলিকাতা পরিত্যাগ করেন, তখন বাঙ্গালায়

কোম্পানির আধিপত্য বদ্ধমূল হয় এবং কোম্পানি কয়েকটি বিস্তৃত জনপদের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা হইয়া উঠেন। ক্লাইব ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকারের ভিত্তি স্থাপন করেন, এবং ভারতবর্ষীয়দিগকে ইঙ্গরেজদিগের ক্ষমতা ও প্রাধান্য দেখাইয়া, চমকিত করিয়া তুলেন। কেহই তাঁহার সাহস, তেজস্বিতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অগৌরব করিবে না। লর্ড ক্লাইব মহাবীর ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান না থাকাতে মহাপুরুষের সম্মানিত পদে অধিকৃত হইতে পারেন নাই। যাহাহউক, ভারতবর্ষে এইরূপ অসাধারণ পুরুষের আবির্ভাব না হইলে বোধ হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন হইত না।

বেরেল্‌ষ্ট ও কার্টিয়ার।—ক্লাইব চলিয়া গেলে বেরেলষ্ট সাহেব দুই বৎসর কাল বাঙ্গালার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৭৬৯ অব্দে কার্টিয়ার সাহেব তাঁহার স্থলে বাঙ্গালার গবর্ণর হন। কার্টিয়ার ১৭৭২ অব্দ পর্য্যন্ত শাসন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে রাজ্য শাসন সম্বন্ধে তাদৃশ শৃঙ্খলা ছিল না। ক্লাইব এ দেশ পরিত্যাগ করিলে অনেকের আবার অর্থ লালসা বলবতী হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত অত্যাচার ও অবিচার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার উপর একটি ঘোরতর দুর্ঘটনায় প্রজাসাধারণকে যার পর নাই বিব্রত হইতে হইয়াছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ১৭৭০।—১৭৭০ অব্দের গ্রীষ্মকালে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত মৃত্তিকা শুষ্ক ও কঠিন হইয়া যায়, পুষ্করিণী সকলও প্রায় জলশূন্য হইয়া পড়ে। কৃষকেরা কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত দেখিয়া দুর্ভাবনা গ্রস্ত হয়। অবিলম্বে বাঙ্গালায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ

ঘটে। এই দুর্ভিক্ষে কত লোক বিনষ্ট হয়, তাহা সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন, দেশের প্রায় একতৃতীয়াংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। অনেকে কহেন, কোম্পানির কর্ম্মচারীরা দেশের সমুদয় চাউল কিনিয়া, আবদ্ধ করিয়া রাখাতে দুর্ভিক্ষ প্রবল হইয়াছিল। ইহারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষের সময় এই চাউল কেনা দামের আট, দশ, কোন কোন স্থলে বার গুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এই দুর্ঘটনা হওয়াতে ইহাকে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলে।

দিল্লীতে শাহ্ আলমের রাজ্যাভিষেক, ১৭৭১।—১৭৬৯ অব্দের শেষে পেশবা মধুরাও আপনাদের বিলুপ্ত গৌরবের উদ্ধার জন্য ৬ লক্ষ মরহাট্টা সৈন্য ভারতবর্ষের উত্তরাংশে প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল রাজপুতনা দিয়া জাঠদিগের জনপদে আইসে এবং তাহাদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া, দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হয়। অহম্মদ শাহ দোর্‌রাণী যখন ১৭৫৬ অব্দে দিল্লীতে আইসেন, তখন নজীবউদ্দৌলা নামক এক জন রোহিলাকে উক্ত নগরের শাসনকর্ত্তা করিয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে নজীবউদ্দৌলার পুত্র জাবেতা খাঁর হস্তে দিল্লীর শাসনভার ছিল। শাহ আলম এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পেশবা তাঁহাকে দিল্লীতে আসিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শাহ আলম এ বিষয় কলিকাতার গবর্ণর বেরেল্‌ষ্ট সাহেবকে জানাইলে, বেরেল্‌ষ্ট আপনাদের অনিষ্ট হইবে ভাবিয়া, শাহ আলমকে মরহাট্টাদের সহিত সম্মিলিত হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শাহ আলম ইঙ্গরেজ গবর্ণরের কথা শুনিলেন না। তাঁহার লোভ

প্রবল হইল। তিনি পেশবার অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৭৭১ অব্দের ২৫এ ডিসেম্বর দিল্লীতে মহা সমারোহে শাহ আলমের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। পেশবা সম্রাটকে আপনাদের রক্ষাধীনে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। *

ইহার পর মহারাট্টারা রোহিলখণ্ড আক্রমণ পূর্ব্বক জাবেতা খাঁকে কারারুদ্ধ করে। তাহারা অযোধ্যা আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। ইহার মধ্যে পেশবা হঠাৎ তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, সুতরাং তাহারা আর কোন স্থলে কোনরূপ উৎপাত না করিয়া দক্ষিণাপথে চলিয়া গেল। ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত জনপদ নিরাপদ রহিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

দক্ষিণাপথের ঘটনা, ১৭৬১-১৭৭১।

নিজাম আলী।—সুপ্রসিদ্ধ নিজাম উলমুল্‌কের তৃতীয় পুত্র সলাবৎজঙ্গ ফরাসী সেনাপতি বুসীর সহায়িতায় হয়দরাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১৭৬১ অব্দে সলাবৎজঙ্গের কনিষ্ঠ সহোদর নিজামআলী জ্যেষ্ঠকে রাজচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া, স্বয়ং সুবাদারী গ্রহণ করেন। নিজাম আলী এইরূপে হয়দরাবাদের নিজাম হইয়া, মহম্মদ আলীকে কর্ণাটের বিধিসঙ্গত নবাব বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হন, এবং ইঙ্গরেজ-

* এইটি বাঙ্গালার ঘটনার মধ্যে পরিগণিত না হইলেও বাঙ্গালার ইঙ্গরেজ গবর্ণরের শাসন কালে ঘটিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা গেল।

দিগের সহিত শত্রুতাচরণের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। ইঙ্গরেজেরা দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন যে, ইঙ্গরেজকোম্পানির বন্ধু মহম্মদ আলী কর্ণাটের বিধিসঙ্গত নবাব বলিয়া পরিগণিত হইলেন। কর্ণাটের নবাব অতঃপর দক্ষিণাপথের বর্ত্তমান, কি ভবিষ্যৎ সুবাদারের অধীনে থাকিবেন না। এইরূপে কর্ণাটের নবাব নিজামের হস্তভ্রষ্ট হন।

১৭৬৫ অব্দের ১২ই আগষ্ট লর্ড ক্লাইব সম্রাটের নিকট হইতে কোম্পানির নামে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। এই দিন সম্রাট্ উত্তর সরকারেরর আধিপত্যও ইঙ্গরেজদিগকে সমর্পণ করেন।

কিন্তু নিজাম এই সনন্দ অনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হন। তিনি মাদ্রাজের প্রেসিডেণ্টকে এই বলিয়া ভয় দেখান যে, যদি উত্তরসরকার অধিকার করা হয়, তাহা হইলে দক্ষিণাপথের সমস্ত ইঙ্গরেজকে সমূলে বিনষ্ট করা হইবে।

নিজামের সহিত সন্ধি, ১৭৬৫।—মাদ্রাজের প্রেসিডেণ্ট ইহাতে কিছু শঙ্কিত হইয়া কর্ণেল কলিয়ডকে হয়দরাবাদে পাঠান। ১২ই নবেম্বর নিজামের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, ইঙ্গরেজেরা নিজামের নিকট হইতে উত্তরসরকার অর্থাৎ গঞ্জাম, বিশখপট্টনম্, গোদাবরী ও কৃষ্ণা প্রদেশ গ্রহণ করিয়া নিজামকে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা কর দিবেন, এবং ঐ প্রদেশ রক্ষার্থ যথোপযুক্ত সৈন্য রাখিবেন। আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে সৈন্য দ্বারা নিজামের সাহায্য করিতে হইবে।

মাদ্রাজ কৌন্সিলের সভাপতি যে, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া, এইরূপ সন্ধি বন্ধন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঙ্গরেজেরা দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে উত্তরসরকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহা অধিকার করিতে সম্রাটের অধীনস্থ কর্ম্মচারী সুবাদারের সহিত সন্ধিবন্ধন যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। ইহাতে সম্রাট্ অপেক্ষা দক্ষিণাপথের সুবাদারকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং মাদ্রাজ কৌন্সিলের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

এই সন্ধির পর মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে একটি গুরুতর ঘটনায় বিব্রত হইতে হয়। যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্লাইব বাঙ্গালায় ধীরে ধীরে ইঙ্গরেজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল করিতেছিলেন, তখন ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে অন্য একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেজস্বী পুরুষ ধীরে ধীরে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া, আপনার কৃতকার্য্যতার গৌরবে উন্নত হন। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেজস্বী পুরুষের নাম হায়দর আলী।

হায়দর আলী।—১৭০২ অব্দে হায়দর আলীর জন্ম হয়। হায়দর আলীর পিতা ফতে মহম্মদ মোগল সরকারে সেনাপতিত্ব করিতেন। পঞ্জাবের কোন একটি যুদ্ধে ফতে মহম্মদের মৃত্যু হয়। এই সময়ে হায়দর আলী মোগল সৈন্যের মধ্যে একটি সামান্য চাকরী করিতেন। তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না। সামান্য চাকরীতে যে আয় হইত, তদ্দারা তিনি অতি সামান্য ভাবে দিনপাত করিতেন। হায়দর আলী ক্ষমতাশূন্য মোগল সম্রাটের কর্ম্ম ছাড়িয়া, ১৭৫০ অব্দে মহীশূর রাজ্যে সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশ করেন। মোগল সম্রাটদিগের সময় হইতে মহীশূর রাজ্য হিন্দুরাজাদিগের শাসনাধীন ছিল। হিন্দু রাজারা

প্রায় দুই শত বৎসর কাল, এই রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। উপস্থিত সময়ে মহীশূরের রাজমন্ত্রী নন্দরাজের হস্তেই সমস্ত ক্ষমতা ছিল। যাহা হউক, মহীশূরের সৈনিক কার্য্যে হায়দর বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন, ক্রমে তাঁহার হস্তে দিন্দিগল দুর্গের কর্তৃত্ব সমর্পিত হয়। এই সময়ে হায়দর ইচ্ছামত আপনার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই অনুমতি অনুসারে তিনি চারি দিক হইতে দস্যু সেনা সংগ্রহ করিতে থাকেন। সাত বৎসরের মধ্যে তাঁহার অধীনে দশ হাজার সৈন্য হয়। এই রূপে বহুসংখ্য সৈন্যের অধিপতি হইয়া হায়দর আলী, ১৭৬১ অব্দ মহীশূরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টনে উপস্থিত হন এবং তদানীন্তন রাজাকে দূর করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্রমে তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশিত হয়, ক্রমে তিনি কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত আপনার অধিকার বিস্তার করেন। হায়দর আলী লেখা পড়া জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার সাহস, চতুরতা ও বীরত্ব অসাধারণ ছিল। তিনি এই অসাধারণ সাহস, চতুরতা ও বীরত্ববলেই মহীশূরে আপনার আধিপত্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

হায়দর আলীর এইরূপ ক্ষমতা ও প্রাধান্য দেখিয়া, নিজাম ও পেশবা শঙ্কিত হইলেন। নিজাম কালবিলম্ব না করিয়া, মহারাষ্ট্রাদের সহযোগে হায়দরের প্রাধান্য নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঙ্গরেজেরাও সন্ধির নিয়ম অনুসারে নিজামের সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে মহারাষ্ট্রারা কাহারও অপেক্ষা না করিয়া মহীশূর রাজ্যের উত্তরাংশে উপস্থিত হইল। হায়দর আলী বহু অর্থ দিয়া, তাহাদের সহিত সন্ধিবন্ধন করি-

লেন। নিজামও গোপনে হায়দরের সহিত মিশিলেন। এই রূপে হায়দর একে একে মরহাট্টা ও নিজাম, উভয়কেই হস্তগত করিলেন, কিন্তু ইঙ্গরেজেরা ইহাতে নিবৃত্ত থাকিলেন না। তাঁহারা হায়দরের প্রাধান্য সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৭৬৬)। এইরূপে মহীশূরে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজ কোম্পানির বহু অর্থ ও বহু সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল।

মহীশূরের প্রথম যুদ্ধ, ১৭৬৭।—চাঙ্গামা নামক স্থানে ইঙ্গরেজ সেনাপতি কর্ণেল স্মিথের সহিত হায়দরের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরা জয়লাভ করেন।

নিজামের সহিত দ্বিতীয়বার সন্ধিস্থাপন, ১৭৬৮।—পর বৎসর ইঙ্গরেজদিগের একদল সৈন্য নিজামের রাজ্যে উপস্থিত হওয়াতে নিজাম ভীত হইয়া ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

নিজাম ইঙ্গরেজদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেও হায়দর কিছুমাত্র ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তাঁহার সাহস ও পরাক্রম বাড়িয়া উঠিল। অকুতোভয়ে, বিপুল উৎসাহসহকারে তিনি ইঙ্গরেজ সৈন্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অনেক স্থানে তাঁহার জয়লাভ হইতে লাগিল। ১৭৬৯ অব্দের মার্চ্চ মাসে হায়দর কৌশলক্রমে কর্ণেল স্মিথকে বহুদূরে লইয়া গিয়া একদল তেজস্বী অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত সহসা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গের সম্মুখে আসিলেন। মান্দ্রাজের ইঙ্গরেজেরা তখন প্রাণভয়ে হায়দরের প্রস্তাবিত নিয়মে সন্ধি স্থাপন করিতে সম্মত হইলেন।

হায়দর আলীর সহিত সন্ধি, ১৭৬৯।—এই সন্ধিতে স্থির হইল যে, উভয়পক্ষ উভয়ের যে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছেন, তৎসমুদয় উভয়কে প্রত্যর্পণ করিবেন। অধিকন্তু এক পক্ষ কোন রূপে বিপদগ্রস্ত হইলে, অপর পক্ষ সেই বিপদ নিবারণে যত্নশীল হইবেন।

হায়দরের মহারাষ্ট্র-রাজ্য আক্রমণ, ১৭৭০।—ইহার পর হায়দর আলী মহারাষ্ট্র রাজ্য আক্রমণ করেন। পেশবা মধুবাও যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্য সৈন্য একত্র করিষা, আক্রমণকারীকে বাধা দিতে উদ্যত হন। হায়দর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টনে আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত সন্ধির নিয়ম অনুসারে ইঙ্গরেজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময়ে ইঙ্গলণ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশে স্যার জন্ লিণ্ডসে মান্দ্রাজের কার্য্য সুব্যবস্থিত করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি হায়দরকে পরিত্যাগ করিয়া, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। সুতরাং হায়দর ইঙ্গরেজদিগের নিকটে কোনরূপ সাহায্য পাইলেন না। তিনি ইহাতে যার পর নাই বিরক্ত হইয়া, নগদ ৩৬ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক রহিল। হায়দর কোরাণ স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিলেন যে, তিনি যে কোন উপায়ে হউক, ইঙ্গরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ১৭৭২-১৭৮৫।

হেষ্টিংসের পূর্ব্ব বিবরণ।—১৭৩২ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জন্ম হয়। সুতরাং হেষ্টিংস, ক্লাইব অপেক্ষা সাত বৎসরের ছোট। যাহা হউক, অধ্যয়নে হেষ্টিংসের বিশেষ অনুরাগ ছিল। দশ বৎসর বয়সে তিনি ওয়েষ্টমিনষ্টর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই খানে, ইলাইজা ইম্পে এবং প্রসিদ্ধ কবি উইলিয়ম কাউপর তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। হেষ্টিংস ক্লাইবের ন্যায় ধর্ম্মমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় বসিয়া থাকিতেন না, কিংবা দুরন্ত বালকদিগকে একত্র করিয়া, নানাস্থানে উৎপাত করিতেন না। তিনি চৌদ্দ বৎসর বয়সে পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। ১৭৫০ অব্দে আঠার বৎসর বয়সে হেষ্টিংস ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন কেরাণী হইয়া কলিকাতায় পদার্পণ করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর, তিনি মুর্ষিদাবাদে যাইয়া মীরজাফরের দরবারে কোম্পানির এজেণ্ট হন। ১৭৬১ অব্দে কলিকাতা কৌন্সিলের মেম্বরের কার্য্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে হেষ্টিংস স্বদেশে গমন করেন। তথায় প্রায় ৭ বৎসর থাকিয়া, ১৭৬৯ অব্দে মাদ্রাজের কৌন্সিলের মেম্বর হইয়া আবার ভারতবর্ষে আইসেন। ১৭৭২ অব্দে হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত হন।

বাঙ্গালার অবস্থা।—ক্লাইব ইঙ্গরেজ কোম্পানির নামে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেও

রাজস্ব-সংগ্রহ বা শাসন-কার্য্যের ভার আপনাদের হাতে আনেন নাই। বাঙ্গালা ও বিহারের নায়েব দেওয়ানেরা ঐ সকল কার্য্য নবাবের নামে সম্পন্ন করিতেন। সুতরাং কোম্পানি প্রকৃত-প্রস্তাবে দেওয়ান হইলেও প্রথমে শাসন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ক্লাইব এই দ্বিবিধ শাসন-প্রণালীর সৃষ্টি-কর্ত্তা। শেষে এই শাসন-প্রণালীতে অনেক গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। ক্লাইব স্বদেশে চলিয়া গেলে এতদ্দেশ এক প্রকার অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল। চোর ডাকাইতেরা নানাস্থানে উৎপাত করিয়া বেড়াইত। যাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল, সেই পরের উপর আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিত। রাজা যে, যথানিয়মে রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহা তখন প্রজাদিগের মনে ছিল না। ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বের ন্যায় উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীরা আত্মীয় স্বজনের মনস্তুষ্টি সাধনার্থ অনেক ভূমি নিষ্কর করিয়া দিতেন। এতদ্দ্বারা রাজস্বের অনেক ক্ষতি হইতে থাকে। আবার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়। শাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা কিছুতেই ঐ ভয়ঙ্কর অন্ন কষ্ট নিবারণ করিতে পারেন নাই। এই সকল কারণে রাজস্বের অতিশয় ক্ষতি হয় এবং দেশের যার-পর-নাই দুরবস্থা ঘটে। এইরূপ দুরবস্থার সময়ে ওয়ারেণ হেষ্টিংস শাসন-কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।

মহম্মদ রেজা খাঁ এবং রাজা সেতাব রায়ের পদচ্যুতি।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মহম্মদ রেজা খাঁ বাঙ্গালায় এবং রাজা সেতাব রায় বিহারের নায়েব দেওয়ান ছিলেন। রাজস্বের অনেক ক্ষতি হওয়াতে হেষ্টিংস ইহাদের উপর সন্দেহ

করিয়া উভয়কেই কলিকাতায় আনিয়া একপ্রকার বন্দীভাবে রাখিলেন। নায়েব দেওয়ানের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল। মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস বাঙ্গালার নবাবের দেওয়ান এবং মণিবেগম অপ্রাপ্তবয়স্ক নবাবের রক্ষয়িত্রী হইলেন। এই অবধি আবার মহারাজ নন্দকুমারের প্রভুত্ব বাড়িল। তাঁহার লোক প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। হেষ্টিংস পূর্ব্বাবধি নন্দকুমারের একান্ত বিরোধী ছিলেন। এখন তিনি নন্দকুমার এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনের প্রতি এইরূপ সৌজন্য প্রদর্শন করাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। হেষ্টিংস এই সময় মহারাজ নন্দকুমারের সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন, "নন্দকুমার যখন মীরজাফরের কর্ম্মচারী ছিলেন, তখন তিনি ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে কোন কোন কার্য্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপনার প্রভুর মন্দ করেন নাই। এখন তিনি ইঙ্গরেজদিগের প্রজা হইলেন, সুতরাং এখন ইঙ্গরেজদিগের প্রতিও সেইরূপ প্রভুভক্তি দেখাইবেন।" হেষ্টিংসের এই কথায় মহারাজ নন্দকুমারের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

মহম্মদ রেজা খাঁ ও সেতাব রায় বহুদিন বন্দীভাবে থাকিয়া শেষে অনেক কষ্টে অব্যাহতি পাইলেন।

রাজস্ব-ঘটিত বন্দোবস্ত, ১৭৭২।—ইঙ্গরেজ কোম্পানি ১৭৭২ অব্দে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক রাজস্বের সুবন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে হেষ্টিংস শাসন-কার্য্য সুশৃঙ্খল করিবার জন্য কতিপয় নিয়ম প্রণয়ন করেন। এই নিয়ম অনুসারে—

(১) বাঙ্গলা প্রদেশ, চব্বিশ পরগণা, মুর্ষিদাবাদ, নদিয়া যশোহর, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, পূর্ণীয়া, ঢাকা, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম, এই চৌদ্দ জেলায়, আর বিহার প্রদেশ রামগড়, শাহাবাদ, সারণ ও ত্রিহুত, এই চারি জেলায় বিভক্ত হইল।

(২) প্রত্যেক জেলায় এক এক জন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী রাজস্ব-সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিলেন। ইহাদেব রাজকীয় উপাধি "কলেক্টর" হইল।

(৩) ধনাগার ও অন্যান্য কার্য্যালয় মুর্ষিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আসিল।

(৪) প্রতি জেলায় এক একটি দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিচারালয় স্থাপিত হইল। কলেক্টরগণ দেওয়ানী আদালতের বিচার-ভার পাইলেন। ফৌজদারী আদালতের বিচার-ভার কাজী ও মুফ্‌তীর হস্তে সমর্পিত হইল।

(৫) আপীল শুনিবার নিমিত্ত সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামৎ নামক দুইটি প্রধান বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল *। গবর্ণর ও কৌন্সিলের মেম্বরগণ সদর দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

ফৌজদারী আদালতের কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও দেশে শান্তিরক্ষার জন্য প্রতি জেলায় "ফৌজদার" নামক একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ ফৌজদারী

* এই উভয় আদালতই প্রথমে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষে কেবল সদর নিজামৎ আদালত মুর্ষিদাবাদে উঠিয়া যায়। মুসলমান বিচারকগণ এই আদালতে বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

বিভাগের কর্ত্তা হইলেন। তাঁহার রাজকীয় উপাধি "নায়েব নাজিম" হইল।

এইরূপে হেষ্টিংস রাজকীয় কার্য্যপ্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। কিন্তু ইহাতেও অত্যাচার-স্রোত শীঘ্র শীঘ্র নিরুদ্ধ হয় নাই। কালেক্টরগণ অতিরিক্ত হারে কর গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা এতদ্দেশের মোকদ্দমা কিছুমাত্র বুঝিতেন না। তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ যাহা ইচ্ছা করিতেন, তাহাই হইত। ইহাতে সকল সময়ে সুবিচার হইত না। অনেক সময়ে কর্ম্মচারীরা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, অত্যাচারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন। দুর্ভিক্ষের উপর এইরূপ অত্যাচার হওয়াতে প্রজারা একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। ফলে ইঙ্গরেজ শাসনের প্রথম অবস্থায় প্রজাসাধারণ যার-পর নাই উৎপীড়িত হইয়াছিল। মুসলমান নবাবদিগের শাসন সময়েও দেশে এইরূপ অত্যাচার হয় নাই।

কোম্পানির আয় বৃদ্ধি।—রাজস্ব ঘটিত শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে হেষ্টিংস অন্যান্য উপায়ে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার চেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়। বাঙ্গালার নবাবকে যে বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হইত, হেষ্টিংস তাহা কমাইয়া অর্দ্ধেক করেন। ইহাতে প্রায় ১৬,০০,০০০ টাকা বাঁচিয়া যায়। লর্ড ক্লাইব কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশ সম্রাট শাহ আলমকে দিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাট এখন মহারাট্টাদের একান্ত আয়ত্ত হইয়া, তাহাদের ইচ্ছানুসারে কায করাতে হেষ্টিংস উক্ত দুই প্রদেশ সম্রাটের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া, আবার অযোধ্যার নবাবের নিকট বিক্রয় করেন। ইহাতে কোম্পানির ৫০ লক্ষ টাকা লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত দিল্লীর সম্রাটকে বার্ষিক যে ২৬

লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইত, হেষ্টিংস তাহাও বন্ধ করিয়া দেন। এই সকল কার্য্য করিয়া, হেষ্টিংস কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপনার সুনীতির পরিচয় দিতে পারেন নাই।

রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধ ১৭৭৩-১৭৬৫।—সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়, তখন অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী রোহিলখণ্ডের অধিবাসীরা স্বাধীনতা অবলম্বন করে। রোহিলারা সুশ্রী, সুগঠিত ও বলবীর্য্যশালী। ইহারা সাহসে ও বীরত্বে এক সময়ে ইতিহাসে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন-সময়ে যখন পঞ্জাব হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অরাজকতা উপস্থিত হয়, তখন তেজস্বী আফগান ভূপতির শাসনাধীনে রোহিলখণ্ডের কোনরূপ দুরবস্থা ঘটে নাই। তখনও রোহিলখণ্ড সুখ, শান্তি ও শস্যসম্পত্তিতে শ্রীসম্পন্ন ছিল। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এই সমৃদ্ধিপূর্ণ ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিতে উৎসুক হন। রোহিলারা দীর্ঘ কাল হইতে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, এই স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে সুজাউদ্দৌলার কোনও অধিকার ছিল না। কিন্তু সুজাউদ্দৌলা ন্যায়ের উপদেশ শুনিলেন না। তিনি ইঙ্গরেজদিগের সাহায্যে রোহিলখণ্ডে আধিপত্য স্থাপন করিতে যত্নশীল হইলেন। ১৭৭৩ অব্দে বারাণসীতে হেষ্টিংসের সহিত নবাবের সাক্ষাৎ হইল। হেষ্টিংস নবাবের সাহায্যার্থ এক দল সৈন্য পাঠাইতে সম্মত হইলেন, নবাবও ঐ সৈন্যের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, ইঙ্গরেজ কোম্পানিকে

৪০ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। যখন লর্ড ক্লাইব অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি বন্ধন করেন, তখন নবাব ক্লাইবকে ১০ লক্ষ টাকা উপহার দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ক্লাইব ঐ দান গ্রহণ করেন নাই। ক্লাইব যে ১০ লক্ষ টাকা লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, হেষ্টিংস অসঙ্কুচিতচিত্তে নবাবের নিকট হইতে সেই ১০ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া, নিরপরাধ রোহিলাদিগের সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যত হইলেন।

১৭৭৪ অব্দে ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য রোহিলখণ্ডে উপস্থিত হইল। রোহিলারা এই বিপদ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অনেক চেষ্টা করিল, অনেক অর্থ দিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু তাহাদের অনুনয় বিনয়ে, কাতরতাপ্রকাশে কোন ফল হইল না। রোহিলারা অবশেষে আপনাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু যুদ্ধে তাহারা জয়ী হইতে পারিল না। তাহাদের অনেক সৈন্য নষ্ট হইল, তাহাদের অধ্যক্ষ হাফেজ রহমৎ রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। যুদ্ধের সময়ে অযোধ্যার নবাব দূরে ছিলেন, এখন রোহিলাদিগকে পরাজিত দেখিয়া, তিনি রোহিলখণ্ডে আসিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। সমস্ত জনপদে অবাধে নরশোণিত স্রোত বহিতে লাগিল, অবাধে সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এক লক্ষেরও অধিক লোক আপনাদের গৃহ ছাড়িয়া জঙ্গলে পলায়ন করিল। এই ভয়ঙ্কর সময়ে কিছুতেই রোহিলাদিগের অব্যাহতি লাভ হইল না। তাহাদের বাণিজ্য, তাহাদের শস্য সম্পত্তি তাহাদের অর্থ, সমস্তই উৎসন্ন হইয়া গেল। হেষ্টিংস ৪০ লক্ষ টাকার জন্য এই অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচারের কাহিনী নীরবে ধীর-

ভাবে শুনিলেন, অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য কোন রূপ চেষ্টা করিলেন না। দুরন্ত শত্রুর আক্রমণে ভারতবর্ষের একটি সুন্দর জনপদ এইরূপে সৌন্দর্য্য-ভ্রষ্ট হইল ; আর এই সুন্দর জনপদের সুশ্রী ও সুগঠিত অধিবাসীরা নিরন্ন ও নিপীড়িত হইয়া কষ্টের একশেষ ভুগিতে লাগিল।

শাসন-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপত্র, ১৭৭৩।—কোম্পানির কার্য্য-বিশৃঙ্খলার সংবাদ বিলাতে পঁহুছিল। বিলাতের অনেকে এজন্য যার-পর নাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে লাগিল। এপর্য্যন্ত কোম্পানির অধ্যক্ষেরা ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। এখন পার্লিয়ামেণ্ট ভারতবর্ষের কোন কোন কার্য্য আপনাদের হস্তে রাখিতে ইচ্ছা করিয়া, একটি ব্যবস্থা-পত্র প্রণয়ন করিলেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে স্থির হইল যে,—

(১) কলিকাতার গবর্ণর "গবর্ণর জেনেরল" নামে উক্ত হইবেন, তাঁহার সহকারিতার জন্য একটি কৌন্সিল অর্থাৎ মন্ত্রি-সভা সংগঠিত হইবে। মন্ত্রি সভায় চারি জন সভ্য থাকিবেন। গবর্ণর জেনেরলগণ বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা বেতনে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইবেন। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ইঙ্গরেজাধিকৃত স্থানসমূহে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরলের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

(২) গবর্ণর জেনেরল মন্ত্রি-সভার সাহায্যে শাসন-কার্য্যের শৃঙ্খলা বিধান জন্য আইন প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

(৩) কলিকাতায় "সুপ্রীম কোর্ট" নামক একটি বিচারালয়

স্থাপিত হইবে। এই বিচারালয়ে একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিন জন অধস্তন বিচারপতি থাকিবেন। ইহাদের নিয়োগ-সম্বন্ধে কোম্পানির কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

(৪) কোম্পানির ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্য সময়ে সময়ে ইঙ্গলণ্ডের রাজমন্ত্রীর গোচর করিতে হইবে।

হেষ্টিংসের ক্ষমতা ও কার্য্য দক্ষতার উপর কোম্পানির অধ্যক্ষদিগের আস্থা ছিল। সুতরাং হেষ্টিংস ঐ অভিনব ব্যবস্থা অনুসারে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইলেন। বারওয়েল, জেনেরল ক্লেবারিং, মেজর মন্‌সন এবং ফিলিপ্‌ ফ্রান্সিস, এই চারি জন মন্ত্রিসভার সভ্যের পদ গ্রহণ করিলেন। আর হেষ্টিংসের সহাধ্যায়ী স্যার ইলাইজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মন্ত্রি সভার সভ্যদিগের মধ্যে বারওয়েল সাহেব পূর্ব্বাবধি এদেশে থাকিয়া, কোম্পানির কার্য্য করিতেছিলেন। অবশিষ্ট তিন জন ইঙ্গলণ্ড হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন।

মন্ত্রি-সভার অভিনব সভ্যদিগের সহিত হেষ্টিংসের বিবাদ, ১৭৭৪-১৭৭৫।—অভিনব কৌন্সিলের উক্ত তিন জন মেম্বর ১৭৭৪ অব্দে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। ইহারা হেষ্টিংসের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইহাদের ধারণা ছিল, হেষ্টিংস সাতিশয় অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা; সুতরাং সকল সময়ে হেষ্টিংসকে অপদস্থ করিতেই ইহারা কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। ইহারা কৌন্সিলের সভ্যের পদ গ্রহণ করিয়াই, রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধের কথা তুলিয়া, হেষ্টিংসের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস মিডল্টন নামক কোম্পানির এক জন

কর্ম্মচারীকে অযোধ্যার নবাবের দরবারের এজেণ্ট স্বরূপ রাখিয়া ছিলেন, নূতন মেম্বরেরা তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতায় আনিয়া, তৎপদে ব্রিষ্টো নামক এক জন সাহেবকে নিযুক্ত করিলেন। অযোধ্যার নবাবের সহিত যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, মেম্বরেরা সে বন্দোবস্ত পরিত্যাগ করিয়া অভিনব বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিলেন। ক্লেবারিং, মন্‌সন্ এবং ফ্রান্সিস্, তিন জনেই এক পক্ষে ছিলেন, সুতরাং মন্ত্রি-সভায় তাঁহাদেরই জয়লাভ হইল। অভিনব বন্দোবস্ত অনুসারে একদল সৈন্য নবাবের রাজ্যে রাখা হইল, আর নবাব কোম্পানিকে বারাণসী প্রদেশ দিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে হেষ্টিংস্ অভিনব মেম্বর দিগের নিকটে অপদস্থ হইতে লাগিলেন। ইহার উপর আর একজন ক্ষমতাশালী লোক হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন।

নন্দকুমারের ফাসি, ১৭৭৫।—মহারাজ নন্দকুমার রায় কৌন্সিলের নূতন মেম্বরদিগের পক্ষে যাইয়া, হেষ্টিংস যে সমস্ত উৎকোচ লইয়াছিলেন, তৎসমুদয় প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিলেন। ইহাতে কৌন্সিলে বড় গোলযোগ বাঁধিল। হেষ্টিংস্ বড় বিপদে পড়িলেন। মহারাজ নন্দকুমার যেমন সম্ভ্রান্ত, তেমনি ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। হেষ্টিংস্ এই ক্ষমতাপন্ন শত্রুর হস্ত হইতে অব্যাহতিলাভের উপায় দেখিতে লাগিলেন। কমল উদ্দীন খাঁ নামক এক ব্যক্তি নন্দকুমারের অনুগ্রহে ও অনুকম্পায় অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। শেষে বনিবনাও না হওয়াতে এব্যক্তি নন্দকুমারের পক্ষ পরিত্যাগ করে। হেষ্টিংসের প্ররোচনায় কমল উদ্দীন নন্দকুমারের নামে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিযোগ উপস্থিত করিল। কিন্তু ইহাতে কোন

ফল হইল না। নন্দকুমার সুপ্রীম কোর্টে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। অবশেষে মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি হেষ্টিংসের মনস্তুষ্টি সাধন জন্য নন্দকুমারের উপর জালকরণের দোষারোপ করিয়া, মোকদ্দমা উপস্থিত করিল *। নন্দকুমার সুপ্রীমকোর্টে আনীত হইলেন। এই খানে প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে এবং ইঙ্গরেজ ও ফিরিঙ্গী জুরীদিগের সমক্ষে তাঁহার বিচার হইতে লাগিল। জুরীরা নন্দকুমারকে অপরাধী স্থির করিলেন, প্রধান বিচারপতি অপরাধীর প্রাণ-

* ১৭৬৯ অব্দে বলাকী দাস শেঠ নামক এক জন প্রসিদ্ধ বণিকের পরলোক প্রাপ্তি হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে বলাকী পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পদ্মমোহন দাস নামক একজন আত্মীয়ের উপর সমর্পণ করিয়া, মহারাজ নন্দকুমারকে কহেন যে, মহারাজ যেন তাঁহার অবর্ত্তমানে তদীয় স্ত্রী কন্যাদিগের তত্ত্বাবধান করেন। বলাকী একখানি উইল করিয়া যান। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গাবিষ্ণু ও হিঙ্গুলাল ঐ উইলের ডিক্রী বা তত্ত্বাবধায়ক হন। কোম্পানির নিকট বলাকীর প্রায় দুই লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। বলাকীর মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস পরে নন্দকুমারের সহায়তায় ঐ টাকা গুলি আদায় হয়। এজন্য তাঁহার পত্নী কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ নন্দকুমারের সহিত তাঁহার মৃত স্বামীর সমস্ত দেনা পাওনা অগ্রে পরিশোধ করিতে ইচ্ছা করেন। নন্দকুমার, বলাকী তাঁহার নিকট নগদে ও অলঙ্কারাদিতে যে টাকা ধারিতেন, তাহার কয়েক খানি তমসুক উপস্থিত করেন পদ্মমোহন ও গঙ্গাবিষ্ণু ঐ তমসুকগুলি ফিরাইয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে দেনা শোধ করিয়া ফেলেন। ঐ গুলির এক খানি, বলাকী অলঙ্কারাদি লইয়া, লিখিয়া দিয়াছিলেন। শেষে এই অলঙ্কারের খতখানি জাল বলিয়া উল্লিখিত হয়। গঙ্গাবিষ্ণুর মোক্তার মোহন প্রসাদ এই জাল মোকদ্দমা উপস্থিত করে। পদ্মমোহন দাস যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এসম্বন্ধে কোন কথা উঠে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর অর্থাৎ টাকা দেওয়ার ৪ বৎসর পরে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। তমসুক খানি প্রকৃতপক্ষে জাল হইলে টাকা দেওয়ার পরে অবশ্যই বলাকীর পক্ষীয় লোকদিগের সন্দেহ হইত। বস্তুতঃ তমসুকখানি জাল নয়। কেবল হেষ্টিংসের চক্রান্তে এই মোকদ্দমা ঘটিয়াছিল।

দণ্ডের আদেশ দিলেন। মহারাজ নন্দকুমার ইহাতে কিছু মাত্র অবসন্ন হইলেন না, তাঁহার সাহস ও স্থিরতা পূর্ব্বের ন্যায় অবিচলিত রহিল। তিনি অকুতোভয়ে অবিচলিত সাহস সহকারে পাল্কীতে চড়িয়া, ফাঁসি স্থলে উপনীত হইলেন। বাঙ্গালার অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্তলোক এই স্থলে উপস্থিত ছিলেন। ইঙ্গরেজেরা যে, দেশের প্রভূত সম্পত্তিশালী ও প্রভূত সম্মানাস্পদ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণ হরণ করিবে, অকারণে ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত হইবে, ইহা তাঁহারা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। শেষে মহারাজের দেহ যখন ফাঁসি কাষ্ঠে লম্বমান হইল, তখন সকলের হৃদয়ই কাঁপিয়া উঠিল, সকলেই গভীর আতঙ্কে অভিভূত হইলেন। অনেকে পবিত্র ভাগীরথীতে অবগাহন করিয়া, বিষণ্ণচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এইরূপে ১৭৭৫ অব্দে ৭০ বৎসর বয়সে মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণ বায়ুর অবসান হইল। স্যার ইলাইজাইম্পে এইরূপে আপনার পূর্ব্বতন সহাধ্যায়ী ও পরম বন্ধু হেষ্টিংসের উদ্বেগ দূর করিলেন। লর্ড ক্লাইব ওয়াট্‌সনের নাম জাল করিয়া, হতভাগ্য উমির্চাদকে প্রতারিত করিলেও সম্মানের সহিত উচ্চতর পদে অধিরোহিত হইয়াছিলেন। আর হতভাগ্য নন্দকুমার জালকরণ অপরাধে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিলেন। জাল করিলে যে, প্রাণদণ্ড হয়, তৎকালে এমন কোন আইন এদেশে প্রচলিত ছিল না। নন্দকুমারও প্রকৃতিপক্ষে দোষী ছিলেন না। হেষ্টিংস্ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে জালকরণের মোকদ্দমা উত্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি হেষ্টিংসকে উপস্থিত দায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য অকারণে নরহত্যার আদেশ দিয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর, কেহই আর হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করিতে সাহস হয় নাই। ফ্রান্সিস্ প্রভৃতি মেম্বরেরা এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহসা অপদস্ত করিতে পারিলেন না।

মরহাট্টাদিগের সহিত প্রথম যুদ্ধ, ১৭৭৫-১৭৮২।— ১৭৭২ অব্দে পেশবা মধুরাওর মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশবার পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু নারায়ণের পিতৃব্য রাঘবজী ভ্রাতষ্পুত্রকে নিহত করিয়া, স্বয়ং পেশবা হইলে নানা ফর্ণাবিস ও শকরাম বাপ্পু নামক দুই জন বিচক্ষণ রাজ-কর্ম্মচারী নারায়ণের নবজাত শিশুকে দ্বিতীয় মধুরাও নাম দিয়া, পেশবার পদে অভিষিক্ত করেন এবং আপনারা তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ হইয়, রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ কবিতে প্রবৃত্ত হন। রাঘবজী এরূপে সিংহাসন হইতে অপসারিত হইয়া, বোম্বাইস্থিত ইঙ্গরেজ কর্ম্মচাবিগণের শরণাগত হন। ১৭৭৫ অব্দের ৬ই মার্চ্চ সুরটে ইঙ্গরেজদিগের সহিত রাঘবের এই সন্ধি হয় যে, রাঘব বাণিজ্য করিবার জন্য ইঙ্গরেজদিগকের সালসিত্তি ও বাসেন্ নামক দুইটি, স্থান এবং বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ৭৬ লক্ষ টাকা দিবেন। ইঙ্গরেজেরা রাঘবের সাহায্য করিবেন। এই সন্ধি অনুসারে রাঘবের সাহায্যার্থ কর্ণেল কিটিঙ্গের অধীনে এক দল সৈন্য প্রেরিত হইল। কিটিঙ্গ বরদার নিকটবর্ত্তী আরস্ নামক স্থানে যুদ্ধে জয়ী হইলেন। মরহাট্টারা কামান ফেলিয়া নর্ম্মদার অপর পারে পলায়ন করিল। এদিকে কলিকাতা কৌন্সিলের অনভিমতে এই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে গবর্ণর জেনেরল ও কৌন্সিলের মেম্বরেরা সাতিশয় বিরক্ত হইলেন। হেষ্টিংস এই গোলযোগ শীঘ্র

শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ফ্রান্সিসের মত অন্যরূপ হইল। ফ্রান্সিস সুরটের সন্ধি একবারে রদ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ক্লেবারিং ও মন্‌সন্ ফ্রান্সিসের পক্ষে থাকাতে কৌন্সিলে ফ্রান্সিসের মত বজায় থাকিল। এই মতানুসারে ১৭৭৬ অব্দের ১লা মার্চ্চ পুরন্দর নামক স্থানে পূনার দরবারে অপ্রাপ্তবয়স্ক দ্বিতীয় মধুরাওর অভিভাবকগণের সহিত ইঙ্গরেজদিগের নিম্নলিখিত নিয়মে সন্ধি স্থাপিত হইল:—

(১) ইঙ্গরেজেরা সালসিত্তি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিবেন। বাসেন মরহাট্টাদিগকে প্রত্যর্পিত হইবে। অধিকন্তু ইঙ্গরেজেরা বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা এবং বরোচের উপস্বত্ব পাইবেন।

(২) ইঙ্গরেজেরা আর রাঘবজীর পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। রাঘব মরহাট্টাদিগের নিকট হইতে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া গোদাবরীর অপর তীরস্থ প্রদেশে বাস করিবেন।

কিন্তু ইহাতেও উপস্থিত গোলযোগের অবসান হইল না। বিলাতের ডিরেক্টর সভা সুরটের সন্ধির অনুমোদন করিয়া, পুরন্দর সন্ধি রদ করিবার আদেশ দিলেন। এই সময়ে কৌন্সিলের অন্যমত সভ্য জেনেরেল মন্সনের মৃত্যু হইল। বারওয়েল সাহেব হেষ্টিংসের পক্ষে থাকাতে হেষ্টিংস কৌন্সিলে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়া, সেনাপতি গডার্ডকে মরহাট্টাদিগের জনপদে পাঠাইয়া দিলেন। গডার্ডের পঁহুছিবার পূর্ব্বেই বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট রাঘবজীকে পেশাবার গদি দিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে সিন্ধিয়া ও হোলকার, উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক পেশবার সাহায্য করিতে-

ছিলেন। মধুজী সিন্ধিয়ার অধীনে মরহাট্টারা ইঙ্গরেজদিগের সৈন্যদলকে বর্গম নামক স্থানে এরূপ বতিব্যস্ত করিয়া তুলে যে, ইঙ্গরেজ সেনাপতি রাঘবজীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত বিজিত জনপদ মরহাট্টাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকার করিয়া, তাহাদের সহিত প্রীতি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৭৯)। বর্গমে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সৈন্য এইরূপ নিগৃহীত হইলে সেনাপতি গডার্ড দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিয়া অহমদাবাদে হোলকার ও সিন্ধিয়াকে পরাজিত করিলেন (১৭৭৯)। এদিকে মেজর পপ্‌হাম কর্ত্তৃক সিন্ধিয়া রাজধানী গোবালিয়র অধিকৃত হইল (১৭৮০)। প্রথমে ইঙ্গরেজদিগের এইরূপ জয়লাভ হইল বটে, কিন্তু শেষে সেনাপতি গডার্ড পূনা আক্রমণ করিতে যাইয়া, হোলকারের সৈন্যকর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। এই সময়ে হায়দরআলী আবার ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিলেন। এজন্য ইঙ্গরেজেরা আর যুদ্ধ না করিয়া, ১৭৮২ অব্দের ১৭ই মে সালবাই নামক স্থানে মরহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সন্ধিতে স্থির হইল যে,—

(১) পুরন্দর সন্ধির পর ইঙ্গরেজেরা মরহাট্টাদিগের যে সকল জনপদ অধিকার করিয়াছেন, তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ করিবেন।

(২) রাঘবজী শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মরহাট্টাদিগের নিকট হইতে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া আপনার মনোনীত স্থানে বাস করিবেন।

সালবাই সন্ধিতে রাঘবজী পেশবার পদ হইতে বঞ্চিত হইলেন। নানাফর্ণাবিস ও শকরাম বাপু জয়ী হইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৭৮০-১৭৮৪।— মহীশূরের অধিপতি হায়দরআলী ক্রমেই আপনার অধিকার বাড়াইতেছিলেন। তিনি কুর্গ অধিকার করেন। পেশবা নারায়ণ রাও নিহত হইলে যখন মরহাট্টাদিগের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন হায়দর, মরহাট্টারা তাঁহার যে সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল, তৎসমুদায়ই একে একে হস্তগত করেন। ১৭৭৯ অব্দে ইউরোপে ইঙ্গরেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইঙ্গরেজেরা ফরাসীদিগের পঁদিচেরী ও মলবার উপকূলস্থিত মাহী নগর আক্রমণ করে। ইঙ্গরেজেরা সন্ধির নিয়ম প্রতিপালন না করাতে হায়দর তাহাদের উপর জাত-ক্রোধ ছিলেন, এবং ফরাসীদিগের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক ইঙ্গ-রেজদিগের নির্যাতন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; এক্ষণে ইঙ্গরেজদিগকে ফরাসীদিগের অধিকার আক্রমণ করিতে দেখিয়া, তাঁহার ক্রোধ বর্দ্ধিত হইল। ইহার পর ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট যখন মরহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন হায়দর, নিজাম, পেশবা, হোলকার, সিন্ধিয়া এবং নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলার সহিত মিলিয়া, ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করি-বার পরামর্শ করেন। হেষ্টিংসের মন্ত্রণাবলে নিজাম এবং নাগ-পুরের রাজা ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে আসিলেন। কিন্তু হায়দর নিরস্ত হইলেন না, তিনি ১৭৮০ অব্দের জুলাই মাসে ৮০ হাজার সৈন্য লইয়া, উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায় কর্ণাটে প্রবেশ করিলেন। পলিলোর নামক স্থানে কর্ণেল বেলির সহিত হায়দরের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে বেলির সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বেলি হায়দরের বন্দী হইলেন। হায়দর সমস্ত প্রদেশ উৎসন্ন করিয়া, ক্রমে মান্দ্রা-

জের নিকটবর্ত্তী হইলেন। হেষ্টিংস একবার সেনাপতি গডার্ডকে মরহাট্টাদিগের জনপদে পাঠাইয়া দক্ষিণাপথে ইঙ্গরেজদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন আবার বন্দিবাসের প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর স্যার আয়ার কূটকে বহুসংখ্য সৈন্য ও অর্থের সহিত মাদ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। কূট আসিয়া কডালুরের নিকটবর্ত্তী পোর্টনবতে এবং সেলিমগড়ে হায়দরকে পরাজিত করিলেন (১৭৮১)।

১৭৮২ অব্দের ৬ই ডিসেম্বর ৮০ বৎসর বয়সে হাযদর আলীব মৃত্যু হয়। তাঁহার বিচক্ষণ মন্ত্রী পূর্ণিয়া এই মৃত্যু-সংবাদ প্রথমে সৈন্যদিগের সমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। যাবৎ হায়দরের পুত্র টিপু সাহেব সৈন্যদিগেব অধ্যক্ষতা গ্রহণ না করেন, তাবৎ পূর্ণিয়া হায়দবের মৃত্যু-সংবাদ গোপনে রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, টিপু অবিলম্বে মহীশূবেব শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন। ১ লক্ষ শিক্ষিত সৈন্য এখন তাঁহাব অধীন হইল। টিপু এই সৈন্য লইয়া ইঙ্গরেজদিগেব মঙ্গলুকর দুর্গ আক্রমণ কবেন। সাহসী সেনাপতি কর্ণেল কাম্বেল, ১,৮০০ জন সৈন্যের সহিত ৯ মাসকাল আত্মবক্ষা কবিয়া পরিশেষে আহারীয সামগ্রীর অভাবে আক্রমণকারীর নিকটে আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হইলেন। টিপু যখন মঙ্গলুরুর দুর্গের অবরোধ-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ইঙ্গরেজ-সেনানী কর্ণেল ফুলর্টন পইমঘাট ও কোয়স্বাটুর অধিকার করিয়া, মহীশূরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টন আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। এই সময়ে মাদ্রাজ কৌন্সিলের প্রেসিডেণ্ট লর্ড মাকার্টনে টিপুর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ১৭৮৪ অব্দে মঙ্গলুরুতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। উভয় পক্ষ, যুদ্ধের সময়, উভয়

পক্ষের যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় এই সন্ধি অনুসারে উভয়কে প্রত্যর্পণ করেন।

প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের হস্ত হইতে হেষ্টিংসের নিষ্কৃতি-লাভ।—দক্ষিণাপথে শান্তি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেষ্টিং-সের গৃহবিবাদেরও অবসান হইল। জেনেরল ক্লেবারিং গবর্ণর জেনেরলের পদের জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া, শেষে এই দেশেই লোকান্তরিত হইলেন। আর ফিলিপ ফ্রান্সিস্ প্রতিদ্বন্দ্বী হেষ্টিং-সের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহত হইয়া, বিষণ্ণচিত্তে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। সুতরাং হেষ্টিংসের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিল। হেষ্টিংস প্রতিদ্বন্দ্বি-শূন্য হইয়া, ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

বারাণসীর রাজা চেতসিংহের নিষ্কাশন এবং অযোধ্যার বেগমদিগের অর্থাপহরণ।—হেষ্টিংস এখন নিশ্চিন্ত হইয়া, অর্থ-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। অর্থ-সংগ্র-হের সময় তিনি ন্যায় অন্যায় বিচার করিলেন না। অপরের সর্ব্বনাশ করিয়াও রাজকোষ পূর্ণ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। সর্ব্বাগ্রে বারাণসীর রাজা চেতসিংহের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট ১৭৭৫ অব্দে অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে বারাণসী প্রদেশ পাইলে উহার বার্ষিক কর সাড়ে ২২ লক্ষ টাকা স্থির করেন। বারাণসীর রাজা চেতসিংহ নিয়মিতরূপে ঐ কর দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট করের উপর পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে আদেশ করিলেন। চেত-সিংহ তিন বৎসর কাল ঐ অতিরিক্ত টাকা দিয়া, শেষে অসা-মর্থ্য প্রযুক্ত ১৭৮০ অব্দে উহা দিতে অসম্মত হইলেন। হেষ্টিংস

ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করাতে চেতসিংহ একবারে ২০ লক্ষ টাকা দিয়া, অতিরিক্ত টাকা দিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি ২০ লক্ষের পরিবর্ত্তে ৫০ লক্ষ চাহিলেন। চেতসিংহ নিরুপায় হইলেন। এদিকে হেষ্টিংস বারাণসীতে যাইয়া নির্দ্দোষ চেতসিংহকে বন্দী করিয়া, তদীয় ভ্রাতষ্পুত্রকে বারাণসীর রাজা করিলেন। এই অভিনব রাজার সহিত বার্ষিক ৪০ লক্ষ টাকা হারে কর দেওয়ার বন্দোবস্ত হইল। চেতসিংহের লোকেরা ইহাতে যার-পর নাই ক্রুদ্ধ হইল। কৃষকেরা কৃষিক্ষেত্র ছাড়িয়া আপনাদের রাজার সাহায্যার্থ অগ্রধাবন করিল। এই উত্তেজনার গতি চারি শত মাইল ব্যাপিয়া, সমস্ত জনপদে বিস্তৃত হইল। এইরূপে বারাণসীর সমস্ত অধিবাসীরা একত্র হইয়া আপনাদের অধিপতিকে বন্দিত্ব হইতে বিমুক্ত করিল বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য উপস্থিত হওয়াতে চেতসিংহ দেশান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন। অর্থকামুক গবর্ণর জেনেরলের অত্যাচারে একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল।

হেষ্টিংস চেতসিংহের সর্ব্বনাশ করিয়াও নিরস্ত হইলেন না। অর্থের জন্য আবার অন্য দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তাঁহার মাতা ও স্ত্রী অনেক সম্পত্তির অধিকারিণী হন। সুজার পুত্র আসফ্‌উদ্দৌলা সাতিশয় অকর্ম্মণ্য ও অব্যবস্থিত-চিত্ত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে ইঙ্গরেজ কোম্পানির যে সৈন্য ছিল, তাহার জন্য তাঁহাকে কোম্পানির নিকট অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। আসফ্‌

এই ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া গবর্ণর জেনেরলের নিকটে, পিতামহী ও মাতার সম্পত্তি-গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব হেষ্টিংসের মনোমত হইল। তিনি নিঃসহায় ও নিরপরাধ বেগমদিগের অর্থাপহরণে উদ্যত হইলেন। বেগমেরা ফৈজাবাদে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, হেষ্টিংস্ তাঁহাদের পুরী অবরোধ করিয়া অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। ঘোরতর অত্যাচারের পর, হেষ্টিংস্ তাঁহাদের নিকট হইতে ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইলেন।

হেষ্টিংসের পদত্যাগ, ১৮৭৫।—হেষ্টিংসের অন্যায়াচরণের সংবাদ বিলাতে পঁহুছিল। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় অনেকে হেষ্টিংসের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন: হেষ্টিংসের বন্ধু স্যার্ ইলাইজা ইম্পের কর্ম্ম গেল। ইম্পে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে বিলাতে উপস্থিত হইলেন। হেষ্টিংস্ ডিরেক্টর সভার চেষ্টায় কিছু কাল স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন বটে, কিন্তু ১৭৮৫ অব্দে তাঁহার কার্য্য-কাল শেষ হইল। হেষ্টিংস্ ঐ বৎসর বসন্ত কালে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইঙ্গলণ্ডে যাত্রা করিলেন।

হেষ্টিংসের চরিত্র।—লর্ড ক্লাইব ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ সেই রাজত্বের শাসন-প্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হেষ্টিংসের সময়ে রাজস্ব আদায়ের যেরূপ বন্দোবস্ত হয়, সেইরূপ বিচারবিভাগের কার্য্যও সুশৃঙ্খল হইয়া উঠে। ফলে হেষ্টিংস শাসন-কার্য্যে আপনার বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দুই বৎসর কাল বাঙ্গালার গবর্ণরী করেন এবং অবশিষ্ট এগার বৎসর

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সমস্ত ইঙ্গরেজাধিকৃত স্থানে আপনার শাসন-ক্ষমতার পরিচয় দেন। এই সময়ে মরহাট্টাদের সহিত যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়, টিপু সুলতান ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন এবং দ্বিবিধ শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু হেষ্টিংস্ বড় অর্থলোভী ছিলেন। এই লোভ প্রযুক্ত তিনি আপনার চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছেন। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসিতে, রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধে, চেতসিংহের সর্ব্বনাশে এবং অযোধ্যার বেগমদিগের অর্থাপহরণে, হেষ্টিংস আপনার বড় দুর্ব্ব্যবহার ও দুরাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন। হেষ্টিংসের এই অপকর্ম্মের কাহিনী ইতিহাস হইতে কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

হেষ্টিংসের সময়ে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা।—১৭৭২ অব্দে জমীদারদিগের সহিত ৫ বৎসরের জন্য বর্দ্ধিত হারে খাজানার বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত অনেকে, অঙ্গীকৃত হারে খাজানা দিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনেকের খাজানা বাকী পড়িয়া যায়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টকে অনেক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এজন্য ১৭৭৭ অব্দ হইতে জমীদারদিগের সহিত বার্ষিক বন্দোবস্তের নিয়ম হয়। রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ হেষ্টিংস্ ১৭৮১ অব্দে "বোর্ড অব্ রেবিনিউ" নামক একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভায় ৪ জন রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন।

হেষ্টিংসের সময়ে ডিরেক্টরেরা এইরূপ আদেশ দেন যে, হিন্দু-ব্যবস্থা-শাস্ত্র অনুসারে হিন্দুদের, এবং মুসলমান-ব্যবস্থা শাস্ত্র-

অনুসারে মুসলমানদের বিচার হইবে। তদনুসারে হালহেড্ সাহেব হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যবস্থা-শাস্ত্র ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করেন। হালহেড্ সাহেবের রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ উইলকিন্স সাহেবের ক্ষোদিত বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত হয়।

১৭৮০ অব্দে কলিকাতায় "হিকিস্ গেজেট" নামক সংবাদপত্র প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয। মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় যে মাদ্রাসা কলেজ আছে, হেষ্টিংস তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৮৪ অব্দে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ স্যার উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক "এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল" নামক সভা স্থাপিত হয।

ইণ্ডিয়া বিল, ১৭৮৪।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যখন বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা হেষ্টিংসের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ইচ্ছা করেন, তখন ডিরেক্টরেরা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে ডিরেক্টরদিগকে শাসনে রাখিতে মহাসভার ইচ্ছা হয়। ১৭৮৩ অব্দে প্রধান রাজমন্ত্রী ফক্স্ সাহেব ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে সমস্ত ক্ষমতা ডিরেক্টরদিগের হাত হইতে লইয়া, মহাসভার নিয়োজিত কতিপয় ব্যক্তির হাতে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা আপনাদের ক্ষমতা অপরের হস্তে দিতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা গোলযোগ উপস্থিত করাতে ফক্স্ সাহেবের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয। পর বৎসর পিট সাহেব ইঙ্গলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী হইয়া উপস্থিত বিষয়ে কতিপয় নিয়মের পাণ্ডুলিপি মহাসভায় উপস্থিত করেন। পিট সাহেবের প্রস্তাব মহাসভায় গ্রাহ্য হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে স্থির হয় যে,—

(১) মন্ত্রিসভার ৬ জন সভ্য লইয়া, "বোর্ড অব কণ্ট্রোল' নামক একটি সভা হইবে। ডিরেক্টরেরা বাণিজ্যসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে বোর্ডের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। ডিরেক্টরেরা ভারতবর্ষে যে সকল কাগজ পত্র পাঠাইবেন এবং ভারতবর্ষ হইতে যে সকল কাগজপত্র ডিরেক্টরদিগের নামে আসিবে, তৎসমুদায়"বোর্ড অব কণ্ট্রোলের" সভ্যদিগকে দেখাইতে হইবে। বোর্ড আবশ্যক মত তৎসমুদায়ের পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন কার্য্য গোপনে করিবার প্রয়োজন হইবে, একটি বিশেষ সমিতি তাহার ভার গ্রহণ করিবেন। এই সমিতির নাম "গুপ্ত সমিতি" হইবে। ডিরেক্টরদিগের মধ্যে ৩ জন এই "গুপ্ত সমিতির"সভ্য হইবেন।

(৩) মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের কৌন্সিলে তিন জন করিয়া সদস্য থাকিবেন।

পিট্ সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্যতঃ সমস্ত ক্ষমতা ডিরেক্টরদিগের হস্ত হইতে স্খলিত হইল। ডিরেক্টরেরা ভারতবর্ষের শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই বোর্ডের অধীন হইয়া রহিলেন।

ইঙ্গলণ্ডে হেষ্টিংসের বিচার, ১৭৮৮-১৭৯৫।— হেষ্টিংস ১৭৮৫ অব্দের জুন মাসে ইঙ্গলণ্ডে উপনীত হন। তিনি স্বদেশে যাইয়া জীবিত কালের অবশিষ্ট অংশ সুখ ও শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার পঁহুছিবার কয়েক দিবস পরেই ইঙ্গলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বর্ক সাহেব পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। ১৭৮৮

অব্দে লর্ড-সভায় হেষ্টিংসের বিচার আরম্ভ হয়। বর্ক, সেবিডেন ও ফক্স সাহেব তাঁহার প্রধান অভিযোক্তা হন। মহারাজ নন্দ-কুমাবের ফাঁসি, রোহিলাদিগেব সহিত যুদ্ধ, চেতসিংহেব সর্ব্ব-নাশ, অযোধ্যার বেগমদিগের অর্থাপহরণ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া, ইহাবা সকলেই হেষ্টিংসের উপর গুরুতব দোষের আরোপ করেন। হেষ্টিংসেব বিচাব ইঙ্গলণ্ডের ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটনা। এই উপলক্ষে বর্ক প্রভৃতি যে সকল বক্তৃতা কবেন, তৎ সমুদয় ইঙ্গবেজী ভাষাব সর্ব্বপ্রধান বক্তৃতা। প্রায় ৭ বৎসর ধরিয়া হেষ্টিংসের বিচার হয়, প্রায় ৭ বৎসর হেষ্টিংস অশেষ কষ্ট ভোগ কবিয়া শেষে নিষ্কৃতি লাভ কবেন। হেষ্টিংসেব সহাধ্যায়ী প্রসিদ্ধ কবি কাউপর সাহেব এই সময়ে হেষ্টিংসকে লক্ষ্য করিয়া নিম্ন-লিখিত ভাবে কবিতা বচনা করিয়াছিলেন :—

"হেষ্টিংস ! বালককালে দেখেছি তোমাব
হৃদয় পবিত্র সদা সবলতাময়।
সে হৃদয় স্মবি কভু বিশ্বাস না হয়—
এখন হয়েছ তুমি এত দুরাচাব।"

এই মোকদ্দমায় হেষ্টিংস একবাবে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। এই জন্য তাঁহাকে ডিবেক্টবদিগেব অর্থ সাহায্যেব উপর নির্ভব কবিয়া থাকিতে হয়।

লর্ড করণ্‌ওয়ালিস, ১৭৮৬-১৭৯৩।—

ওয়াবেণ হেষ্টিংস স্বদেশে যাত্রা কবিলে কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যার জন ম্যাকফারসন সাহেব কুড়ি মাস (১৭৮৫ অব্দের

ফেব্রুয়ারি হইতে ১৭৮৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত) ভারত-বর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের কার্য্য করেন। তৎপরে ১৭৮৪ অব্দে ইণ্ডিয়া বিল প্রচারিত হইলে লর্ড করণ্‌ওয়ালিস্‌ গবর্ণর জেনেরল ও সেনাপতি হইয়া এদেশে উপনীত হন।

লর্ড করণ্‌ওয়ালিসের সময় পর্য্যন্তও ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীরা বেতনের অল্পতা প্রযুক্ত উৎকোচ গ্রহণ ও গুপ্ত ব্যবসায় করিতেন। করণ্‌ওয়ালিস্‌ ডিরেক্টরদিগের নিকটে ইঁহাদের বেতন বাড়াইবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি হয়।

লর্ড করণ্‌ওয়ালিসের রাজ্য-শাসন-কাল দুইটি প্রধান ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই ঘটনাদ্বয়ের একটি মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধ, অপরটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধ, ১৭৯০-১৭৯২।—মহীশূরের অধিপতি টিপু ১৭৮৯ অব্দে ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্য আক্রমণ ও তত্রত্য রাজাকে পরাজিত করেন। ত্রিবাঙ্কোড়-রাজের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সৌহার্দ্দ ছিল, এজন্য ইঙ্গরেজেরা তাঁহার সাহায্যার্থ টিপুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে নিজাম ও মরহাট্টারা ইঙ্গরেজদিগের সহযোগী হন। ১৭৯০ অব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম যুদ্ধে ইঙ্গরেজ সেনাপতি মেডোস টিপুর তাদৃশ ক্ষতি করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় বৎসর লর্ড করণ্‌ওয়ালিস্‌ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, সৈন্য পরিচালনা করেন (১৭৯১)। এবার টিপুর পরাজয় হয়। টিপু আর কোন উপায় না দেখিয়া, সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই সন্ধির অনুসারে টিপু (১) আপনার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দেন; (২) যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ৩ কোটী টাকা দিতে

বাধ্য হন এবং (৩) ভবিষ্যতে বিবাদে প্রবৃত্ত না হন, এই জন্য তাঁহার দুইটি পুত্রকে ইঙ্গরাজদিগের নিকটে প্রতিভূস্বরূপ রাখেন (১৭৯২)। টিপু স্বীয় রাজ্যের যে অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিলেন, তাহার তিন ভাগ হইল। এক ভাগ নিজাম, এক ভাগ মহারাট্টারা এবং অপর ভাগ ইঙ্গরেজেরা লইলেন। ইহাতে বড়মহল, দিন্দিগল, শেলম প্রভৃতি কতিপয় স্থান ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৯৩।—মোগল সম্রাটদিগের সময়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রজাদিগের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত হইত। রাজস্বের সংগ্রহ জন্য প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন তহসিলদার থাকিতেন। ইঁহারা শতকরা দশ টাকা কমিশন লইয়া আপনাদের পরিদর্শনাধীন স্থানে খাজানা তহসীল করিতেন। এই তহসীলদারগণ কালক্রমে "জমীদার" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। আপন আপন এলাকায় জমীদারদিগের অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ছিল। ইঁহারা প্রজাদিগকে শাসনে রাখিতেন, শান্তিরক্ষার বন্দোবস্ত করিতেন, এবং সমুদায় মোকদ্দমার মীমাংসা করিয়া দিতেন। ইঁহাদের জমীদারী-স্বত্ব ক্রমে পুরুষানুক্রমিক হয়। জমীদারদিগের কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার সন্তানগণ তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতেন। বড় বড় জমীদারদিগের "রাজা" উপাধি ছিল। যাহা হউক, মুসলমানাদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে খাজানা আদায় হওয়াতে প্রতিবৎসরই সংগৃহীত রাজস্বের কমবেশ হইত। জমীদারদিগের সহিত কখন কখন বৎসর বৎসর, কখন কখন নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত হইত। এই বন্দোবস্তে জমীদারেরা নির্দ্দিষ্ট ভূমি

ভোগ দখল করিবার জন্য একবারে কতকগুলি টাকা দিতেন। যিনি অধিক পরিমাণে টাকা দিতে সম্মত হইতেন, তাঁহার সহিতই বন্দোবস্ত হইত। ওয়ারেণ হেষ্টিংস যখন রাজস্বের একটি নির্দ্দিষ্ট হার রাখিবার জন্য জমীদারদিগের সহিত পাঁচ বৎসরের বন্দোবস্ত করেন, তখন তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সিস্ সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শেষে ১৭৭৭ অব্দে জমীদারদিগের সহিত বার্ষিক বন্দোবস্ত হওয়াতে অনেক গোলযোগ আরব্ধ হইল। জমীদারেরা ভূমির উৎকর্ষ-সাধনে উদাসীন হইলেন। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অনেক ক্ষতি হইতে লাগিল। কেবল এক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত থাকাতে প্রজাদের উপর জমীদারদিগের কিছুমাত্র সমবেদনা রহিল না। প্রজারা অনেক সময়ে নিপীড়িত হইতে লাগিল। ডিরেক্টরেরা এই অনিষ্টের প্রতিবিধান জন্য ১৭৮৬ অব্দে কোন রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে গবর্ণর জেনেরেলকে আদেশ দিলেন।

এই সময়ে জন শোর সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের একজন সুদক্ষ মেম্বর ছিলেন। উপস্থিত বিষয়ের বন্দোবস্তের ভার তাঁহার উপর সমর্পিত হইল। শোর সাহেব ১৭৮৯ অব্দে এই কার্য্য আরম্ভ করিয়া, ১৭৯১ অব্দে শেষ করিলেন। আকবর যেমন সমুদয় ভূমি মাপ করিয়া, এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ধরিয়া রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন. শোর সাহেব তাহার কিছুই করেন নাই। পূর্ব্বে যে যে পরিমাণে রাজস্ব আদায় হইত, তৎসমুদয় অবলম্বন করিয়া উপস্থিত বন্দোবস্ত করা হয়। এই বন্দোবস্ত অনুসারে স্থির হয় যে,—

(১) রাজস্ব-সংগ্রাহক জমীদারেরা ভূস্বামী বলিয়া গণ্য হই-

বেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া, আপন আপন ভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিতে পারিবেন। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট কখন ঐ নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। কিন্তু জমীদারেরা যদি নির্দ্ধারিত দিনে আপনাদের রাজস্ব দিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জমীদারী নিলাম হইবে।

(২) রাইয়তেরা জমীদারদিগের নিকট হইতে রীতিমত পাট্টা পাইবে। জমীদার পাট্টার অতিরিক্ত কোন নূতন আবওয়াব বা মাথট আদায় করিতে পারিবেন না।

এই বন্দোবস্ত প্রথমে দশ বৎসরের জন্য হয়। ইহারই নাম "দশসালা বন্দোবস্ত।" পরে ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষকর্তৃক অনুমোদিত হইলে এই "দশসালা বন্দোবস্ত" চিরস্থায়ী হইয়া, ১৭৯৩ অব্দে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" নামে প্রসিদ্ধ হয়। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' গুণে যেমন দেশে ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, তেমনি ভূমির উন্নতিসাধনের পথও প্রশস্ত হইয়া উঠে। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" অনুসারে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে ভূমির কর বৃদ্ধি করিতে পারেন না। তজ্জন্য দেশের অর্থ অনেক পরিমাণে দেশেই থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রাইয়তদিগের তাদৃশ উপকার হয় নাই। জমীদারদিগের হস্তে খাজানা বৃদ্ধির ক্ষমতা থাকাতে রাইয়তদিগকে অনেক সময়ে জমীদারদিগের ইচ্ছানুযায়ী খাজানা দিতে হয়। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের বলে জমীদারদিগের এই কর-বৃদ্ধির ক্ষমতা অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে।

বিচারালয় প্রভৃতির ব্যবস্থা।—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যতীত লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে বিচারালয় প্রভৃতির ব্যবস্থা

হয়। ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রতি জেলায় এক এক জন কলেক্টর নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদের হস্তে রাজস্ব সংগ্রহ, পুলিশের তত্ত্বাবধান এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার-ভার সমর্পণ করেন। একজনে এতগুলি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। এজন্য লর্ড কর্ণ্ওয়ালিস, কলেক্টরদিগের উপর কেবল রাজস্ব-সংগ্রহের ভার রাখেন এবং কাজী ও মুফতীদিগের হস্তে ফৌজদারী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির যে ক্ষমতা ছিল তাহা উঠাইয়া প্রতি জেলায় এক এক জন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। ইঁহাদের রাজকীয় উপাধি "জজ" হয়। জজেরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী, উভয়বিধ মোকদ্দমারই বিচার-ভার প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের সহকারিতার জন্য এক এক জন রেজিষ্টর এবং কয়েক জন করিয়া মুন্সেফ্ নিযুক্ত হন। রেজিষ্টরেরা ২০০ এবং মুন্সেফেরা ৫০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমার বিচার করিতেন। বেতনের পরিবর্ত্তে ইঁহারা টাকায় এক আনা করিয়া কমিশন পাইতেন।

জেলার জজদিগের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার আপীল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতা, মুর্ষিদাবাদ, ঢাকা এবং পাটনা, তদানীন্তন সময়ের এই চারি প্রধান নগরে চারিটি "প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট" স্থাপিত হয়। এই বিচারালয়ে তিন জন জজ, এক জন পণ্ডিত এবং একজন মৌলবী থাকিতেন।

প্রোবিন্সিয়াল কোর্টের বিচারিত মোকদ্দমার আপীল শুনিবার ভার সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামৎ আদালতের উপর সমর্পিত হয়। সদর নিজামৎ আদালত মুর্ষিদাবাদে ছিল। কর্ণ্ওয়ালিস ১৭৯০ অব্দে উহা কলিকাতায় উঠাইয়া আনেন।

শান্তিরক্ষার জন্য প্রতি জেলায় কয়েক ক্রোশ অন্তরে এক

একটি থানা স্থাপিত হয়। প্রত্যেক থানায় মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে এক এক জন দারোগা নিযুক্ত হন।

এতদ্ব্যতীত করণ্‌ওয়ালিস অপ্রাপ্তবয়স্ক ধনী সন্তানদিগের বিষয়-রক্ষার জন্য "কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডস্" স্থাপন করেন। এখন হইতে এই নিয়ম হয় যে, জমীদারদিগের কাহারও মৃত্যু হইলে যাবৎ তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক ও সম্পত্তিরক্ষায় সমর্থ না হয়, তাবৎ কলেক্টর তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা করিবেন। এতদ্দ্বারা অনেক জমীদারের সম্পত্তি রক্ষা পাইয়াছে। করণ্‌ওয়ালিস্ আইন-প্রণয়ন ও সঙ্কলনের ভার বার্লো নামক এক জন সুদক্ষ কর্ম্মচারীর হস্তে সমর্পণ করেন। ১৭৯৩ অব্দে এই সমস্ত আইন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ফরষ্টর সাহেব বাঙ্গালায় ঐ সকল আইনের অনুবাদ করেন।

এই সকল কার্য্য করিয়া, লর্ড করণ্‌ওয়ালিস ১৭৯৩ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশে যাত্রা করেন। তিনি শাসন-কার্য্যে আপনার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন অংশে তাঁহার অনুদারতাও পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে সেরূপ কিছু করেন নাই। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকে ফৌজদার, নায়েব দেওয়ান প্রভৃতি হইতেন। এখন হইতে সে দিন অন্তর্হিত হইল। এখন এতদ্দেশীয় লোকে শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত প্রধান কার্য্য হইতে বিচ্যুত হইলেন, ইঙ্গরেজকর্ম্মচারীরা তাঁহাদের স্থান পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন।

(১৭৭৩ অব্দে কোম্পানি যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, ১৭৯৩ অব্দে

তাঁহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। এজন্য উক্ত অব্দে আর ২০ বৎসরের জন্য তাঁহারা সনন্দ লাভ করেন।)

স্যার জন্ শোর, ১৭৯৩-১৭৯৮।

লর্ড কর্ণ্‌ওয়ালিসের পর, স্যার্ জন্ শোর্ ১৭৯৩ অব্দ হইতে ১৭৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইঁহার সময়ে কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। সাধারণ ঘটনার মধ্যে শোর্ সাহেবের কয়েকটি কার্য্য এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য।

(১) ১৭৯২ অব্দের সন্ধি অনুসারে টিপুর দুইটি পুত্র ইঙ্গরেজদিগের নিকট প্রতিভূস্বরূপ ছিল। শোর্ সাহেব ১৭৯৪ অব্দে তাহাদিগকে টিপুর নিকট পাঠাইয়া দেন।

(২) মর্‌হাট্টারা পেশবার অধীনে সজ্জিত হইয়া, নিজামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, শোর সাহেব নিজামের কোনরূপ সহায়তা বা উপস্থিত যুদ্ধনিবারণ করিতে কোন রূপ চেষ্টা করেন নাই। মর্‌হাট্টারা ইহাতে সাহসী হইয়া ১৭৯৫ অব্দে কুর্দ্দলা নামক স্থানে নিজামকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে।

(৩) ১৭৯৫ অব্দে ইঙ্গরেজেরা বারাণসী প্রদেশের সমস্ত শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বাঙ্গালার ন্যায় এ প্রদেশেও রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় এবং কলেক্টর প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ নিয়োজিত হন।

১৭৯৮ অব্দে শোর্ সাহেব "লর্ড টেন্‌মাউথ" উপাধি পাইয়া স্বদেশে গমন করেন।

মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্লি, ১৭৯৮-১৮০৫।

লর্ড টেন্মাউথের পর লর্ড মর্ণিংটন্ গবর্ণর জেনেরল হইয়া এদেশে আইসেন। ইনি পরে মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি উপাধি পাইয়া এই শেষোক্ত নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন।

লর্ড মর্ণিংটনের রাজনীতি।—লর্ড মর্ণিংটন্ ফরাসী-দিগের বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার রাজনীতি এইরূপ ছিল যে, ইঙ্গরেজেরা সকল স্থানেই আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিবেন। তাঁহাদের প্রভুশক্তি সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে। এতদ্দেশীয় অধিরাজবর্গ সমুদায় রাজনৈতিক বিষয়ে ইঙ্গরেজদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া চালবেন। লর্ড মর্ণিং-টনের সময় হইতেই ভারতের ইতিহাসে ক্রমে এই রাজনীতির উন্নতি ও বিকাশ দেখা যায়। শেষে ১৮৭৭ অব্দের ১লা জানুয়ারির দিল্লীর সমৃদ্ধ দরবারে ভারতের ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি লর্ড লীটন যখন ভারতের সমস্ত অধিরাজবর্গের সমক্ষে প্রকাশ করেন যে, অদ্য হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারত সম্রাজ্যের অধীশ্বরী' উপাধি গ্রহণ করিলেন, তখন ঐ রাজনীতির চরম ফল পরিস্ফুট হয়।

ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের কর্ত্তৃত্ব, ১৭৯৮-১৮০০।—যখন শোর সাহেব নিজামের সহায়তা করিতে অসম্মত হন, তখন নিজাম ফরাসীদিগের সহিত সম্মিলিত হন, এবং ফরাসী-সেনা নায়কদিগকে হয়দরাবাদে আনিয়া আপ্যায়িত করেন। এই অবধি ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষেরা নিজামের সৈন্যের শৃঙ্খলা-বিধানে ব্যাপৃত থাকেন। মধুজীর উত্তরাধিকারী দৌলত রাও

সিন্ধিয়া ফরাসী সেনানীদিগকে আপনার দলভুক্ত করেন। এদিকে টিপুসুলতানও ফরাসীদিগের সহিত সম্মিলিত হন। ফরাসীরা শ্রীরঙ্গপট্টনে আসিয়া টিপুকে সম্বর্দ্ধনা করেন, এবং তাঁহার সৈন্যের শৃঙ্খলাবিধানে যত্নশীল হইয়া উঠেন। সুতরাং লর্ড মর্ণিংটন যখন ভারতবর্ষে সমাগত হন, তখন ফরাসীরা নিজাম, সিন্ধিয়া ও টিপু সুলতানের সৈন্যদলে কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকেন। মর্ণিংটন্ যাহাদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতেন, এখন তাহাদিগকেই ভারতবর্ষের তিনটি প্রধান রাজশক্তির পরিচালনায় ব্যাপৃত দেখিলেন। এই সময়ে ফরাসী-সাম্রাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। নিপীড়িত প্রজাবর্গ আপনাদের অধিপতি সপ্তদশ লুইর প্রাণদণ্ড করিয়া, সাধারণতন্ত্রের জয় ঘোষণা করিয়াছিল। টিপু ফরাসীদিগের সাধারণতন্ত্রের প্রতি সমবেদনা দেখাইতেছিলেন। তিনি আপনার রাজধানীতে ফরাসীদিগকে স্বাধীনতার নামে উৎসর্গীকৃত বৃক্ষ রোপণ করিতে সম্মতি দিয়াছিলেন, এবং আপনি সাধারণ-তন্ত্র-সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মরিসস দ্বীপের ফরাসী গবর্ণর সাধারণ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, টিপু সুলতান ফরাসীদিগের সাধারণতন্ত্রের প্রতি আস্থা দেখাইয়া ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। এদিকে সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন বোনাপার্টি মিশরে থাকিয়া টিপুকে ইঙ্গরেজদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য স্বয়ং ভারতবর্ষে আসিবার কল্পনা করিতেছিলেন।

ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা, ১৭৯৮।—লর্ড মর্ণিংটন ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল করিতে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইবের অস্ত্রে এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংসের রাজনীতিতে বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। অযোধ্যার নবাব ইঙ্গরেজদিগের ক্ষমতার নিকটে মস্তক অবনত করিয়া, তাঁহাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের সমস্ত ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। দক্ষিণাপথে টিপু, নিজাম ও মহারাট্টারা প্রবল ছিলেন। মহারাষ্ট্রচক্রে পেশবা বাজিরাওর অপেক্ষা দৌলত-রাও সিন্ধিয়া, যশোবন্ত রাও হোলকার এবং নাগপুর-রাজ রঘুজী ভোঁসলা অধিকতর ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। বঙ্গোপসাগর হইতে নর্ম্মদা প্রদেশ পর্যান্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে রঘুজী আধিপত্য করিতেছিলেন। ইঁহার অধীনে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। দৌলত রাও বিন্ধ্যাচলের উত্তরে আগ্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত জন-পদের অধিপতি ছিলেন। ইঁহার প্রায় যাটি হাজার সৈন্য পেরণ নামক এক জন ফরাসী সেনাপতির অধীনে শিক্ষিত হইতেছিল। আর পরাক্রান্ত যশোবন্ত রাও বোম্বাই ও সিন্ধিয়ার অধিকারের মধ্যস্থলে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিলেন। ইনি প্রায় আশী হাজার সৈন্য যুদ্ধ-স্থলে একত্র করিতে পারিতেন। এত-দ্ব্যতীত নিজামের রাজ্যে দশহাজার সৈন্য রেমণ্ড নামক ফরাসী সেনাপতির অধীনে ছিল। লর্ড মর্ণিংটন্ এইরূপ বহুসংখ্য সৈন্যের অধিপতি অধিরাজবর্গের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন।

নিজামের সহিত সন্ধি, ১৭৯৮।—টিপু সুলতান যুদ্ধের আয়োজন করাতে লর্ড মর্ণিংটন্ কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাই-লেন। কিন্তু টিপু গর্ব্ব-স্ফীত হইয়া কোন সদুত্তর দিলেন না।

গবর্ণর জেনেরেল গর্ব্বিত ভূপতির সহিত যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে নিজামের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে নিজাম ফরাসী সৈন্যদিগকে বিদায় দিলেন এবং ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের সম্মিতি ব্যতিরেকে কোন ইউরোপীয়কে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না বলিয়া, প্রতিশ্রুত হইলেন।

মহীশূরের চতুর্থ যুদ্ধ, ১৭৯৯।—টিপু প্রথমে ভারতবর্ষের সমস্ত অধিরাজবর্গ এবং আফগানিস্তানের অধিপতিকে ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া, ফরাসীদিগের সাহায্য-প্রার্থী হন। ফরাসীদিগের সাহায্য-প্রাপ্তির প্রত্যাশাতেই তিনি সগর্ব্বে যুদ্ধের আয়োজন করেন। লর্ড মর্ণিংটন্ টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা পূর্ব্বক স্বয়ং মান্দ্রাজে আসিয়া, সমুদয় বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইতে দুই দল সৈন্য টিপুর রাজ্য আক্রমণ করিতে যাত্রা করিল। হারিস্ মান্দ্রাজের সৈন্যের এবং ষ্টুয়ার্ট বোম্বাইর সৈন্যের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। এই যুদ্ধে নিজাম যে সকল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, গবর্ণর জেনেরলের ভ্রাতা স্যার আর্থর্ ওয়েলেস্‌লি তাহাদের অধ্যক্ষ হইলেন। আর্থর্ ওয়েলেস্‌লি সেনাপতি হইয়া এদেশে আইসেন, শেষে স্বদেশে যাইয়া "ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি ওয়াটার্‌লুর যুদ্ধে প্রসিদ্ধ রণবীর নেপোলিয়নকে পরাজিত করিয়া প্রভূত সম্মান লাভ করেন।

ইঙ্গরেজ-সৈন্য এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া শ্রীরঙ্গপট্টন আক্রমণ করিল। যুদ্ধে টিপু নিহত হইলেন। তাঁহার দেহ শব-রাশির মধ্যে পাওয়া গেল, এবং প্রভূত সম্মানের সহিত

উহা হায়দর আলীর শবের পার্শ্বে সমাহিত হইল। লর্ড মর্ণিং-টন্ মহীশূর রাজ্যের তিন অংশ করিয়া, এক অংশ নিজামকে দিলেন, এক অংশ ইঙ্গরেজ কোম্পানির জন্য রাখিলেন এবং অবশিষ্ট অর্থাৎ রাজ্যের মধ্য অংশ, হায়দর আলী, মহীশূরের যে হিন্দু রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশীয় একটি শিশুকে সমর্পণ করিলেন। টিপুর সন্তানগণ বৃত্তিভোগী হইয়া বেলোড়ের দুর্গে রহিলেন। যুদ্ধে জয় লাভ হওয়াতে লর্ড মর্ণিংটন্ "মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি" এবং সেনাপতি হারিস্ "লর্ড" উপাধি পাইলেন।

কোম্পানির রাজ্যবৃদ্ধি, ১৭৯৯-১৮০১।—মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি এখন আপনার অবলম্বিত রাজনীতি অনুসারে কোম্পানির রাজ্য বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইলেন। বলে, কৌশলে, যে কোন রূপেই হউক, ব্রিটিশ কোম্পানির প্রাধান্য স্থাপন এবং ব্রিটিশ কোম্পানির রাজ্যসম্প্রসারণই ওয়েলেস্‌লির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। টিপু সুলতানের পতনের পর এই উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হইল। ওয়েলেস্‌লি তাঞ্জোরের রাজাকে বৃত্তি-ভোগী করিয়া, উক্ত জনপদের শাসন-ভার আপনাদের হস্তে লইলেন (১৭৯৯)। হয়দরাবাদের নিজাম মহীশূর রাজ্যের যে অংশ পাইয়াছিলেন, তাহা আপনার রাজ্যস্থিত ইঙ্গরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কোম্পানিকে দিলেন। ইহাতে মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ ব্রিটিশ কোম্পানির হস্তগত হইল (১৮০০)। এদিকে সুরটের নবাব এবং কর্ণাটের নবাবও তাঞ্জোর-রাজ্যের ন্যায় বৃত্তিভোগী হইলেন। ১৮০০ অব্দে সুরট এবং ১৮০১ অব্দে কর্ণাট কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন হইল। অযোধ্যায় শান্তিরক্ষার্থ

ইঙ্গরেজদিগের একদল সৈন্য থাকিত। নবাব উহার ব্যয়-ভার বহন করিতেন। উপস্থিত সময়ে ওয়েলেস্লি কৌশলক্রমে আর দুই দল সৈন্য অযোধ্যায় রাখিলেন। এই সূত্রে ১৮০১ অব্দের ১৪ই নবেম্বর নবাব সাদতআলির সহিত সন্ধি হইল। সন্ধির নিয়ম অনুসারে সাদতআলি অতিরিক্ত সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বাঙ্গালা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব এবং রোহিলখণ্ড অর্থাৎ তাঁহার সমগ্র রাজ্যের অর্দ্ধাংশেরও অধিক, ইঙ্গরেজ-কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করিলেন। মার্কুইস্ অব ওয়েলেস্লির সাধনা সিদ্ধ হইল। তিনি ফরাসীদিগের সম্মুখে মহীশূরে আপনাদের জয়পতাকা উড়াইয়া দিলেন, সুরট ও কর্ণাট শাসনাধীন রাখিলেন এবং অযোধ্যার নবাবের বার্ষিক ১,৩৬, ২৩,৪৭৪ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিলেন। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণাপথে ব্রিটিশ অধিকার সম্প্রসারিত হইল। ইহার পর ওয়েলেসলি মহারাষ্ট্রীয় অধিরাজ-বর্গের বিরুদ্ধ সমুখিত হইলেন।

মরহাট্টা ভূপতিগণ, ১৮০০।—১৮০০ অব্দে মহারাষ্ট্রীয় চক্রে পাঁচ জন প্রধান ভূপতি ছিলেন। পশ্চিম ঘাটের পার্ব্বত্য প্রদেশে পুনার পেশবা আধিপত্য করিতেছিলেন। গুজরাটে বরদার গাইকবাড়ের কর্ত্তৃত্ব ছিল। মধ্য ভারতবর্ষে গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া এবং ইন্দোরে হোলকার আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতেছিলেন। পূর্ব্বাংশে নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলা বেরার হইতে উড়িষ্যার উপকূল পর্য্যন্ত আপনার শাসনদণ্ড অব্যাহত রাখিতেছিলেন। মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি এই সকল মরহাট্টা ভূপতির রাজ্যে ব্রিটিশ কোম্পানির সৈন্য রাখিয়া

তাঁহাদিগকে অযোধ্যার নবাবের ন্যায় সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ করিতে যত্নশীল হন। ১৮০২ অব্দে পেশবা হোলকার কর্তৃক পরাজিত হইয়া বাসেন নামক স্থানে গবর্ণর জেনেরলের প্রস্তাবিত সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি অনুসারে পেশবা তাঁহার রাজ্য-স্থিত কোম্পানির সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কতিপয় জনপদ সমর্পণ করেন এবং এতদ্দেশীয়, কি ইউরোপীয়, কোন ভূপতির সহিত সংশ্রব রাখিতে পারিবেন না বলিয়া, প্রতিশ্রুত হন। পেশবার এইরূপ অধীনতা স্বীকারে সিন্ধিয়া এবং নাগপুর-রাজ উভয়েই সাতিশয় বিরক্ত হন এবং উভয়েই আপনাদের জাতীয় গৌরব রক্ষার্থ ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন। এইরূপে মরহাট্টাদিগের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

মরহাট্টাদিগের সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ, ১৮০২—১৮০৪।—মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্‌লি উপস্থিত যুদ্ধের সমুদয় বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্ত অনুসারে স্যার অর্থার ওয়েলেস্‌লির উপর দক্ষিণাপথে যুদ্ধ করিবার ভার এবং সেনাপতি লেকের* উপর আর্য্যাবর্ত্তে যুদ্ধ করিবার ভার সমর্পিত হয়। আর্থর ওয়েলেসলি আসাই এবং আর্গম্ নামক স্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া, অহমদনগর অধিকার করেন। সেনাপতি, লেকও আর্য্যাবর্ত্তে আলীগড় এবং লাসোবারীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া দিল্লী ও আগ্রা আপনাদের অধীনে আনেন। এই যুদ্ধে সিন্ধিয়ার ফরাসী-সৈন্য নির্জীবপ্রায় হইয়া পড়ে। ১৮০৩ অব্দে সিন্ধিয়া এবং রঘুজী ভোঁসলা উভয়েই ইঙ্গরেজদিগের নিকটে সন্ধি প্রার্থনা

* ইনি পরে "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হন।

করেন। সন্ধির নিয়মানুসারে ইঙ্গরেজেরা রঘুজীর নিকট হইতে পুরী, কটক এবং বালেশ্বর প্রাপ্ত হন। ইহার পর সিন্ধিয়াও গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াবের উত্তর ভাগ, বরোচ এবং অহমদনগর দিয়া, ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি বন্ধন করেন (১৮০৩)।

রঘুজী ভোঁসলা এবং দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সহিত ইঙ্গরেজদিগের সন্ধি স্থাপিত হইলেও যশোবন্ত রাও হোলকার অবনত-মস্তক হইলেন না। অবিলম্বে তাঁহার সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। কিন্তু এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরা আপনাদের গৌরব রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রথমে ইঙ্গরেজদিগের পরাজয় হইল। কর্ণেল মনসন্ হোলকারের আক্রমণে ভীত হইয়া, আগ্রায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (১৮০৪)। ইহাতে হোলকারের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিল। ভরতপুর-রাজ রণজিৎ তাঁহার একজন প্রধান সহযোগী হইলেন। কিন্তু শেষে দিল্লী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে পরাজিত হইয়া হোলকার ভরতপুরের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সেনাপতি লেক এই দুর্গ অধিকার করিতে অনেকবার চেষ্টা করিলেন, চারি মাস কাল উহা অবরোধ করিয়া থাকিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না (১৮০৫)।

লর্ড ওয়েলেস্‌লির পদচ্যুতি, ১৮০৫।—লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানির রাজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হয়। উত্তর ভারতবর্ষে লর্ড লোকের যুদ্ধে উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ইঙ্গরেজদিগের শাসনাধীন হয়। দক্ষিণপূর্ব্ব ভারতবর্ষে কোম্পানি বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত স্থানের প্রায় সমুদয়-

অংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। কিন্তু এরূপ অনাবশ্যক যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি করা, ডিরেক্টরদিগের অভিপ্রেত ছিল না। এজন্য তাঁহারা সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক লর্ড ওয়েলেস্‌লিকে পদচ্যুত করিয়া, লর্ড কর্ণ্‌-ওয়ালিস্‌কে তৎপদে নিযুক্ত করেন।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলেও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অমনোযোগী হন নাই। মৃতবৎসা হিন্দু মহিলারা আপনাদের সন্তানগণের দীর্ঘজীবন কামনায় প্রথমজাত সন্তানকে গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করিত। লর্ড ওয়েলেস্‌লি এই কুপ্রথা উঠাইয়া দেন (১৮০১)। সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্য-ভার গবর্ণর জেনেরল এবং কৌন্সিলের সদস্যগণের হস্তে ছিল। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল যথানিয়মে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার সময় পাইতেন না। এজন্য ওয়েলেস্‌লি তিন জন স্বতন্ত্র বিচারকের উপর উক্ত কার্য্য-ভার সমর্পণ করেন। এতদ্ব্যতীত ইঙ্গরেজ সিবিল কর্ম্মচারীদিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা শিখাইবার জন্য "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ" নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় (১৮০০)। এই উপলক্ষে অনেকে বাঙ্গালা পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্র", মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "রাজাবলী" কেরি সাহেবের ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি এই সময়ে প্রণীত ও প্রচারিত হয়।

মার্কুইস্ অব্ কর্ণ্‌ওয়ালিস্, ১৮০৫।

ডিরেক্টরেরা, মার্কুইস্ অব্ কর্ণ্‌ওয়ালিস্‌কে রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তিস্থাপন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। মার্কুইস

অব্ করণ্ওয়ালিস্ দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে আসিয়া, এই আদেশ প্রতিপালন জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করেন। কিন্তু বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ষাকালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণসময়ে গাজীপুরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বার আসিয়া আড়াই মাস জীবিত ছিলেন। করণ্ওয়ালিসের মৃত্যুর পর, কৌন্সিলের প্রধান সদস্য স্যার জর্জ বার্লো সাহেব গবর্ণর জেনেরলের পদ গ্রহণ করেন।

স্যার জর্জ বার্লো, ১৮০৫-১৮০৭।

স্যার্ জর্জ বার্লো ডিরেক্টরদিগের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি মর্হাট্টা ভূপতিগণের সহিত কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন নাই। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধিকার বিস্তৃত হইল ১৮০৬ অব্দে উহা কতিপয় জেলায় বিভক্ত হয়। প্রতি জেলায় কলেক্টর, মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। অধিকন্তু চারিটি "প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট" স্থাপিত হয়।

বেলোড়ে সিপাহিদিগের বিদ্রোহ, ১৮০৬।—বেলোড়ে সিপাহিদিগের বিদ্রোহ, স্যার জর্জ বার্লোর শাসনকালের প্রধান ঘটনা। মাদ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষ এই আদেশ প্রচার করেন যে, সিপাহিরা যখন একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধের প্রণালী শিক্ষা করিবে, তখন তাহারা তিলক, ফোঁটা অথবা কর্ণভূষণ রাখিতে পারিবে না। তাহাদিগকে ঐ মৃন্ময় উষ্ণীষের পরিবর্ত্তে টুপি পরিতে হইবে, এবং হনুদেশের কেশ চাঁচিয়া

ফেলিতে হইবে। সিপাহিরা আপনাদের তিলক, কর্ণভূষণ প্রভৃতি জাতীয় গৌরবের চিহ্নস্বরূপ মনে করিত। এখন তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়াতে তাহারা যার-পর-নাই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট সকলকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। যে গোল টুপি পরিবার আদেশ হইয়াছে, তাহা গাভী ও শূকরের চর্ম্মে নির্ম্মিত, সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই তুল্যরূপ অস্পৃশ্য। সিপাহিরা তত্ত্বজ্ঞ নহে, তাহারা সদা কৌতূহলপর ও সন্দিগ্ধ। এই কৌতূহল ও সন্দেহ প্রযুক্ত বেলোড়ের সিপাহিরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। এই সময়ে হায়দরআলীর বংশধরগণ বেলোড়ের দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা এই অসন্তুষ্ট সিপাহিদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ১০ই জুলাইএর গভীর নিশীথে সিপাহিরা ইঙ্গরেজ সৈন্য আক্রমণ করিয়া তাহাদের অনেককে হত্যা করিল। আর্কট নগরে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পঁহুছিলে কর্ণেল জিলেস্‌পি বেলোড়ে আসিয়া সিপাহিদিগকে দমন করিলেন। টিপু সুলতানের সন্তানগণ বেলোড় হইতে কলিকাতায় আনীত হইলেন। এই দুর্ঘটনায় রাজ্যের সকল স্থানে সকল ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীর হৃদয়েই আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে অপেক্ষাকৃত যোগ্য ব্যক্তির হস্তে গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য-ভার সমর্পিত হইল।

লর্ড মিণ্টো, ১৮০৮-১৮১৩।

লর্ড মিণ্টো ১৮০৭ অব্দের জুলাই মাসে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। তিনি লর্ড ওয়েলেস্‌লির ন্যায় যুদ্ধ

বিগ্রহে প্রবৃত্ত হন নাই, প্রত্যুত ব্রিটিশ কোম্পানির স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে মনোযোগী হন। দস্যুদিগের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত বুন্দেলখণ্ডে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে লর্ড মিণ্টোর চেষ্টায় তথায় শান্তি স্থাপিত হয়। এই সময়ে পঞ্জাবে শিখদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, পিণ্ডারী নামক দস্যুগণ দলবদ্ধ হইয়া চারি দিকে উৎপাত আরম্ভ করে। অভিনব গবর্ণর জেনেরল প্রথমে শিখদিগের অধিপতি রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি, ১৮০৯।—সমগ্র পৃথিবীতে যত ক্ষমতাশালী ও কার্য্যকুশল ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহারাজ রণজিৎসিংহ একজন। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শিখসমাজে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। পূর্ব্বে শিখদিগের জনপদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ঐ সকল খণ্ড "মিসিল" নামে অভিহিত হইত। প্রত্যেক মিসিলে এক এক জন সর্দ্দার থাকিতেন। রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ ঐরূপ একটি মিসিলের সর্দ্দার ছিলেন। ১৭৮০ অব্দের ২রা নবেম্বর গুজরণবালায় রণজিৎসিংহের জন্ম হয়। মহাসিংহ অতিশয় সাহসী ও রণ-পণ্ডিত ছিলেন। রণজিৎ সর্ব্বাংশে পিতার এই সাহস ও রণপাণ্ডিত্য অধিকার করেন। বাল্যকালে বসন্তরোগে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়। যাহা হউক, রণজিৎ সিংহের বয়স আট বৎসর, এমন সময় মহাসিংহের পরলোক প্রাপ্তি হয়। রণজিৎ এই সময় হইতে তাঁহার মাতা এবং পিতার দেওয়ান লক্ষ্মীপৎ সিংহের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হন। রণজিৎ খর্ব্বকায় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাহস ও পরাক্রম অসাধারণ

ছিল। তিনি এই সাহস ও পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া, আপনার প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হন। অহম্মদ শাহ দোর্‌রাণীর পৌত্র জেমান শাহ ১৭৯৯ অব্দে যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন রণজিৎসিংহ তাঁহার বিশেষ সাহায্য করাতে পুরস্কার স্বরূপ লাহোরের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। ক্রমে শিখদিগের মণ্ডলে তাঁহার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। গবর্ণর জেনেরল লর্ড মিণ্টো যখন ভারতবর্ষে আনীত হন, তখন রণজিৎ সিংহের অধিকার শতদ্রু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। রণজিৎ এই সময়ে পাতিয়ালা ও ঝিন্দ আক্রমণ করেন। ঐ দুই রাজ্যের শিখ ভূপতি ইঙ্গরেজদিগের অনুগত ছিলেন। এ জন্য গবর্ণর জেনেরল রণজিৎ সিংহকে নিরস্ত করিবার জন্য চার্লস্ মেটকাফ নামক একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। কর্ণেল অক্‌টরলোনী একদল ইঙ্গরেজ সৈন্য লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করেন। ১৮০৯ অব্দে রণজিৎ সিংহ ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, রণজিৎ সিংহ ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত বা আশ্রিত জনপদ আক্রমণ করিতে পারিবেন না। ইঙ্গরেজেরাও তাঁহার রাজ্যের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইহার পর রণজিৎ সিংহ আপনার তরবারির বলে সমস্ত পঞ্জাবে আধিপত্য স্থাপন করেন, সিন্ধুনদ উত্তরণপূর্ব্বক আফগানদিগের রাজ্যে জয়পতাকা উড়াইয়া দেন। তাঁহার অধিকার তদীয় রাজধানী লাহোর হইতে উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে পেশাবর, দক্ষিণে মুলতান এবং পূর্ব্বে শতদ্রু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, এবং তাঁহার যুদ্ধকুশল সৈন্যগণ ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষা পাইয়া বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়া উঠে। এইরূপ পরাক্রান্ত

হইলেও মহারাজ রণজিৎসিংহ কখনও সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই, এবং কখনও ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া, পবিত্র মিত্রতা কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি লেখাপড়া না জানিলেও, বিদ্যা ও ধর্ম্মের সমাদর করিতেন।

অন্যান্য স্থানে দূত প্রেরণ।—মেটকাফ সাহেব যেমন দূত হইয়া রণজিৎ সিংহের দরবারে উপস্থিত হন, তেমনি এলফিন্‌ষ্টোন এবং মালকমও দূতপদে নিযুক্ত হন। এলফিন্‌ষ্টোন পেশাবরে আফগানিস্তানের অধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করেন। মালকম পারস্য রাজের নিকট উপস্থিত হন। এই সময়ে ইউরোপে ইঙ্গরেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। পাছে ফরাসীরা ভারতবর্ষে প্রাধান্য স্থাপন করে, এই আশঙ্কায় গবর্ণর জেনেরল পূর্ব্বোক্ত ভূপতিগণের নিকট দূত পাঠাইয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, তাঁহারা ইঙ্গরেজ ভিন্ন অন্য কোন ইউরোপীয় জাতির সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিবেন না। দূতগণ কর্ম্মক্ষম ও উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা অভীষ্টফল লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

যাবা অধিকার, ১৮১১।—সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন বোনাপার্টি হলণ্ড অধিকার করিলে ওলন্দাজদিগের অধিকার যাবা দ্বীপও তাঁহার হস্তগত হয়। লর্ড মিণ্টো স্বয়ং ঐ দ্বীপ অধিকার করিতে যাত্রা করেন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হয় নাই। যুদ্ধের পর যাবায় ইঙ্গরেজদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

নূতন সনন্দ, ১৮১৩।—১৭৯৩ অব্দে কোম্পানি যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, ১৮১৩ অব্দে তাহার মেয়াদ শেষ হয়। এই বৎসর তাঁহারা আবার সনন্দ লাভ করেন। এই সনন্দ অনু-

সারে, (১) কোম্পানি আর ২০ বৎসরের জন্য আপনাদের রাজ্য ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন ; (২) ভারতবর্ষে তাঁহাদের একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত হয়, কেবল চীনদেশে উক্ত একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা থাকে ; (৩) ভারতবর্ষীয়দিগের সাহিত্যের উন্নতি ও শিক্ষার উৎকর্ষ সম্পাদন জন্য কোম্পানি বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন ; (৪) খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা ভারতবর্ষে ধর্ম্ম প্রচার করিবার অধিকার লাভ করেন। কলিকাতায় একজন বিশপ এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক জন আর্কডিকন নিযুক্ত হন।

এই সনন্দ অনুসারে ভারতবর্ষে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত হইল। এখন তাঁহারা বাণিজ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

লর্ড ময়রা, ১৮১৩-১৮২৩।

লর্ড মিণ্টোর পর লর্ড ময়রা ১৮১৩ অব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদ গ্রহণ করেন। ইহার সময়ে মধ্যভারতবর্ষে ইঙ্গরেজদিগের প্রাধান্য বদ্ধমূল হয়, এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধিকার প্রসারিত হইয়া উঠে। লর্ড ময়রার শাসনকালে দুইটি প্রধান যুদ্ধ ঘটে ; একটি নেপালের যুদ্ধ, অপরটি মরহাট্টাদিগের সহিত শেষ যুদ্ধ।

নেপালের যুদ্ধ, ১৮১৪-১৮১৫।—নেপালবাসী গোরক্ষেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা রাজপুতদিগের সন্তান বলিয়া,

আপনাদের পরিচয় দেয়। এই রাজপুতেরা নেপালে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। যাহাহউক, গোরক্ষেরা ১৭৬৭ অব্দে নেপালের আধিপত্য স্থাপন করিয়া আপনাদের অধিকার বাড়াইতে উদ্যত হয়। ক্রমে ইহারা ব্রিটিশ অধিকার আক্রমণ করে। স্যার জর্জ বার্লো এবং লর্ড মিণ্টো ইহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। লর্ড ময়রা নেপালে দূত প্রেরণ করিয়াও উপস্থিত গোলযোগ মিটাইতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইল। ১৮১৪ অব্দে অক্টরলোনি, জিলেস্‌পি, উড্‌ ও মার্লে, এই চারি জন সেনাপতির অধীনে চারিদল সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইয়া গোরক্ষদিগের জনপদ আক্রমণ করিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে ইঙ্গরেজদিগকে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। তাঁহাদের চারি জন সেনাপতির মধ্যে জিলেস্‌পি নিহত হন, উড্‌ ও মার্লে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আইসেন। কেবল অন্যতম সেনাপতি অক্টরলোনি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি গোরক্ষদিগের সেনাপতি অমর সিংহের অধীনস্থ প্রায় সমুদয় দুর্গ অধিকার করেন। অমর সিংহকে শেষে সন্ধির প্রস্তাব করিতে হয়। গবর্ণর জেনেরল গোরক্ষদিগের অধিকৃত তরাই প্রদেশ গ্রহণ করিয়া, সন্ধি করিবার প্রস্তাব করেন। নেপাল-রাজ ইহাতে সম্মত না হওয়াতে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এবারেও অক্টরলোনি জয়লাভ করেন। গোরক্ষেরা পরাভূত হইয়া অবশেষে গবর্ণর জেনেরলের প্রস্তাবিত নিয়মেই সন্ধি করিতে উদ্যত হয়। এই সন্ধির নিয়ম অনুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কমায়ূঁ দেরাদুন ও তরাই প্রদেশ

লাভ করেন। নেপাল-রাজ স্বীয় রাজধানীতে এক জন ইঙ্গরেজ রেসিডেণ্ট রাখিতে সম্মত হন। যুদ্ধ শেষ হইলে লর্ড ময়রা "মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস," এবং অক্টরলোনি "স্যার" উপাধি লাভ করেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ "মনুমেণ্ট" এই অক্টরলোনির স্মরণ সূচক স্তম্ভ।

পিণ্ডারী, ১৮০৪-১৮১৭।—ইহার মধ্যে মধ্য-ভারতবর্ষের অবস্থা যার পর-নাই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। মরহাট্টা-প্রধানেরা এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় দেশ বিলুণ্ঠনকারী ছিলেন না, তাঁহারা আপনাদের অধিকৃত জনপদে অধিরাজবর্গের ন্যায় সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে আর এক অভিনব দল এখন দেশ বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই দলের লোক পিণ্ডারা নামে প্রসিদ্ধ। আফগান, জাঠ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক পিণ্ডারা দলভুক্ত হইয়া দস্যুবৃত্তি করিত। সচরাচর মালব, রাজপুতনা ও বেরারে ইহাদের বড় দৌরাত্ম্য ছিল। ইহারা প্রায় বার বৎসর কাল নানা স্থানে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইত। ইহাদের দলে প্রায় ষাটি হাজার অস্ত্রধারী লোক ছিল। মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস এই সশস্ত্র দস্যু-সম্প্রদায়কে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

পিণ্ডারীদিগের সহিত যুদ্ধ, ১৮১৭।—উপস্থিত সময়ে আমীর খাঁ নামক একজন আফগান পিণ্ডারীদিগের মধ্যে প্রভুত্ব করিত। আমীর এক সময়ে হোলকারের প্রধান সেনাপতি ছিল। ক্রমে তাঁহার দল বৃদ্ধি হয়। ক্রমে আমীর ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অধীনে আর ২৪,০০০ পিণ্ডারী এবং কয়েকটী কামান ছিল।

পিণ্ডারীদিগের আর দুই জন সর্দ্দারের নাম চেতু ও করিম খাঁ। লর্ড হেষ্টিংস্ ১৮১৭ অব্দের নবেম্বর মাসে ১,২০,০০০ সৈন্য একত্র করিলেন। এই সৈন্যদলের এক অংশ উত্তর দিক হইতে এবং অপর অংশ দক্ষিণ দিক হইতে যাত্রা করিয়া, একবারে চারি দিকে পিণ্ডারীদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সিন্ধিয়ার রাজ্য দিয়া ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য গিয়াছিল। সিন্ধিয়া প্রথমে ইঙ্গরেজদিগকে আপনার রাজ্যে আসিতে দিতে সম্মত হন নাই। শেষে ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধের উদ্‌যোগ করাতে তিনি শান্তভাব অবলম্বন করেন। যাহা হউক, যুদ্ধে আমীর খাঁর পরাজয় হয়। আমীর টঙ্কের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া আপনার লোকদিগকে নিরস্ত্র করে।" টঙ্কের নবাবেরা এই আমীর খাঁর বংশ জাত। করিম খাঁও পরাজিত হয়। চেতু জঙ্গলে পলায়ন করে এবং সেখানে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হয়। যুদ্ধে পিণ্ডারীদিগের অনেকে প্রাণত্যাগ করে। হতাবশিষ্ট পিণ্ডারীরা আপনাদের দুর্বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। লর্ড হেষ্টিংস্ এইরূপে একদল পরাক্রান্ত দস্যুর উচ্ছেদসাধন করিয়া, দেশের উপদ্রব দূর করেন।

মরহাট্টাদিগের সহিত শেষ যুদ্ধ, ১৮১৭-১৮১৮।—যে বৎসর (১৮১৭) যে মাসে (নবেম্বর) পিণ্ডারীদিগের পরাজয় হয় সেই বৎসর এবং প্রায় সেই মাসেই পূনা, নাগপুর ও ইন্দোরের মরহাট্টা ভূপতিগণ ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হন। ১৮০২ অব্দের বাসেনের সন্ধির নিয়ম অনুসারে পেশবা বাজীরাওর রাজধানী পূনায় এক জন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট থাকেন। বহুদর্শী ও বহুগুণান্বিত এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব উপস্থিত সময়ে

রেসিডেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ত্র্যম্বকজী নামক একজন কুচক্রী লোক ক্রমে পেশবা বাজীরাওর প্রধান মন্ত্রী হইয়া উঠেন। এই কুচক্রীর চক্রান্তে বাজীরাও ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। গাইকবাড় আনন্দরাওর সহিত পেশবার বিবাদ উপস্থিত হইলে, আনন্দরাওর মন্ত্রী পণ্ডিত গঙ্গাধর শাস্ত্রী বিবাদ মিটাইবার জন্য পূনায় আইসেন। ত্র্যম্বকজী গোপনে গঙ্গাধরকে হত্যা করেন। ইহাতে ইঙ্গরেজেরা যার-পর-নাই অসন্তুষ্ট হইয়া, হত্যাকারীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। কিন্তু ত্র্যম্বকজী পেশবার সাহায্যে পলায়ন করিয়া, ইঙ্গরেজ-দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। পেশ-বাও গোপনে মন্ত্রীর সহায়তা করিতে থাকেন। সুতরাং অবি-লম্বে উভয়পক্ষে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ইঙ্গরেজদিগের একদল সৈন্য হঠাৎ পূনা অবরোধ করিলে পেশবা প্রথমে সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু ইঙ্গরেজেরা পিণ্ডারীদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পেশবাও আবার শত্রুতাচরণে উদ্যত হন। এই সময়ে হোলকার এবং নাগপুর রাজও ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন। পেশবা প্রথমে ইঙ্গরেজদিগের রেসিডেন্সি লুণ্ঠন ও অগ্নিসাৎ করেন। কিন্তু শেষে তিনি আপনার রাজ-ধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক পলাইতে বাধ্য হন। অবশেষে তাঁহাকে ইঙ্গরেজদিগের প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হয়। এই সন্ধি অনুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পেশবার রাজ্য অধিকার করেন। শিবজীর বংশীয় একটি বালককে সেতারার আধিপত্য দেওয়া হয়। পেশবা বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া কাণ-পুরের নিকটবর্ত্তী বিঠোরে আসিয়া বাস করেন। এই সন্ধিতে

সাগর, অহম্মদাবাদ, পুনা, কঙ্কণ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয় (১৮১৮)। বলজী বিশ্বনাথ পেশবা পদের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন, আর বাজীরাও পেশবা পদের উচ্ছেদ দেখিলেন। সুতরাং এক শত বৎসর পরে একটি গৌরবান্বিত বংশের অধঃপতন হইল। এদিকে নাগপুরের অধিপতি আপা সাহেবও ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। নাগপুরের সমীপবর্ত্তী সীতাবলদি পাহাড়ের নিকট যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে আপা সাহেব অকৃতকার্য্য হইয়া পলায়ন করেন। লর্ড হেষ্টিংসের মতানুসারে রঘুজীর পৌত্র নাগপুরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রঘুজীর বিধবা মহিষী বঙ্কবাই এই অভিনব অধিপতির রক্ষয়িত্রী হন (১৮১৮)। এই সময়ে হোলকারের সহিতও ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। হোলকার বংশের আদিপুরুষ মহ্লার রাও হোলকারের পর তদীয় বিধবা পুত্রবধূ খ্যাতনাম্না অহল্যাবাই বিশেষ দক্ষতার সহিত ৩০ বৎসর ইন্দোর রাজ্য শাসন করেন। অহল্যাবাইর মৃত্যু হইলে তাঁহার সেনাপতি টুকাজীর পুত্র যশোবন্ত রাও ইন্দোরের অধিপতি হন। উপস্থিত সময়ে টুকাজীর পুত্র দ্বিতীয় মহ্লার রাও ইন্দোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিপ্রা নদীর তীরবর্ত্তী মাহিদপুরে ইহার সৈন্যের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরা জয়ী হন এবং হোলকারের রাজ্যে এক দল সৈন্য রাখিয়া, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য খান্দেশ প্রদেশ অধিকার করেন (১৮১৮)।

মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের ফল।—এইরূপে মহারাট্টা ভূপতিদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হইল। যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল, স্যার্ জন মালকম তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন

করিলেন। পেশবার রাজ্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি প্রসারিত হইল। সদাশয় এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব বোম্বাইর গবর্ণর হইলেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি কয়েক জেলায় বিভক্ত হইল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জেলার শাসন-কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেতারা, গোবালিয়র, ইন্দোর ও নাগপুরের ভূপতি-গণ ইঙ্গরেজ কোম্পানির আশ্রিত ও অনুগৃহীত হইয়া রহি-লেন। যে সকল জনপদ পিণ্ডারীদিগের দৌরাত্ম্যে উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল, তৎসমুদয় সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ হইল।

হিন্দু কলেজ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা।—লর্ড হেষ্টিংসের সময়ে "হিন্দু কলেজ" স্থাপিত হয়। বাঙ্গালার কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক এই কলেজ স্থাপনের জন্য বিশেষ যত্ন করেন। এই কলেজে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য, গণিত প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়াতে উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি বদ্ধমূল হয়। এই সময়ে কেরি, মার্শমান প্রভৃতি শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকেরা ১৮১৮ অব্দের মে মাসে "সমাচার-দর্পণ" নামক বাঙ্গালা সংবাদপত্র মুদ্রিত করেন। এই "সমাচার দর্পণ" সমুদয় বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের আদি।

১৮২৩ অব্দে মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস স্বদেশে যাত্রা করেন। তিনি অতিশয় কার্য্যকুশল ও পরিশ্রমী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রতিদিন ৭।৮ ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্তভাবে কার্য্য করিতেন। তাঁহার সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানির ছয় কোটী টাকা আয় বৃদ্ধি হয়।

লর্ড আমহর্ষ্ট, ১৮২৩-১৮২৮।

মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস চলিয়া গেলে, জন্ আডাম্ নামক এক জন প্রাচীন সিবিল কর্ম্মচারী কয়েক মাসের জন্য গবর্ণর জেনে-

ন্নলের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহার পর ১৮২৩ অব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহর্ষ্ট ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। ব্রহ্মদেশের প্রথম যুদ্ধ এবং ভরতপুরের দুর্গ অধিকার, এই দুইটি প্রধান ঘটনার জন্য আমহর্ষ্টের রাজ্য-শাসন-কাল প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের প্রাচীন বিবরণ।— ব্রহ্মদেশীয়েরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। প্রাচীন সময়ে ইহাদের মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসনপ্রণালী ছিল না। দক্ষিণে শ্যামদেশ হইতে এবং উত্তরে মধ্য-এশিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আক্রমণকারীরা আসিয়া ব্রহ্মদেশে দৌরাত্ম্য করিত। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়েরা এরূপ দৌরাত্ম্যের মধ্যেও আপনাদের প্রাচীন সভ্যতা অক্ষত রাখিয়াছিল। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা পঞ্চদশ শতাব্দীতে পেগু এবং তেনাসরিমে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজদিগের প্রাধান্য সময়ে আরাকান একটি প্রধান স্থান ছিল। এই স্থানের পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের সাহায্যে মগেরা চট্টগ্রাম অধিকার করে। ১৭৫০ অব্দে ব্রহ্মদেশে একটি অভিনব রাজবংশের উদ্ভব হয়। আলমপুরা নামক এক ব্যক্তি এই বংশের আদি পুরুষ। ইনি আবায় রাজধানী স্থাপন করিয়া আপনার শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন।

ব্রহ্মদেশের প্রথম যুদ্ধ, ১৮২৪-১৮২৬।—আলমপুরার উত্তরাধিকারীরা ক্রমে সমস্ত ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া, আসাম আক্রমণ করে; ক্রমে বঙ্গদেশেও তাহাদের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়। এজন্য লর্ড আমহর্ষ্ট ১৮২৪ অব্দে ব্রহ্মরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বাঙ্গালার সিপাহিরা সমুদ্রপথে

যাইতে অস্বীকৃত হওয়াতে স্থলপথে চট্টগ্রাম দিয়া আরাকানে উপস্থিত হয়। আর এক দল সৈন্য মান্দ্রাজ হইতে সমুদ্রপথে যাত্রা করে। ব্রহ্মরাজ সেনাপতি বন্ধুলাকে ষাট হাজার সৈন্যের সহিত পাঠাইয়া দেন। প্রথম যুদ্ধে বন্ধুলার পরাজয় হয়। পর বৎসর (১৮২৫) বন্ধুলা যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। ইঙ্গরেজেরা প্রোম নগর অধিকার করিয়া ক্রমে রাজধানীর সমীপবর্ত্তী হন। তখন ব্রহ্মরাজ ১৮২৬ অব্দে জান্দাবুতে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধিতে ব্রিটিশ কোম্পানি আসাম, আরাকান ও তেনাসরিম প্রদেশ এবং যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ এক কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। এই যুদ্ধ দুই বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। ইহাতে ইঙ্গরেজদিগের ১৪ কোটি টাকা ব্যয় এবং প্রায় ২০,০০০ লোকের জীবন নষ্ট হয়। অধিকাংশ লোক রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। প্রোম হইতে ইঙ্গরেজেরা ব্রহ্মবাসীদের একটি কাষ্ঠময় মন্দির কলিকাতায় আনয়ন করেন। উহা এক্ষণে কলিকাতাস্থিত ইডেন উদ্যানে রহিয়াছে।

ভরতপুরের দুর্গ অধিকার, ১৮২৭।—ভরতপুর মধ্য ভারতবর্ষের একটি প্রধান জাঠ জনপদ। উপস্থিত সময়ে বলদেব সিংহের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বলবন্ত সিংহ ভরতপুরের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। কিন্তু দুর্জ্জনশাল নামক বলদেব সিংহের এক ভ্রাতুষ্পুত্র এই শিশুকে পদচ্যুত করিয়া আপনি রাজা হন। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট বলবন্ত সিংহের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্জ্জনশালের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করেন। ভরতপুরের দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। লর্ড লেকের ন্যায় সেনাপতিও ১৮০৫ অব্দে উহা অধিকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইঙ্গরেজ

সেনাপতি লর্ড কম্বরমিয়র ১৮২৭ অব্দের জানুয়ারি মাসে দুর্গের দুর্ভেদ্য মৃণ্ময় প্রাচীর ভেদ করেন। দুর্গ সমভূমি করা হয়। বলবন্ত সিংহ ভরতপুরের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। ভরতপুরের দুর্গ অধিকৃত হওয়াতে ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজদিগের বীরত্বগৌরব বৃদ্ধি হয়।

লর্ড আমহর্ষ্ট ১৮২৮ অব্দে স্বদেশে যাত্রা করেন। তাঁহার সময়ে (১৮২৩ অব্দে) বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে বিদ্যাশিক্ষার তত্ত্বাবধানার্থ কলিকাতায় একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত এবং ১৮২৪ অব্দে সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক উইল্‌সন সাহেবের উদযোগে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। শাসনকার্য্যে লর্ড আমহর্ষ্টের তাদৃশ যোগ্যতা ছিল না। তাঁহার সময়ে আয় অপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছিল।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্, ১৮২৮-১৮৩৫।

লর্ড আমহর্ষ্টের পর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদে নিয়োজিত হন। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বেলোরের সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে লর্ড বেণ্টিঙ্ক্ মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। সিপাহিদিগের বিদ্রোহাচরণে বিরক্ত হইয়া, ডিরেক্টরেরা সে সময়ে লর্ড বেণ্টিঙ্ককে অন্যায়রূপে পদচ্যুত করেন, শেষে লর্ড বেণ্টিঙ্কের গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান শাসন-কর্ত্তার পদ দেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ এখন ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা হইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সাত বৎসর কাল কোম্পানির রাজ্য শাসন

করেন। এই সাত বৎসরে রাজ্যের যথোচিত উন্নতি সাধিত হয়। ইঙ্গরেজেরা যে, এদেশের মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ এবং এতদ্দেশীয়দিগের অবস্থা উন্নত করিতে তৎপর, তাহা ভারতের ইঙ্গরেজ রাজত্বের ইতিহাসে এই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসন-সময় হইতেই পরিস্ফুট হয়। সুলেখক লর্ড মেকলে যথার্থই বলিয়াছেন, "তিনি (লর্ড বেণ্টিক) নিষ্ঠুরতা-সূচক নিয়মসকল রহিত করিয়াছেন, অপকৃষ্ট ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়াছেন, আপনাদের অভিমত অভিব্যক্ত করিতে সাধারণকে স্বাধীনতা সমর্পণ করিয়াছেন এবং শাসনাধীন লোকের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উৎকর্ষসাধনে সর্ব্বদা চেষ্টা পাইয়াছেন*।"

রাজস্বের উৎকর্ষ-সাধন।—ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে অনেক ব্যয় হইয়াছিল; এজন্য কোম্পানিকে অনেক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ এ দেশে আসিয়াই রাজস্বের উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করেন। এ সম্বন্ধে তিনটি উপায় অবলম্বিত হয়। প্রথম, ব্যয়সংক্ষেপ, ইহাতে বার্ষিক দেড় কোটি টাকা ব্যয় কমিয়া যায়। দ্বিতীয়, যে সকল ভূমি অন্যায়রূপে কর বিমুক্ত হইয়াছিল, তৎসমুদায় হইতে কর গ্রহণ। তৃতীয়, মালবের অহিফেনের উপর শুল্ক গ্রহণ। এই তিন উপায়ে রাজস্বের উন্নতি সাধিত হয়, ব্যয়ও অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

সতীদাহ-নিবারণ এবং ঠগিদমন।—লর্ড উইলিয়ম

* কলিকাতায় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের যে প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার নিম্নে লর্ড বেণ্টিঙ্কের গুণগ্রামের বর্ণনা-লিপি ক্ষোদিত রহিয়াছে। উক্ত লিপিতে মেকলে লর্ড বেণ্টিঙ্কের সৎকীর্ত্তির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।

বেণ্টিঙ্কের দুইটি প্রধান কীর্ত্তির একটি সতীদাহ-নিবারণ, অপরটি ঠগিদমন। সহমরণ প্রথা বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুরা উহা আপনাদের ধর্ম্মসঙ্গত, সুতরাং অবশ্যপ্রতিপালনীয় মনে করিতেন। পতিপ্রাণা অবলারা পতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগপ্রযুক্ত এবং অন্তিমে অনন্ত পুণ্য-সঞ্চয়ের বাসনায় কোন কোন সময়ে মৃত পতির পার্শ্বে জ্বলন্ত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিত বটে, কিন্তু অনেক স্থলে তাহা-দিগকে বলপূর্ব্বক বা কৌশলক্রমে শবের সহিত দগ্ধ করা হইত। ভারতবর্ষের সকল স্থলে বহুলোকের সাক্ষাতে সর্ব্বদা এইরূপ নারীহত্যা হইত। মোগল সম্রাট্ আকবর শাহ একবার এই প্রথা নিবারণ করেন। কিন্তু উহার মূলোৎপাটন করিতে পারেন নাই। ইঙ্গরেজেরাও প্রথমে হিন্দুদের ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় এই প্রথার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিতে সাহসী হন নাই। ১৮১৭ অব্দে এক বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে এইরূপে ৭০০ বিধবা নারীর প্রাণ বিনষ্ট হয়। ১৮২৩ অব্দে বঙ্গদেশের ৫৭৫টি অবলা পতির চিতানলে প্রাণত্যাগ করে। ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে প্রথমে ডাক্তর জন্স্ নামক একজন বিচক্ষণ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচা-রক সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কিন্তু যখন এ সম্বন্ধে ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন বঙ্গদেশের একজন প্রকৃত সংস্কারক ও প্রকৃত ধার্ম্মিক পুরুষ এই কুপ্রথার উচ্ছেদসাধনে কৃতহস্ত হন। এই প্রকৃত সংস্কারক ও প্রকৃত ধার্ম্মিক পুরুষের নাম রাজা রামমোহন রায়। হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর ইঁহার জন্মস্থান। ইনি বাঙ্গালা,

সংস্কৃত, আরবী, পারসী গ্রীক ও ইঙ্গরেজীতে ব্যুৎপন্ন হইয়া পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে একেশ্বরের উপাসনাপ্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া অকাট্য যুক্তির সহিত অকুতোভয়ে সহমরণের দোষ দেখাইতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের হস্তে ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তৃত্ব সমর্পিত হইল। লর্ড বেণ্টিঙ্ক, রাজা রামমোহন রায় এবং অন্যান্য সদাশয় ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া এই প্রথার উচ্ছেদসাধনে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। চারি দিক্ হইতে নানারূপ আপত্তি হইতে লাগিল। কিন্তু দৃঢপ্রতিজ্ঞ বেণ্টিঙ্কের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল না। ১৮২৮ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সহমরণ আইন দ্বারা প্রতিষেধিত হইল।

বহুকাল হইতে এতদ্দেশে ঠগ নামক নরহত্যাকারীদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহাদের দলে অনেক লোক থাকিত। ইহারা বণিকের বেশে, সন্ন্যাসীর বেশে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বেড়াইত এবং পথিকদিগকে ভুলাইয়া তাহাদের গলায় ফাঁস দিয়া বধ করিত, পরে নিহত ব্যক্তির কাছে যাহা যাহা থাকিত, তৎসমুদয় আপনারা লইত। ইহারা আপনাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কালীর পূজা করিয়া এইরূপে নরহত্যা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইত। প্রতিবৎসর প্রায় দশ হাজার লোক ঠগের হাতে প্রাণ হারাইত। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ঠগিনিবারণ জন্য একটি স্বতন্ত্র কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কাপ্তেন স্লিমান এই কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। স্লিমান এবং তাঁহার সহযোগীদের যত্নে ক্রমে বহুসংখ্য ঠগ ধরা পড়ে এবং ক্রমে তাহাদের উপদ্রব তিরোহিত হইয়া আইসে।

নূতন সনন্দ, ১৮৩৩।—লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসন সময়ে কোম্পানির ১৮১৩ অব্দের সনন্দের মেয়াদ অতীত হয়, সুতরাং কোম্পানি ১৮৩৩ অব্দে আর ২০ বৎসরের জন্য আবার সনন্দ লাভ করেন। এই সনন্দে কোম্পানির চীনদেশের বাণিজ্যব্যবসায়ও একবারে রহিত হয়। কোম্পানি এখন কেবল ২০ বৎসরের জন্য আপনাদের উপার্জ্জিত রাজ্য ভোগ করিবার অধিকার লাভ করেন। এই সূত্রে স্থির হইল যে, (১) সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরল ভারতবর্ষের সমুদয় ইঙ্গরেজাধিকৃত স্থানের জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন, (২) গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রিসভায় সেনাপতি ব্যতিরিক্ত চারি জন সদস্য থাকিবেন। চতুর্থ সদস্য—ব্যবস্থা-সচিব ইঙ্গলণ্ড হইতে নিয়োজিত হইয়া আসিবেন; (৩) উত্তরপশ্চিম প্রদেশের জন্য এক জন "লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর" নিয়োজিত হইবেন; (৪) ইউরোপীয়েরা এদেশে আসিয়া কোম্পানির অধিকার মধ্যে জমী লইয়া বাস করিতে পারিবে; (৫) ভারতবর্ষীয়েরা উপযুক্ত হইলেই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমুদয় রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে; (৬) আইনসমূহের সংস্করণ ও বিধিবদ্ধকরণ জন্য "ল কমিসন্" নামে একটি সভা স্থাপিত হইবে। ব্যবস্থা-সচিব মেকলে সাহেব "ল কমিসনের" প্রথম সভাপতি হন। তিনি এই সময়েই ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেন।

মহীশূর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ এবং কুর্গ অধিকার।—১৭৯৯অব্দে মহীশূর রাজ্যের এক অংশের শাসন-ভার পূর্ব্বতন হিন্দুরাজার হস্তে সমর্পিত হয়। উপস্থিত সময়ে (১৮৩০ অব্দে) মহীশূরের হিন্দু রাজা সাতিশয় বিলাসপ্রিয় ছিলেন, নানা

প্রকারে অর্থের অপব্যয় করিতেন। এজন্য রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারিগণের হস্তে সমর্পিত হয়। ১৮৮১ অব্দের মার্চ্চ মাসে মহীশূরের শাসন-ভার আবার পূর্ব্বতন রাজবংশীয়ের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। কুর্গের অধিপতি চিক্কু বীররাজ সাতিশয় অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ১৮৩৪ অব্দে কুর্গে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধে চিক্কু বীররাজের পরাজয় হয়। তদীয় রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়।

এতদ্ব্যতীত বেণ্টিঙ্কের শাসন-সময়ে আর দুইটি সামান্য উৎপাত ঘটে। ১৮৩১ অব্দে বারাশতে তিতুমীর নামক একজন মুসলমান হিন্দুদিগকে আক্রমণ করে, এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর ছোট নাগপুরের কোলেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। শেষে ইহারা সকলেই পরাজিত হয়। ইঙ্গরেজেরা এই সময়ে কাছাড় প্রদেশ অধিকার করেন।

শাসনসংক্রান্ত নিয়ম।—এ পর্য্যন্ত লর্ড করণ্ওয়ালিসের প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে বিচারালয় প্রভৃতির কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই সকল নিয়মের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠিল। প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট দ্বারা যথানিয়মে বিচার-কার্য্য সম্পাদিত হইত না, এজন্য তৎসমুদয় উঠিয়া গেল। কলেক্টরেরা আবার ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের ভার পাইলেন। কয়েকটি জেলা লইয়া এক একটি বিভাগের সৃষ্টি হইল। প্রত্যেক বিভাগে এক একজন কমিশ্যনর নিযুক্ত হইলেন। জেলার জজেরা প্রতি মাসে এক এক বার দায়রার মোকদ্দমার বিচারের ভার পাইলেন। তাঁহাদের মাজিষ্ট্রেটী কার্য্য

কলেক্টরদিগের হস্তে সমর্পিত হইল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে একটি রেবিনিউ বোর্ড এবং উক্ত প্রদেশের মোকদ্দমার আপীল শুনিবার নিমিত্ত এলাহাবাদে একটি সদর আদালত স্থাপিত হইল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ভূমির কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। তৎপ্রযুক্ত কৃষি কার্য্যের উন্নতি হয় নাই। প্রজারাও ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়ে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই অনিষ্টের প্রতিবিধান জন্য ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। প্রজাদের সহিত ৩০ বৎসরের জন্য বন্দোবস্তের নিয়ম হইল। ভূমির সীমা ও স্বত্ব-সংক্রান্ত বিবাদ মিটাইবার ভার কলেক্টরেরা পাইলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এতদ্দেশীয়দিগকে উচ্চতর রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া "ডেপুটি কলেক্টর" ও "সদর আলা" (বর্ত্তমান সবর্ডিনেট জজ) পদের সৃষ্টি করিলেন। এই উভয় পদে এতদ্দেশীয়েরাই নিয়োজিত হইতে লাগিলেন। এতদ্দেশীয়দিগকে এইরূপ উচ্চতর রাজকীয় পদ সমর্পণ করাতে ইঙ্গরেজেরা লর্ড বেণ্টিঙ্কের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বেণ্টিঙ্ক বিচলিত বা কর্ত্তব্য-বিমুখ হন নাই।

খন্দদিগের সমাজিকপ্রথার সংস্কার এবং রাজপুতদিগের কন্যাবধ-প্রথার নিবারণ-চেষ্টা।—উড়িষ্যার পর্ব্বত্য প্রদেশে খন্দ নামক অসভ্য জাতির বাস। ইহাদের বিশ্বাস ছিল যে, নরশোণিতে পৃথিবীকে পরিতুষ্ট করিতে না পারিলে ভূমির উর্ব্বরা শক্তির বৃদ্ধি হয় না। ইহারা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিরতিশয় নৃশংসরূপে নর হত্যা করিত। খন্দদিগের এই ভয়ানক সামাজিক প্রথার উন্মূলনের চেষ্টা হয়। বহুকাল হইতে রাজপুতদিগের মধ্যে কন্যাহত্যার প্রথা প্রচলিত

ছিল। কন্যাসন্তানের বিবাহে রাজপুতদিগের অনেক অর্থ ব্যয় হইত, বিশেষ সকল সময়ে সমান মর্য্যাদাপন্ন পাত্র পাওয়া যাইত না। এজন্য রাজপুতেরা শিশু কন্যাসন্তানকে অনশনে রাখিয়া বা অহিফেন খাওযাইয়া মারিয়া ফেলিত। ১৭৮৯ অব্দের বারাণসীর রেসিডেণ্ট জনাথন ডনকান সাহেব প্রথমে ঐ কুপ্রথার বিষয় অবগত হন। তিনি বোম্বাইয়ের গবর্ণর হইয়া উহা নিবারণ করিতে অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু উহা সম্যক্ তিরোহিত হয় নাই। ১৮৩৪ অব্দে উইলকিন্স এবং উইলোবি সাহেব ঐ কুপ্রথার উচ্ছেদে যত্নশীল হন। তাঁহাদের চেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দেন।

ইঙ্গরেজী বিদ্যাশিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি।—কোম্পানি, এতদ্দেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ যে এক লক্ষ টাকা দান করিতেন, তাহা সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার অনুশীলনেই ব্যয় হইত। উপস্থিত সময়ে শিক্ষা সমিতির সদস্য মেকেল ও ট্রিবিলিয়ান সাহেব ইঙ্গরেজী শিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁহাদের প্রস্তাব সঙ্গত বোধ করিয়া, ১৮৩৫ অব্দের মার্চ্চ মাসে কোম্পানির প্রদত্ত টাকা ইঙ্গরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবার আদেশ দেন। এই অবধি ইঙ্গরেজী বিদ্যা-শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত লর্ড বেণ্টিঙ্ক চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৩৫ অব্দে কলিকাতায় "মেডিকেল কলেজ" স্থাপন করেন।

১৮৩৫ অব্দে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক স্বদেশে যাত্রা করেন। তিনি সাতিশয় উদার চরিত ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ গবর্ণর জেনেরল

ছিলেন। তাঁহার ন্যায় প্রজাহিতৈষী গবর্ণর জেনেরল অতি অল্পই ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন (১২৮৯), এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক "প্রভাকর" সংবাদপত্র প্রচারিত হয় (১৮৩০)। রাজা রামমোহন রায় দিল্লীর সম্রাটের পক্ষসমর্থনার্থ ১৮৩০ অব্দে ইঙ্গলণ্ডে যাত্রা করেন। সেই খানেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

লর্ড মেটকাফ, ১৮৩৫-১৮৩৬।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পর কৌন্সিলের প্রধান সদস্য স্যার চার্লস্ (পরে লর্ড) মেটকাফ কিছুকাল গবর্ণর জেনেরেলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইঁহার সময়ে মুদ্রণ স্বাধীনতা সমর্পিত হয়। লর্ড মেটকাফ্ কেবল এই একটি মাত্র কার্য্যেই ইতিহাসে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

সংবাদপত্র-সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম, ১৭৮১-১৮৩৫।—পূর্ব্বে কি ইঙ্গরেজী, কি বাঙ্গালা, কোন সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা ছিল না। প্রথম গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে ভারতবর্ষে প্রথম ইঙ্গরেজী সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে হিকি নামক এক জন সাহেব, হিকির গেজেট নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য যে, এই হিকির গেজেটই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম সংবাদ-পত্র। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে উহা প্রচারিত হয়। হিকি সাহেবের গেজেটে সংবাদপত্রের উপযুক্ত ধীরতা বা গাম্ভীর্য্য ছিল না। সম্পাদক

অনেক সময়ে, ব্যক্তি বিশেষকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিতেন। যাহা হউক, হেষ্টিংসের পর, লর্ড করণ্‌ওয়ালিস্‌ ও স্যার জন শোরের শাসন-সময়ে সংবাদ-পত্র ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। লর্ড করণ্‌ওয়ালিসের প্রতি সংবাদ-পত্রের কোন রূপ আক্রোশ বা অশ্রদ্ধা ছিল না। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশ হইত, তাহা করণ্‌ওয়ালিসের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই লেখা হইত। কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্‌লি যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন, তখন ইঙ্গরেজদিগের সহিত, ফরাসীদিগের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। ফরাসীগণ ঐ সময়ে ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজদের ক্ষমতা লোপ করিয়া, আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিতে উৎসুক ছিল। ঐ সঙ্কটাপন্ন সময়ে, ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাবধানে ও ধীরভাবে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। যদি সংবাদ-পত্রে যুদ্ধের কোন সংবাদ বাহির হয়, অথবা সম্পাদক না বুঝিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন বিষয় প্রকাশ করেন; এই আশঙ্কায় লর্ড ওয়েলেস্‌লি সংবাদ-পত্রের সম্বন্ধে একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। এই নিয়ম অনুসারে সংবাদ-পত্রের এক জন পরীক্ষক নিযুক্ত হন, এবং সম্পাদক ও পত্রাধিকারীর জন্য কতকগুলি বিধি প্রস্তুত হয়। এই বিধি লঙ্ঘন করিলেই ইঙ্গরেজ সম্পাদক ও পত্রাধিকারীদিগকে * ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে হইত, এবং ভারতবর্ষে বাস করিবার জন্য

*এই সময়ে এতদ্দেশীয় ভাষায় কোন সংবাদপত্র ছিল না; সুতরাং কেবল ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রভৃতির জন্যই এই বিধি প্রণীত হয়।

তাঁহাদের যে সমস্ত অনুমতি-পত্র* থাকিত, তৎসমুদায় রদ করা হইত।

লর্ড মিণ্টোর শাসন-সময়েও (১৮০০-১৮১৩) সংবাদপত্র সকল এইরূপ অবস্থায় থাকে। তখনও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সংবাদ পত্র হইতে নানারূপ আশঙ্কা করিতেন, সুতরাং তখন সংবাদপত্রের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হয় নাই। সে সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগকে অজ্ঞানে ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যেন গবর্ণর জেনেরলের অভিপ্রায় ছিল। যদি স্বাধীন রাজ্যে অথবা সাধারণ প্রজাদের মধ্যে, জ্ঞানের কোনরূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে কোন উৎসাহ দিতেন না†। সংবাদ-পত্র হইতে কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানো-

* ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন সময়ে শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারী ভিন্ন অপর যে সমস্ত ইংরেজ বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিতেন, তাঁহাদিগকে এ দেশে বাস করিবার জন্য এক এক খানি অনুমতি পত্র দেওয়া হইত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে ঐ অনুমতি পত্র রদ করিতে পারিতেন।

† এ বিষয়ে একটি কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কাপ্তেন সিডেনহাম এই সময়ে হয়দরাবাদে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সম্বন্ধে নিজামের কৌতূহল নিবারণের জন্য একটি বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র, একটি মুদ্রাযন্ত্র এবং একখানি যুদ্ধ জাহাজের নমুনা আনয়ন করেন। সিডেনহাম এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরিকে জানাইলে সেক্রেটরি মুদ্রাযন্ত্রের ন্যায় একটি ভয়ানক বিপত্তিজনক যন্ত্র একজন দেশীয় রাজার হস্তে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, রেসিডেণ্টকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। রেসিডেণ্ট তিরস্কৃত হইয়া লিখিয়া পাঠান, 'এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। মুদ্রাযন্ত্রের প্রতি নিজাম কিছুই মনোযোগ দেন না। এক্ষণে উহা বিশৃঙ্খলভাবে তোষাখানায় পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং সভ্যতার এই ভয়ানক অস্ত্র সুব্যবস্থিত হইয়া কোনও অনিষ্টের উৎপত্তি করিতে পারিবে না। যদি গবর্ণমেণ্ট ইহাতেও ভীত হন, তাহা হইলে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইবে।"

উন্নতির সম্ভাবনা আছে দেখিয়াই লর্ড মিণ্টো সংবাদ-পত্রের অবস্থা উন্নত করিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই; সুতরাং ওয়েলেস্‌লি যে পরীক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, তাহাই সে সময়ে প্রবল থাকে। এই প্রণালীর অধীনে সংবাদ-পত্র সকল লর্ড মিণ্টোর শাসনকাল এবং লর্ড হেষ্টিংসের শাসনসময়ের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত নিতান্ত দুরবস্থায় থাকে। কিন্তু এই শেষোক্ত গবর্ণর জেনেরল লর্ড মিণ্টো অপেক্ষা উদারপ্রকৃতি ছিলেন। সুতরাং তিনি কাল বিলম্ব বা কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া, সাধারণকে জানাইলেন যে, প্রকাশ্য সংবাদ-পত্রে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সমালোচিত হওয়া উচিত। শাসন-কর্ত্তা যতই সদভিপ্রায়ে ও পবিত্রভাবে কার্য্য করিবেন, ততই তিনি সাধারণকে তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করিতে দিতে সম্মত হইবেন।

গবর্ণর জেনেরল এই অভিপ্রায় প্রকাশের পর, সংবাদ-পত্রে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের যে ব্যাঘাত ছিল, তাহা ক্রমে শিথিল হইয়া আইসে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে "কলিকাতা জর্ণাল" নামক আর একখানি ইঙ্গরেজী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতে থাকে এবং উহার মত সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাধীনভাবে ও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিবেচনার সহিত প্রকাশ পাইতে থাকে। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সমান তেজে ও সমান সুবিচারে আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং গবর্ণমেণ্টের দুষ্টবুদ্ধি কর্ম্মচারিগণ সাধারণের সমক্ষে সমান তিরস্কৃত ও সমান নিন্দিত হইয়া উঠেন। এই সময় মিশনরিদিগের যত্নে শ্রীরামপুর হইতে প্রথম বাঙ্গালা

সংবাদপত্র প্রচার হয়। কৌন্সিলের সদস্য জন্ আডাম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস ইহাতেও অবিচলিত থাকেন। আডামের পরামর্শে তিনি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের পথে কোন কণ্টক দেন নাই, অথবা আডামের মন্ত্রণায় তিনি সংবাদপত্রের স্কন্ধে কোনরূপ গুরুতর ভার চাপাইয়া রাখেন নাই।

কিন্তু হেষ্টিংসের কার্য্যকাল শেষ হইল। তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। এই অবসরে জন্ আডাম আবার জাগিয়া উঠিলেন। ১৮২৩ অব্দে তিনি কিছু কালের জন্য ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইলেন। সুতরাং নিজের বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহার কোনরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল না। অবিলম্বে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আবার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র উত্তোলিত হইল। কলিকাতাজর্ণালের সম্পাদক বাকিংহাম সাহেব ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। আডাম সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিবার জন্য কঠোর নিয়ম প্রস্তুত করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন না। ১৮২৩ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ ও ৫ই এপ্রেল ঐ সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। ঐ আইনে সংবাদপত্র সকল পদার্থ-শূন্য হইল এবং তাহাদের জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

লর্ড আমহর্ষ্ট বোধ হয়, আডামের এই কঠোর বিধির পরিপোষক ছিলেন না। কিন্তু আডামের আইন অল্প সময়ের মধ্যে, প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে প্রত্যেক শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর অনুমোদিত হইয়াছিল, সুতরাং আমহর্ষ্ট প্রথমে এ দেশে আসিয়া বাধ্য হইয়া ঐ আইন অনুসারে কার্য্য করিতে

প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে আডামের প্রবর্ত্তিত নিয়ম কিছু কাল অটল থাকিল। পরে আমহষ্ট যখন সূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে লাগিলেন, তখন তিনি এই অত্যাচারের নিতান্ত বিরোধী হইয়া উঠিলেন। এই জন্য স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সম্বন্ধে যে সমস্ত বাধা ছিল, তাহা আবার ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। আমহর্ষ্টের রাজ্যশাসনের শেষ দুই বৎসর কোন রূপ গোলযোগের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিল না। মুদ্রণ-স্বাধীনতার সম্বন্ধে সমস্ত অবিচার তিরোহিত হইল এবং সংবাদ-পত্র সকল শান্তভাবে ও নীরবে আপনাদের কার্য্য সাধন করিতে লাগিল।

ইহার পর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনেরল হইয়া আসিলেন। তাঁহার প্রকৃতি উদার ছিল। তিনি এখানে আসিয়াই সংবাদপত্র সকলকে হৃদয়ঙ্গম বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। এই সময় স্যার চার্লস মেটকাফ ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপকসভার সভ্য ছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মেট্‌কাফ তাঁহার একজন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "আমি যদি রাজ্যের অধিপতি, প্রভু বা কর্ত্তা হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সংবাদপত্র সমুদয়কে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দিব।"

লর্ড বেণ্টিঙ্কের মন্ত্রি-সভা আডামের প্রবর্ত্তিত আইন বদ করিবার জন্য তখন কতিপয় নিয়ম প্রস্তুত করিবার আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক, এই সময়ে কলিকাতার লোকে মুদ্রণ-স্বাধীনতার সুব্যবস্থা করিতে বিশেষ উৎসুক হন, এবং ১৮৩৪ ৩৫ অব্দের শীতকালে যখন স্যার্ চার্লস্ মেট্‌কাফ এলাহাবাদে যাত্রা করেন,

তখন সকলে, জন্ আডাম, সংবাদপত্রের সম্বন্ধে যে সমস্ত আইন করিয়া গিয়াছেন, তাহা রদ করিবার জন্য গবর্ণর জেনেরলের নিকটে এক খানি আবেদন সমর্পণ করেন। ১৮৩৫ অব্দের ২৭এ জানুয়ারি এই আবেদন গবর্ণর জেনেরলের নিকট পঁহুছে। গবর্ণর জেনেরল আবেদনকারিদিগকে উত্তর দেন, "মুদ্রণ-স্বাধীনতার সম্বন্ধে পূর্ব্বকার অসন্তোষকর আইন মন্ত্রি-সভার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। গবর্ণর জেনেরলের বিশ্বাস এই যে, অল্প সময়ের মধ্যেই এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবে।" কিন্তু এই "অল্প সময়ের মধ্যেই" লর্ড লইউলিয়ম বেণ্টিঙ্ক স্বদেশে যাত্রা করেন, এবং স্যার চার্লস মেট্‌কাফ্ তাঁহার স্থলে ভারতবর্ষীয়-গবর্ণমেণ্টের অধ্যক্ষ হন।

মুদ্রণ-স্বাধীনতা সমর্পণ, ১৮৩৫।—মেট্‌কাফ্ এক্ষণে "অধিপতি, প্রভু ও কর্ত্তা" হইলেন। সুতরাং এত কাল তিনি যে সুযোগ দেখিতেছিলেন, তাহা, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; মেট্‌কাফ্ কাল-বিলম্ব করিলেন না। লেখক চূড়ামণি মেকলে এই সময়ে মন্ত্রি সভার সভ্য ছিলেন, তিনিও মেট্‌কাফের মতের অনুমোদন করিলেন। ১৮৩৫ অব্দের এপ্রেল মাসে মুদ্রণ স্বাধীনতার সম্বন্ধে আইন লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হইল। ১৮২৩ অব্দে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে এবং ১৮২৫ ও ১৮২৭ অব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মুদ্রণ-স্বাধীনতার সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম করা হয়, তাহা এই আইনে রদ হইয়া গেল। এই আইনের স্থূলমর্ম্ম এই— ব্রিটিশ রাজ্যে যে সমস্ত সংবাদপত্র আছে বা হইবে, তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশকদিগকে, যে যে বিভাগে ঐ সমস্ত সংবাদপত্র বাহির হইবে, সেই সেই বিভাগের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে উপস্থিত

হইয়া, আপনাদের নাম ধাম প্রকাশ করিতে হইবে। এই অবধি সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক, পত্রিকা ও কাগজাদিতেই মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম থাকিবে। যাহার মুদ্রাযন্ত্র থাকিবে, তাহাকেই যথানিয়মে তদ্বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা এই আইনের কোনধারার বিরুদ্ধে কায করিবে, তাহাদের জরিমানা ও কারাবাসদণ্ড হইবে। সংবাদপত্রাদির প্রকাশক ও মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারীর নাম ধাম প্রকাশ করা ব্যতীত, নূতন আইন মুদ্রণ স্বাধীনতায় আর কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিলে না।

প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত হওয়াতে এই একটি মহৎ ফল হইল যে, যিনি যাহা কিছু ছাপাইবেন, সে বিষয়ের দায়িত্ব তাঁহারই রহিল, অর্থাৎ একজনেই মুদ্রণসংক্রান্ত সমুদায় বিষয়ের দায়ী না হইয়া সকলেই আপন আপন বিষয়ের জন্য দায়ী রহিলেন, সুতরাং সকলেই আপনার দায়িত্ব বুঝিয়া পুস্তকে বা সংবাদপত্রাদিতে স্বাধীনভাবে আপন আপন মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা পাইলেন। ১৮৩৫ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে এই আইন অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইল। ভারতের ইতিহাসে ইহা একটি প্রধান দিন। এই আইন ভারতে ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর কার্য্যসাধনের একটি প্রধান সাক্ষী। কলিকাতাবাসিগণ এই প্রধান ঘটনার সাক্ষীভূত প্রধান দিনের কোন স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের জন্য উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে চাঁদা করিয়া অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। সংগৃহীত অর্থে ভাগীরথীর তীরে একটি সুপ্রশস্ত, সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। সাধারণের ব্যবহারার্থ উহাতে একটি পুস্তকালয় করা হইল। মেট্‌কাফের প্রস্তরময়ী অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি ঐ

পুস্তকালয় শোভিত করিল। "১৮৩৫ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বরে স্যার্ চার্লস্ মেট্‌কাফ্ মুদ্রণ-স্বাধীনতা দিয়াছেন,"—এই মর্ম্মে একখানি ক্ষোদিত লিপি ঐ সাধারণ পুস্তকালয়ে রহিল এবং মেট্‌কাফের চিরস্মরণীয় নামে ঐ অট্টালিকার নাম "মেটকাফ্ হল" হইল।

লর্ড অক্‌লাণ্ড, ১৮৩৬-১৮৪২।

লর্ড মেট্‌কাফের পর লর্ড অক্‌লাণ্ড ১৮৩৬ অব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিরোহণ করেন। এই সময় হইতে আবার যুদ্ধ ও পর-রাজ্যাধিকার আরম্ভ হয়। ২০ বৎসর কাল এই গোলযোগ থাকে। উপস্থিত সময়ে সমস্তই শান্তিপূর্ণ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড অক্‌লাণ্ড হঠাৎ আতঙ্কে অধীর হইয়া শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসন সমর্পণ করিতে চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় আফগানিস্তানে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তত্রত্য সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্য বিনষ্ট হইয়া যায়।

আফগানিস্তানের দোর্‌রাণী ভূপতিগণ, ১৭৪৭-১৮২৬।—অহম্মদ শাহ দোর্‌রাণী ১৭৪৭ অব্দে আফগানিস্তানে আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি হিরাত হইতে পেশবার পর্য্যন্ত এবং কাশ্মীর হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে আপনার জয়-পতাকা উড়াইয়া দেন। পানিপথে তাঁহার সহিত যুদ্ধে (১৭৬১) মার্হাট্টাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হয়। কিন্তু অহম্মদ শাহ ভারত-সাম্রাজ্য জয় করিতে মনোযোগী হন নাই। তিনি কাবুল এবং কান্দাহার, এই দুই রাজধানীতে সর্ব্বদা বাস করিতেন। তাঁহার

বংশীয়েরা সিংহাসনের জন্য পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে ১৮২৬ অব্দে ববাকৃজীর বংশের প্রধান দোস্ত মহম্মদ "আমীর" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাবুলের পূর্ব্বতন অধিপতি শাহসুজা ইঙ্গরেজদিগের আশ্রয়ে লুধিয়ানায় অবস্থিতি করিতে থাকেন।

কাবুলের অধিপতিগণের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সংশ্রব।—লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময় হইতে ইঙ্গরেজেরা আফগানিস্তানের ভূপতিগণের সহিত সংশ্রব রাখিবার জন্য সচেষ্ট হন। এই সময়ে (১৮০০) জেমান শাহ লাহোরে আসিয়াছিলেন। পাছে তিনি অহম্মদ শাহের পথ অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষে গোলযোগ বাধান, ইঙ্গরেজেরা সে জন্য শঙ্কান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যে রণজিৎসিংহ পরাক্রান্ত হইয়া উঠাতে এই আশঙ্কার উন্মূলন হয়। ইহার পর ফরাসীদিগের ভারতবর্ষ-আক্রমণের আশঙ্কায় ১৮০৯ অব্দে লর্ড মিণ্টো মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিন্‌ষ্টোনকে কাবুলে দূত স্বরূপ প্রেরণ করেন। কিন্তু ইঙ্গরেজ দূত কাবুলের অধিপতির সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

শাহ সুজার পুনর্ব্বার কাবুলের সিংহাসন প্রাপ্তি, ১৮৩৯।—১৮৩৭ অব্দে আবার আফগানিস্তানের ভূপতির উপর ইঙ্গরেজদিগের দৃষ্টি পতিত হয়। এই সময়ে রুষীয়েরা প্রবল বেগে মধ্য এশিয়ায় অগ্রসর হইতেছিল, পারস্যের সেনা রুষীয়দিগের সাহায্যে হিরাত আক্রমণ করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া লর্ড অকলাণ্ড ভীত হইলেন। কাবুলে দোস্ত মহম্মদ খাঁর আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। অকলাণ্ড, দোস্ত মহম্মদের সহিত

সদ্ভাব স্থাপনের জন্য কাপ্তেন আলেকজেণ্ডর বর্ণেস্‌কে কাবুলে পাঠাইলেন। এই সময়ে একজন রুষীয় দূতও কাবুলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। যাহা হউক, দোস্ত মহম্মদ ইঙ্গরেজ দূতকে কহিলেন, তিনি পেশবার পাইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে কোন প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন। কিন্তু পেশবার পরাক্রান্ত রণজিৎ সিংহের অধিকৃত ছিল। গবর্ণর জেনেরল তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলেন না। বর্ণেস্‌ অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন লর্ড অক্‌লাণ্ড রাজ্যচ্যুত শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বে স্যার্‌ জন্‌ কীন্‌, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ (ইনি বোম্বাইর গবর্ণর এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এলফিন্‌ষ্টোন নহেন) পটিঞ্জর, শেল প্রভৃতি সেনাপতির অধীনে একুশ হাজার সৈন্য সজ্জীভূত হইল। এই সৈন্যদল শাহ সুজাকে সঙ্গে করিয়া, সিন্ধু প্রদেশ দিয়া, বোলানগিরিবর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণ আফগানিস্তানে আসিল। কান্দাহার ও গজনি অধিকৃত হইল। দোস্ত মহম্মদ পলায়ন করিলেন। ১৮৩৯ অব্দের আগষ্ট মাসে শাহ সুজা মহাসমারোহে কাবুলের সিংহাসনে আরোহিত হইলেন। ইহার পর একটি যুদ্ধে আপনার অসাধারণ সাহস বিকাশ করিয়াও দোস্ত মহম্মদ ১৮৪০ অব্দে ইঙ্গরেজদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন।

আফগানিস্তানে ইঙ্গরেজদিগের দুর্গতি, ১৮৪১-১৮৪২।—ইঙ্গরেজেরা আপনাদের অনুগত শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসন সমর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু আফগানদিগকে বশীভূত করিতে পারিলেন না। আফগানেরা সাহসী ও

স্বাধীনতাপ্রিয়। স্বদেশে বিদেশীযদিগের আধিপত্য তাহাদের সহনীয় হইল না। এদিকে দোস্ত মহম্মদের পুত্র পরাক্রান্ত আকবর খাঁ পিতার দুর্গতি দেখিয়া ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। ১৮৪১ অব্দের নবেম্বর মাসে আফগানেরা অস্ত্রধারণ করিল। পলিটিকল্ এজেণ্ট স্যার্ আলেকজেণ্ডর বর্ণেস্ কাবুলে নিহত হইলেন। সেনাপতি এলফিন্‌ষ্টোন্ জরা-জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক বিশেষ কোন কার্য্য হইল না। পলিটিকল্ আফিসর স্যার্ উইলিয়ম্ ম্যাক্‌নাটিন আকবর খাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে যাইয়া হত হইলেন। তখন ব্রিটিশ সৈন্যের চৈতন্য হইল। দুই মাস কাল অবস্থিতির পর ৪,০০০ সৈন্য কাবুল পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহারা পরিত্রাণ পাইল না। তুষারময় কুর্দ্দ-কাবুল গিরিবর্ত্ম অতিক্রমসময়ে আফগানদিগের অস্ত্রে এবং দুরন্ত শীতে প্রায় সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। কেবল ডাক্তর ব্রাইডন কোন রূপে উদ্ধার পাইয়া, জলালাবাদে যাইয়া শেলকে এই বিপত্তির সংবাদ দিলেন। আকবর খাঁ কতিপয় সৈনিক কর্ম্মচারী, ইঙ্গরেজ-মহিলা ও বালকবালিকাকে বন্দী করিলেন। তাঁহার আদেশে এই বন্দীদিগের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার হয় নাই।

প্রথম আফগান যুদ্ধের পরিণাম এইরূপ শোচনীয় হইল। ইঙ্গরেজেরা আফগানিস্তানে যাইয়া শেষে এইরূপ অপদস্থ হইলেন। এই শোচনীয় সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিবার এক মাসের মধ্যেই লর্ড অক্‌লাণ্ড ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন এবং লর্ড এলেনবরা তাঁহার পদে নিয়োজিত হইলেন।

লর্ড এলেনবরা, ১৮৪২-১৮৪৪।

আফগান্ যুদ্ধের অবসান, ১৮৪২।—লর্ড এলেনবরা ১৮৪২ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এদেশে উপস্থিত হন। এই সময়ে সেনাপতি শেল জলালাবাদে এবং সেনাপতি নট কন্দাহারে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। লর্ড এলেনবরা ইঁহাদের সাহায্যার্থ সেনাপতি পলককে কাবুলে পাঠাইয়া দিলেন। পলক জলালাবাদে পঁহুছিয়া সেনাপতি শেলের সঙ্গে কাবুলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অপর দিকে নট গজনি উৎসন্ন করিয়া কাবুলে আসিতে লাগিলেন। সেনাপতিত্রয় কাবুলে পঁহুছিয়া তত্রত্য বাজার বিনষ্ট করিলেন, এবং দুর্গাদি সমভূমি করিয়া ফেলিলেন। সমস্ত জনপদে অত্যাচারের একশেষ হইল। আক্‌বর পলায়ন করিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজ বন্দিগণ বামিন নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেনাপতিগণ বন্দীদিগকে বিমুক্ত করিয়া মহোল্লাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। দোস্ত মহম্মদ খাঁ বন্দিত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কাবুলে ফিরিয়া গেলেন, এইরূপে আফগান যুদ্ধের অবসান হইল। ইহাতে ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের সৈন্যনাশ ও অর্থক্ষয় ব্যতীত আর কোনও লাভ হয় নাই।

সিন্ধু অধিকার, ১৮৪৩।—সিন্ধুর অধিবাসীরা বেলুচী বংশীয়। এই দেশ কতিপয় খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। ইঁহারা আমীর নামে অভিহিত হইতেন। উপস্থিত সময়ে বৃদ্ধ মীর রুস্তম আমীর

দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন। ১৮৩৯ অব্দে আমীরেরা বাধ্য হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধি অনুসারে একজন রেসিডেণ্ট হয়দরাবাদে থাকেন। স্যার জেম্‌স্ আউট্রাম সাহেব প্রথমে রেসিডেণ্টের কার্য্য ভারগ্রহণ করেন। আফগানিস্তানের যুদ্ধের সময়ে আমীরেরা ইঙ্গরেজদিগের সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহাদের রাজ্য দিয়া ইঙ্গরেজ-সৈন্য কাবুলে যাত্রা করে। কিন্তু অভিনব গবর্ণর জেনেরল লর্ড এলেনবরা আমীরদিগের বিশ্বস্ততার উপর সন্দিহান হইলেন। আফগানিস্তানের যুদ্ধের সময়ে আমীরেরা ইঙ্গরাজদিগের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন বলিয়া, তিনি তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য স্যার চার্লস্ নেপিয়ারকে নিযুক্ত করিলেন। মীর রুস্তমের প্রতিদ্বন্দ্বী ও তদীয় ভ্রাতা আলি মোরাদের পরামর্শে নেপিয়ার আমীরদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। আউট্রাম এই গোলযোগ নিবারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। নেপিয়ার আমীরদিগের বিদ্বেষী ছিলেন; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। মিযানি নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বেলুচীরা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার্থ অসাধারণ সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করে। কিন্তু শেষে তাহাদের পরাজয় হয়। সিন্ধুদেশ আমীরদিগের হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। গবর্ণর জেনেরল এইরূপ অন্যায় পূর্ব্বক আমীরদিগের জনপদ ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত করেন। এ বিষয়ে স্যার্ হেন্‌রি পটিঞ্জর সাহেব ১৮৪৪ অব্দে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন, "আমি সকল স্থানে, সকল অবস্থায় এবং সকল সমাজে বলিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও বলিব যে, আমীরদিগের প্রতি আমাদের দুর্ব্যবহার

ও অসৌজন্য, আমাদের ভারতসাম্রাজ্যের ইতিহাসে সুস্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে। আমাদের এই কলঙ্ক কিছুতেই অপনীত হইবার নহে।"

গোবালিয়রের গোলযোগ, ১৮৪৩।—১২৪২ অব্দে জনকজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে, তদীয় পত্নী তারাবাই, জৈয়াজী নামক একটী বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। ইঙ্গরেজ রেসিডেণ্ট জনকজীর মাতুল মামাজীকে ইঁহাদের প্রধান মন্ত্রী করিয়া দেন। কিন্তু তারাবাই তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দাদাখাসজী নামক ব্যক্তিকে মন্ত্রী করাতে গোবালিয়রে গোলযোগ উপস্থিত হয়। গোবালিয়রের সেনারাও ক্রমে অশান্ত হইয়া উঠে। লর্ড এলেনবরা এজন্য বিরক্ত হইয়া গোবালিয়রে সৈন্য প্রেরণ করেন। মহারাজপুর ও পনিয়ার নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। এই দুই যুদ্ধেই ইঙ্গরেজেরা জয় লাভ করেন। প্রথম যুদ্ধে লর্ড এলেনবরা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। যাহা হউক, অতঃপর জনকজীর বিধবা মহিষী তারাবাইকে বৃত্তি দিয়া, গবর্ণর-জেনেরল এই বন্দোবস্ত করেন যে, যাবৎ জৈয়াজী প্রাপ্তবয়স্ক না হইবেন, তাবৎ ছয় জন অমাত্য ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের পরামর্শ অনুসারে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

লর্ড এলেনবরার পদচ্যুতি, ১৮৪৪।—লর্ড এলেনবরা সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহে প্রমত্ত থাকাতে ডিরেক্টরদিগের বিরাগভাজন হন। এজন্য ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৪৪)। লর্ড এলেনবরা ইঙ্গলণ্ডে রাজনীতিজ্ঞ ও সদ্বক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দুই বার বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতিত্ব

করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের শাসন-কার্য্যে তাঁহার তাদৃশ অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট হয় নাই। লর্ড এলেনবরার সময়ে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী পদের সৃষ্টি হয়। এতদ্দেশীয়েরা এই পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার প্রচার আরম্ভ হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জ, ১৮৪৪-১৮৪৮।

স্যার হেন্‌রি হার্ডিঞ্জ বিখ্যাত সৈনিক পুরুষ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে তাঁহার সাহস ও পরাক্রম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইউরোপে লিগ্‌নির সমরক্ষেত্রে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধের সময়ে তাঁহার বাম হস্ত আহত হওয়াতে উহা কাটিয়া ফেলিতে হয়। এজন্য এখানে তিনি সাধারণের মধ্যে হাতকাটা গবর্ণর নামে প্রসিদ্ধ হন। স্বয়ং অসাধারণ রণপণ্ডিত হইলেও স্যার হেন্‌রি হার্ডিঞ্জ শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন করিবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। অবিলম্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহের খাল্‌সা সৈন্যের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর পঞ্জাবের অবস্থা।—১৮৩৯ অব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। রণজিৎ সিংহ সমগ্র পঞ্জাবে এবং কাশ্মীরে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। গোলাপ সিংহের উপর কাশ্মীরের শাসন ভার সমর্পিত হইয়াছিল। গোলাপ সিংহের ভ্রাতা ধ্যান সিংহ শিখদরবারে মন্ত্রিত্ব করিতেন। মহারাজ রণজিতের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র খড়্গ

সিংহ পঞ্জাবের অধিপতি হন। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তদীয় পুত্র নৌনেহাল সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছু দিনের মধ্যে নৌনেহাল সিংহেরও পরলোক-প্রাপ্তি হয়। রণজিতের মধ্যম পুত্র শের সিংহ পঞ্জাবের আধিপত্য লাভ করেন। ১৮৪৩ অব্দে শের সিংহ এবং মন্ত্রী ধ্যান সিংহ নিহত হন। তখন রণজিতের কনিষ্ঠ পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক দলীপ-সিংহ লাহোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ধ্যান সিংহের পুত্র হীরা সিংহ তাঁহার মন্ত্রী হন। হীরা সিংহ নিহত হইলে দলীপের মাতা মহারাণী ঝিন্দন পুত্রের নামে পঞ্জাব-শাসনে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে রাজা লাল সিংহ মন্ত্রিত্ব এবং সর্দ্দার তেজ সিংহ সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। যাবৎ রণজিৎ সিংহ জীবিত ছিলেন, তাবৎ পঞ্জাবে কোন গোলযোগ ছিল না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই এইরূপ গোলযোগ আরম্ভ হইল। এক জনের পর আর একজন রাজা হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই শান্তি স্থাপিত হইল না। খাল্‌সা সৈন্য ক্রমে উদ্ধত হইয়া উঠিল। রাজ্যমধ্যে নরহত্যা হইতে লাগিল। মন্ত্রী লাল সিংহ নিস্তেজ ও বিলাস-প্রিয় ছিলেন। তিনি উপস্থিত গোল-যোগনিবারণে অসমর্থ হইলেন। সর্দ্দার তেজ সিংহও উত্তেজিত খাল্‌সা সৈন্যকে সংযত ও বশীভূত রাখিতে পারিলেন না। পরাক্রান্ত শিখসেনা ক্রমে ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

প্রথম শিখ-যুদ্ধ, ১৮৪৫।—১৮৪৫ অব্দে ৬০,০০০ শিখ সৈন্য ১৫০টি কামান লইয়া শতদ্রু উত্তরণ পূর্ব্বক ইঙ্গরেজ-রাজ্য আক্রমণ করে। শিখদিগের অশান্তভাব দেখিয়া, গবর্ণর জেনে-

রল পূর্ব্বেই আপনাদের রাজ্যের সীমা-রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ৪০,০০০ সৈন্য লুধিয়ানা, ফিরোজপুর, ও অম্বালায় সন্নিবেশিত হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরল এবং প্রধান সেনাপতি স্যার্ হিউ গফ্ অম্বালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। শিখ সৈন্যের শতদ্রু পার হওয়ার সংবাদে ইহারা ত্বরিতগতিতে ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন। তিন সপ্তাহের মধ্যে, ১৮৪৫ অব্দে, মুদকী, ফিরোজসহর এবং ১৮৪৬ অব্দে আলিবল ও শতদ্রুর তীরবর্ত্তী সোব্রাঁও, এই চারি স্থানে চারিটি যুদ্ধ ঘটে। শিখেরা এই সকল যুদ্ধে আপনাদের অসাধারণ শৌর্য্যের পরিচয় দেন। ইঙ্গরেজ সেনানী স্যার জন্ লিটলার, সেনাপতি স্যার হিউ গফ এবং গবর্ণর জেনেরল স্যার্ হেন্‌রি হার্ডিঞ্জ ইঁহাদের বীরত্বের অশেষ সুখ্যাতি করেন। মুদকীর যুদ্ধে সেনাপতি গফ শিখদিগকে পরাজিত করেন। ফিরোজ সহরে প্রথম দিন শিখেরা জয় লাভ করে, ইঙ্গরেজ-পক্ষের অনেক বলক্ষয় হয়। দ্বিতীয় দিনে শিখেরা হটিয়া যায়। এই যুদ্ধে গফ্, লিটলার এবং জেনেরল হার্ডিঞ্জ ইঙ্গরেজ সৈন্যের অধিনায়কতা করিয়াছিলেন। আলিবলের যুদ্ধে হারি স্মিথ্ এবং সোব্রাঁওর যুদ্ধে গফ ইঙ্গরেজ-পক্ষের সেনাপতি ছিলেন। এই উভয় যুদ্ধে ইঙ্গরেজরা জয় লাভ করেন। এই প্রথম শিখ-যুদ্ধের সময়ে খাল্‌সাদিগের সেনাপতি সর্দ্দার তেজ সিংহ ও রাজা লাল সিংহ গোপনে ইঙ্গরেজদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। সেনাপতিদ্বয়ের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় শিখদিগের পরাজয় হয়। সেনাপতিগণ চক্রান্ত না করিলে, বোধ হয়, প্রথম শিখ-যুদ্ধের ইতিহাস অন্য রূপ ধারণ করিত। সোব্রাঁওর যুদ্ধের পর

গবর্ণর জেনেরল লাহোরের নিকটে যাইয়া শিবির স্থাপন করেন। ১৮৪৬ অব্দের ৯ই মার্চ্চ মিয়াঁমীর নামক স্থানে গোলাপ সিংহের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির নিয়মানুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী জলন্ধর দোয়াব গ্রহণ করেন। যে সকল সৈন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে নিরস্ত্র এবং লাহোর দরবারের সৈন্য-সংখ্যা ন্যূন করা হয়। এতদ্ব্যতীত হার্ডিঞ্জ যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ দেড় কোটী টাকা গ্রহণ করেন। রণজিৎ সিংহের সময়ে কোষাগারে ১২ কোটী টাকা সঞ্চিত ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর অপব্যয়প্রযুক্ত তৎসমুদয় নিঃশেষিত হইয়া কেবল অর্দ্ধ কোটী মাত্র থাকে। হার্ডিঞ্জ এই অর্দ্ধ কোটী লইয়া, অপর এক কোটীর বিনিময়ে কাশ্মীর প্রদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, গোলাপ সিংহ এই সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে কোটী মুদ্রা দিয়া কাশ্মীর কিনিয়া লইলেন। এই অবধি গোলাপ সিংহ কাশ্মীরের স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য হইলেন। দলীপ সিংহ পঞ্জাবের অধিপতি রহিলেন এবং মেজর হেন্‌রি লরেন্স লাহোরে রেসিডেণ্টের কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন। এই সন্ধি স্থাপিত হওয়ার কিছু দিন পরে লম্না লাল সিংহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন বিচারে তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হয়, এবং তিনি পঞ্জাব হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, আগ্রায় অবস্থিতি করেন। লাল সিংহ নিষ্কাশিত হইলে ২২এ ডিসেম্বর ভাইরাবল নামক স্থানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত লাহোরদরবারের আর একটি সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, যাবৎ দলীপ সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক না হইবেন, তাবৎ আট জন সুদক্ষ লোক লইয়া একটি সভা সংগঠিত হইবে। এই সভার সদস্যেরা ব্রিটিশ

রেসিডেণ্টের মতানুসারে পঞ্জাবের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এইরূপে পঞ্জাব-যুদ্ধের অবসান হইলে গবর্ণর জেনেরল এবং প্রধান সেনাপতি, "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৪৮ অব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ইঙ্গলণ্ডে যাত্রা করেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বাঙ্গালা প্রদেশে ১০১টি হার্ডিঞ্জ স্কুল স্থাপিত হয়। অধিকন্তু বিদ্যাশিক্ষায় সাধারণের অনুরাগবৃদ্ধির জন্য এই নিয়ম হয় যে, গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্ম খালি হইলে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকেরাই সবিশেষ আদরণীয় হইবেন।

লর্ড ডালহৌসী, ১৮৪৮-১৮৫৬।

লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ অব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। ইঁহার সময় বিটিশ কোম্পানির রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধিত হয়।

দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ, ১৮৪৮–১৮৪৯।—এদেশে লর্ড ডালহৌসীর আগমনের পর, ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অসুস্থতা-প্রযুক্ত হেনরি লরেন্স লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে স্বদেশে গমন করেন। তাঁহার স্থলে স্যার ফ্রেডরিক কারি লাহোরের রেসিডেণ্ট হন। মুলতান মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধিকারভুক্ত ছিল। সাবনমল মুলতানের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। তিনি লোকান্তরিত হইলে তদীয় পুত্র মূলরাজ মুলতানের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু লাহোর দরবারের সহিত তাঁহার অনৈক্য হওয়াতে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ

করিতে বাধ্য হন। লাহোর-দরবার তৎপদে সর্দ্দার খাঁ সিংহকে নিযুক্ত করেন। সর্দ্দার খাঁ সিংহকে মূলতানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বান্স আগ্নু এবং লেফ্‌টেনেণ্ট আণ্ডার্সন নামক দুইজন ইঙ্গরেজ তথায় উপস্থিত হন। এই সময় মূলতানের অধিবাসিগণ উত্তেজিত হইয়া ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারি-দ্বয়কে আহত ও বিনষ্ট করে। এজন্য মূলতানে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধের সমকালে শিখ-দিগের সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ঘটে। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে এই কয়েকটি ধরিতে হয়, (১) পঞ্জাব হইতে মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন, (২) মহারাজ দলীপসিংহের বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিতে রেসিডেণ্টের অমত এবং (৩) সর্দ্দার ছত্রসিংহের প্রতি কাপ্তেন আবট ও রেসিডেণ্টের দুর্ব্যবহার। এই তিনটি কারণেই খাল্‌সারা আবার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। লাহোরের প্রথম রেসিডেণ্ট হেন্‌রি লরেন্স ষড় যন্ত্রের সন্দেহে মহারাণী ঝিন্দনকে লাহোর হইতে শেখপুরায় আনিয়া রাখেন। হেন্‌রি লরেন্সের পরবর্ত্তী রেসিডেণ্ট স্যার ফ্রেডরিক কারি আবার ষড়যন্ত্রের সন্দেহে ঝিন্দনকে একবারে পঞ্জাব হইতে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত করেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। স্যার্ ফ্রেডরিক কারি কেবল অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজ দলীপ সিংহকে আপনার হস্তগত রাখিবার জন্য মহারাণীর প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ড বিধান করেন। শিখেরা ইহাতে যার-পর-নাই বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। হাজরার শাসনকর্ত্তা বয়োবৃদ্ধ সর্দ্দার ছত্র সিংহের কন্যার সহিত দলীপ সিংহের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কলে কৌশলে এই বিবাহ স্থগিত রাখিতে

প্রয়াস পান। ছত্রসিংহ এবং তদীয় রণবিশারদ পুত্র শেরসিংহ এজন্য বড় বিরক্ত হন। ইহার পর রেসিডেণ্ট নিজের সহকারী কাপ্তেন আবটের পরামর্শে সর্দ্দার ছত্রসিংহকে পদচ্যুত এবং তাঁহার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। বৃদ্ধ পিতার এইরূপ অপমানে শিখ-সেনাপতি শের সিংহ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। শের সিংহ ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত মূলতান আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনার সৈন্য পৃথক্ করিয়া ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে সমর-সজ্জার আয়োজন করিলেন। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৮৪৯ অব্দের ২রা জানুয়ারি মূলতান বিধ্বস্ত হয়। ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৪৮ অব্দের ২২এ নবেম্বর রামনগরের যুদ্ধে ইঙ্গরেজ সৈন্য পরাজিতপ্রায় হইয়া যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করে। ইহার পর শের সিংহ ৩০,০০০ সৈন্য ও ৬০টি কামান লইয়া চিলিয়ানবালায় শিবির সন্নিবেশ করেন। ১৮৪৯ অব্দের ১৩ই জানুয়ারি চিলিয়ানবালার যুদ্ধে ইঙ্গরেজদিগের পরাজয় হয়। শিখদিগের বিক্রমে ইঙ্গরেজদিগের অশ্বারোহী সৈন্য পলায়ন করে, ইঙ্গরেজদিগের কামান ও পতাকা, শিখদিগের হস্তগত হয়। শের সিংহ বিজয়ী হইয়া তোপধ্বনিতে চারিদিক কম্পিত করেন। ইহার পর ২১এ ফেব্রুয়ারি গুজরাটে আর একটি ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড গফ্ শিখদিগকে পরাজিত করেন। সর্দ্দার ছত্রসিংহ ও শের সিংহ আর যুদ্ধ না করিয়া, ১৪ই মার্চ্চ বিজেতার বশীভূত হন। ২৯এ মার্চ্চ লর্ড ডালহৌসী পঞ্জাব ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করেন। একাদশ বর্ষ বয়স্ক মহারাজ দলীপ সিংহ

ও তাঁহার পোষ্যবর্গের জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। দলীপ সিংহ ইহার পর খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। এক্ষণে তিনি আবার শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

পঞ্জাবে শান্তিস্থাপন।—লর্ড ডালহৌসী সন্ধি ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাব রাজ্য অধিকার করেন। লাহোরদরবারের কর্ম্মচারীদিগের দোষে সংসারবিষয়ানভিজ্ঞ, অপ্রাপ্তবয়স্ক, দলীপসিংহকে রাজ্য ভ্রষ্ট করা ন্যায় সঙ্গত হয় নাই। পঞ্জাব অধিকার করিয়া লর্ড ডালহৌসী তথায় শান্তি স্থাপন করিতে আপনার সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। অবাধ্য সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করা হয়। সুনিয়মে ভূমির বন্দোবস্ত হইতে থাকে। রাজ্যশাসন জন্য প্রথমে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়, শেষে ১৮৫৩ অব্দে এই বোর্ড উঠাইয়া দেওয়া হয়। হেন্‌রি লরেন্সের উপযুক্ত সহোদর জন লরেন্স (ইনি পরে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন) পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর হন। পঞ্জাবে কন্যা বধের প্রথা ছিল, চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতি অপকর্ম্মও অবাধে চলিত। তৎসমুদয় ক্রমে তিরোহিত হইয়া যায়। কর্ণেল রবর্ট নেপিয়ারের (ইনি পরে লর্ড নেপিয়ার নামে প্রসিদ্ধ হন) তত্ত্বাবধানে রাস্তা প্রস্তুত এবং খাল খনিত হয়। এইরূপে পঞ্জাবের অবস্থা ক্রমে উন্নত হইতে থাকে, অধিবাসীরাও ক্রমে সন্তোষ লাভ করে। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহি-যুদ্ধে যখন প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ আন্দোলিত হয়, তখন পঞ্জাবের অধিবাসীরা শান্ত এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত ছিল।

ব্রহ্মদেশের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৮৫২।—১৮৫১ অব্দে একজন জাহাজী কাপ্তেন স্বীয় মাঝির উপর অত্যাচার করাতে

রেঙ্গুনের শাসন-কর্ত্তা কাপ্তেনের ১,০০০ টাকা অর্থ-দণ্ড করেন। লর্ড ডালহৌসী নিগৃহীত কাপ্তেনের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার আদেশ দেন। অবিলম্বে কয়েক খানি রণ-তরী ইরাবতীতে উপস্থিত হয়। এইরূপে ১৮৫২ অব্দে ব্রহ্মদেশ দ্বিতীয় বার যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে রেঙ্গুন, প্রোম ও পেগু অধিকৃত হয়। লর্ড ডালহৌসী ২০ এ ডিসেম্বর পেগু প্রদেশ ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া ব্রহ্মরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। পেগু এবং পূর্ব্ব অধিকৃত আরকান ও তেনাসরিম, এই তিনটি প্রদেশ একত্র হইয়া "ব্রিটিশ ব্রহ্ম" নামে পরিচিত হয়।

ভারতবর্ষীয় মিত্ররাজ্যের সম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতি।—পুত্র হিন্দুদিগের অন্তিমে অনন্ত প্রীতি প্রাপ্তির একটি প্রধান অবলম্বন। জনক জননী লোকান্তরিত হইলে পুত্র তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা সম্প্রীত করিয়া পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করে। এজন্য হিন্দুগণ ঔরস পুত্রের অভাব হইলে যথানিয়মে দত্তক পুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদের বংশ রক্ষা করিবার উপায় বিধান করেন। এই গৃহীত পুত্র শাস্ত্রানুসারে পিতার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু এসম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসী এই রাজনীতি অবলম্বন করেন যে, যে সমস্ত রাজ্য সর্ব্বোপরিতন প্রভুশক্তির আশ্রিত, তৎসমুদয়ের অধিপতিগণ যে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রভুশক্তির অনুমোদিত না হইলে তাঁহাদের রাজ্য উক্ত প্রভু-রাজ্যে সংযোজিত হইবে। এই সর্ব্বোপরিতন প্রভু-শক্তি ভারতের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট; আর আশ্রিত রাজ্য সেতারা, নাগপুর প্রভৃতি। লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতির

বলে এই সকল রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়।

আশ্রিত রাজ্য অধিকার।—প্রথমে সেতারায় উল্লিখিত রাজনীতি অনুসারে কার্য্য হয়। ১৮১৮ অব্দে পেশবা বাজী রাওর অধঃপতন হইলে লর্ড হেষ্টিংস্ শিবজীর বংশধরকে সেতারা রাজ্য সমর্পণ করেন। ১৮৪৮ অব্দের ৫ই এপ্রেল সেতারারাজ আপা সাহেবের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু এই দত্তক লর্ড ডালহৌসীর অনুমোদিত না হওয়াতে ১৮৪৯ অব্দে উক্ত রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত হয়। এই বৎসর রাজপুত-রাজ্য কেরৌলি, ডিরেক্টরদিগের আদেশে লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু সম্বলপুর কোম্পানির অধিকৃত হয়। ঝাঁসির অধিপতি গঙ্গাধর রাও নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যথানিয়মে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু লর্ড ডালহৌসী এই দত্তকপুত্রের অধিকার রক্ষা করেন নাই। ১৮৫৩ অব্দে ঝাঁসিও সেতারার অবস্থাপন্ন হয়। ঝাঁসির লোকান্তরিত অধিপতি গঙ্গাধর রাওর বনিতা বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই বহু চেষ্টা করিয়াও প্রণষ্ট রাজ্য উদ্ধার করিতে পারেন নাই। ১৮৫৩ অব্দে নাগপুরের অধিপতি তৃতীয় রঘুজী ভোঁসলার মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতামহী বঙ্কবাই দত্তক গ্রহণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল সম্মত হইলেন না। সুতরাং নাগপুর অধিকৃত ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইল। রাজ-পরিবারের অলঙ্কার ও অন্যান্য জিনিষপত্র কলিকাতায় আনীত হইয়া নিলামে বিক্রীত হইয়া

গেল। ১৮৫৫ অব্দে অর্কটের নবাব এবং তাঞ্জোরের রাজা অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে তাঁহাদের বংশের রাজ-সম্মান ও রাজ-উপাধির উচ্ছেদ হয়। লর্ড ওয়েলেস্‌লি ১৮০০ অব্দে নিজামের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আপনাদের কতক গুলি সৈন্য নিজামের সৈন্যের সহিত একত্র করেন। যুদ্ধাদির সময়ে নিজাম ঐ সমস্ত সৈন্যের ব্যয়-ভার বহন করিতে সম্মত হন। এজন্য ক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে নিজামের অনেক ঋণ হয়। নিজাম এই ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া পড়েন। ১৮৫৩ অব্দে লর্ড ডালহৌসী আপনাদের টাকা আদায়ের জন্য নিজামের নিকট হইতে এক প্রকার বলপূর্ব্বক বেরার প্রদেশ গ্রহণ করেন।

১৮৫১ অব্দে বিঠোর-প্রবাসী বাজীরাও লোকান্তরিত হন। তিনি বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ দত্তকপুত্র নানা সাহেব তদীয় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। লর্ড ডালহৌসী নানা সাহেবকে পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করেন।

অযোধ্যা অধিকার, ১৮৫৬।—লর্ড ক্লাইবের সময় হইতে অযোধ্যার নবাবের সহিত ব্রিটিশ কোম্পানির সংশ্রব জন্মে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নবাব সুজাউদ্দৌলা আপনার রাজ্যস্থিত কোম্পানির সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে প্রতিশ্রুত হন। এই অবধি কোম্পানি অযোধ্যার নবাবগণের সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে থাকেন। প্রতি সন্ধিতেই ব্রিটিশ কোম্পানির লাভ এবং অযোধ্যারাজ্যের এক একটি অঙ্গ স্খলিত হয়। সর্ব্বশেষে লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যারাজ্যের

বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া উহা আপনাদের হস্তগত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে অযোধ্যার রেসিডেণ্ট জেনেরল আউট্রামকে আদেশ দিলেন। আউট্রাম ১৮৫৬ অব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি নবাব ওয়াজিদ আলীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি জানাইলেন। নবাব গভীর শোকের সহিত স্বীয় উষ্ণীষ রেসিডেণ্টের হাতে দিয়া কহিলেন, "ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট করিলেন, রাজ্য গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা বিড়ম্বনা মাত্র।" কিন্তু তাঁহার এই কথায় কোন ফল হইল না। অবিলম্বে রেসিডেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন। ৫০ লক্ষ অধিবাসীর সহিত উত্তরে নেপাল, পূর্ব্বে গোরক্ষপুর, দক্ষিণে এলাহাবাদ এবং পশ্চিমে আজিমগড়, জৌনপুর, ফরক্কাবাদ ও শাহজহাঁপুর সীমার মধ্যবর্ত্তী প্রায় ২৪ হাজার বর্গ মাইল-পরিমিত বিস্তৃত রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার ভুক্ত হইল। আর এই বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া কলিকাতার নিকটে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই রূপে বিনা রক্তপাতে একটি বিস্তৃত রাজ্য অধিকৃত হইল। কিন্তু শেষে এই রাজ্যাধিকার হইতে গরলময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। অযোধ্যা অধিকার লর্ড ডালহৌসীর সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এই কার্য্যে তিনি ইতিহাসে সুনাম লাভ করিতে পারেন নাই। ডালহৌসী অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার ও অবিচারের উল্লেখ করিয়া অযোধ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সময়ের ইঙ্গরেজশাসিত দেশের সহিত তুলনা করিলে সুপ্রমাণ হইবে যে, অযোধ্যার

এরূপ অরাজকতা ঘটে নাই এবং এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার ও অবিচারও হয় নাই। অযোধ্যা অধিকৃত হইলে পঞ্জাবের ন্যায় উহা নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশ বলিয়া গণ্য হয়। আউট্রাম সাহেব অযোধ্যার প্রধান কমিশনর হন।

লর্ড ডালহৌসীর অন্যান্য কার্য্য।—লর্ড ডালহৌসীর সময়ে অনেকগুলি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। বহুদিন হইতে নরবলি ও ডাকাইতি নিবারণের চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু সেই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। উড়িষ্যায় খন্দ নামক অসভ্য জাতির মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। লর্ড ডালহৌসীর চেষ্টায় এই নরবলি-প্রথা অনেকাংশে নিবারিত হয়। ১৮৫২ অব্দে ওয়াকোপ সাহেব বাঙ্গালার ডাকাইতি কমিশনর হন। তাঁহার চেষ্টায় ডাকাইতের দল উৎসন্ন হইয়া যায়। ১৮৫১ অব্দে রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর প্রসিদ্ধ ডাক্তর ওসানসি সাহেব টেলিগ্রাফ্ প্রবর্ত্তিত করেন। এই রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ্ দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার হইতেছে। পূর্ব্বে ডাকে পত্রাদি পাঠাইতে হইলে অনেক গোলযোগ ঘটিত। ডালহৌসীর সময়ে ডাকের জন্য স্বতন্ত্র কার্য্যবিভাগ স্থাপিত হয়। ডাকবিভাগের অধ্যক্ষ ওজন বুঝিয়া মাশুল গ্রহণপূর্ব্বক পত্রাদি চালাইবার বন্দোবস্ত করেন। এতদ্ব্যতীত ডালহৌসী কর্ত্তৃক পূর্ত্ত কার্য্যের অনেক উন্নতি হয়। এই সময়ে সাধারণের গমনাগমনের জন্য প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত হইতে থাকে। গঙ্গার খাল এবং ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী বারি দোয়ার খাল খনিত হয়। এই সকল রাস্তা ও খাল দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইতেছে।

লর্ড ডালহৌসী শিক্ষা-বিভাগের সুবন্দোবস্ত করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রত্যেক তহসিল অর্থাৎ উপবিভাগে এক একটি "তহসিলি" অর্থাৎ মধ্যশ্রেণীর স্কুল ও প্রত্যেক প্রধান পল্লীতে এক একটী "হলকাবন্দি" অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর স্কুল এবং বাঙ্গালায় মডেল স্কুল স্থাপিত হয়। বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাত্মা বীটন সাহেব কলিকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় (বীটন স্কুল) স্থাপন করেন। কলিকাতার হিন্দুকলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে প্রসিদ্ধ হয়। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের অধ্যক্ষ স্যার চার্ল্‌স্ উড্ (ইনি পরে লর্ড হালিফাক্স্ নামে প্রসিদ্ধ হন) আপনার ১৮৫৪ অব্দের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিষয়িণী অনুমতি-লিপিতে প্রকাশ করেন যে, ভারতবর্ষীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইবে। গবর্ণমেন্ট সাধারণের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়-সমূহে "গ্রাণ্ট ইন্ এড্" অর্থাৎ অর্থ-সাহায্য-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। লর্ড ডালহৌসী এই অনুমতি-লিপি অনুসারে একটি বিশেষ সমিতির উপর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ভার দেন এবং পূর্ব্বতন শিক্ষাসমিতি উঠাইয়া শিক্ষা বিভাগে "ডিরেক্টর", "ইন্স্পেক্টর" প্রভৃতি নিয়োজিত করেন। ইঁহাদের উপর অভিনব প্রণালী অনুসারে বিদ্যালয় স্থাপন ও তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পিত হয়। এইরূপে দেশের সর্ব্বত্র গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যা শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হয়।

১৮৫৬ অব্দে প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের যত্নে বিধবা-বিবাহ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়।

ইণ্ডিয়া বিল, ১৮৫৩।—১৮৫৩ অব্দে কোম্পানি পুনর্ব্বার সনন্দ লাভ করেন। এই সনন্দ অনুসারে স্থির হয় যে, (১) বঙ্গদেশে একজন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর নিয়োজিত হইবেন; (২) ইংলণ্ডে একটি বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে লোকে সিবিলিয়ান হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষীয়েরা বিলাতে যাইয়া এই সিবিল সর্ব্বিস্ পরীক্ষা দিতে পারিবেন *; (৩) ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ছয় জন সদস্যের স্থলে বার জন সদস্য থাকিবেন।

লর্ড ডালহৌসীর পদত্যাগ।—১৮৫৬ অব্দে লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদ ত্যাগ করেন। তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। এত অল্প বয়সে এরূপ কার্য্য-তৎপরতার সহিত আর কেহ ভারতবর্ষ শাসন করেন নাই। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে দেশের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু তাঁহার ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্রিটিশশাসন বদ্ধমূল না হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। এইজন্য তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজবংশের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ব্রিটিশ অধিকার প্রসারিত করেন। লর্ড ডালহৌসীর এই দূষিত রাজনীতিতে পরিশেষে ভারতবর্ষে প্রলয়কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়।

* পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, ইঙ্গলণ্ডের হেলিবরি কলেজে অধ্যয়ন না করিলে এবং ডিরেক্টরসভাকর্ত্তৃক নিযোজিত না হইলে কেহ ভারতবর্ষের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। এখন এ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়াতে হেলিবরি কলেজ উঠিয়া যায়।

লর্ড কানিঙ্গ্, ১৮৫৬-১৮৬২।

লর্ড ডালহৌসীর পরে সদাশয় লর্ড কানিঙ্গ্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হন। ইঙ্গলণ্ড হইতে যাত্রাকালে তিনি ডিরেক্টরদিগের সমক্ষে কহেন, "আমি ভারতবর্ষে শান্তির আশা করি। কিন্তু ভারতবর্ষের নির্ম্মল আকাশে মনুষ্যের হস্ত-পরিমিত এক খণ্ড মেঘের উদয় হইতে পারে, এবং সেই মেঘ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারে"। লর্ড কানিঙ্গের এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হয়। পর বৎসর (১৮৫৭) সিপাহিরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া ভয়াবহ কাণ্ডের উৎপত্তি করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সিপাহি-যুদ্ধ, ১৮৫৭।

সিপাহি-যুদ্ধের কারণ।—কি কারণে সিপাহিরা ইঙ্গরেজদিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিতে চেষ্টা করিল, যাহারা রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া সম্মান করে, কি কারণে তাহারা সেই রাজশক্তির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল, তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সিপাহি-যুদ্ধের কারণ সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা দুরূহ। প্রধানতঃ লর্ড ডালহৌসীর পর রাজ্য-গ্রহণবিষয়িণী নীতি হইতে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার সূত্রপাত হয়। ডালহৌসী অনেক প্রাচীন রাজবংশের উচ্ছেদ করেন। যাঁহারা এক সময়ে বহুসংখ্য প্রজার অধিপতি হইয়া স্বাধীনভাবে শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেন, তাঁহারা সামান্য লোকের

অবস্থায় পতিত হন। সিপাহিরা আপনাদের শ্রদ্ধাস্পদ রাজ-বংশের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া কোম্পানির সাধুতার উপর সন্দিহান হয়। তাহারা সেতারা ও ঝাঁসির দুরবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করে, নাগপুরের বর্ষীয়সী মহিষীর অপমানে অধীর হয় এবং শেষে অযোধ্যায় ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে। সিপাহিদের অধিকাংশ অযোধ্যা-নিবাসী হিন্দু। তাহারা আপনাদের ধর্ম্মের ও আপনাদের চিরাগত প্রথার একান্ত পক্ষপাতী। তাহারা ভাবিত, তাহাদের বাহুবলে পঞ্জাব অধিকৃত হইয়াছে এবং সমস্ত ভারতবর্ষে শান্তিরক্ষা হইতেছে। যত দিন অযোধ্যা নবাবের রাজ্য ছিল, তত দিন অযোধ্যার লোকে, কোম্পানির কর্ম্মচারী বলিয়া, সিপাহিদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইত। কিন্তু শেষে অযোধ্যা কোম্পানির রাজ্য হইলে সিপাহিদের সে সম্মান নষ্ট হয়। এই সময়ে ইঙ্গরেজী শিক্ষার বহুল প্রচার হইতে থাকে। টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে প্রভৃতির কার্য্য আরম্ভ হয়; ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভারতীয় সভ্যতার পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী সভ্যতার ফল প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে। ইহাতে সিপাহিরা আপনাদের জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় সভ্যতার বিলোপ আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠে। এদিকে রাজ্য-ভ্রষ্ট রাজবংশীয়েরা তাহাদের উত্তেজনা বৃদ্ধি করেন। সিপাহিরা ইঁহাদের নিয়োজিত লোকের মুখে ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিতে থাকে। সিপাহিরা সুশিক্ষিত বা পরিণামদর্শী নহে, তাহারা কৌতুহলপর ও সন্দিগ্ধ; সুতরাং কৌতুহল ও সন্দেহ প্রযুক্ত তাহারা ক্রমেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর অধিকতর বিরক্ত হইতে থাকে।

টোটা।—সিপাহিদিগের হৃদয় যখন এইরূপে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন প্রাচীন ব্রাউনবেস্ বন্দুকের পরিবর্তে রাইফল্ নামক বন্দুক ব্যবহার করিবার আদেশ প্রচারিত হয়, এবং ঐ বন্দুকের জন্য বসামিশ্রিত টোটা প্রস্তুত হইতে থাকে। টোটা দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে পূরিতে হইত। এই সময়ে জনরব উঠিল, অভিনব টোটা গোরু ও শূকরের চর্বিমিশ্রিত; সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই তুল্যরূপ অস্পৃশ্য। ইঙ্গরেজেরা হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই ধর্ম্ম-নাশের জন্য টোটা ব্যবহার করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন। সিপাহিরা ইহাতে আর স্থির থাকিতে পারিল না; আপনাদের জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

সিপাহি-যুদ্ধের প্রারম্ভ, মে ১৮৫৭।—১৮৫৭ অব্দের ১০ই মে মিরাটের সিপাহিরা দলবদ্ধ হইয়া ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করে। ইউরোপীয়দিগের অনেকে সে সময়ে ইহাদের এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ হইতে রক্ষা পান নাই। মিরাট হইতে সিপাহিরা দিল্লীতে সমবেত হয়। দিল্লীর বৃদ্ধ মোগল সম্রাট পুনর্ব্বার আপনার সাম্রাজ্য প্রাপ্তির আশায় ইহাদের উৎসাহদাতা হন। ক্রমে দিল্লীর মুসলমান অধিবাসীরা ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। ইঙ্গরেজেরা ইহা দেখিয়া, তত্রত্য বারুদাগার উড়াইয়া দেন।

সিপাহি-যুদ্ধের বিস্তার, জুন, ১৮৫৭।—ক্রমে সমস্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, বাঙ্গালা এবং মধ্যভারতবর্ষে সিপাহিযুদ্ধের গতি প্রসারিত হয়। উত্তেজনার তরঙ্গে অধীর হইয়া সিপাহিরা ইউরোপীয় মহিলা এবং ইউরোপীয়

বালকবালিকার প্রাণসংহার করিতে থাকে। ক্রমে ইঙ্গরেজ সৈন্যেরাও সিপাহিদিগের এই অত্যাচারের অনুকরণ করে। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে স্যার্ জন লরেন্সের চেষ্টায় পঞ্জাব রক্ষা পায়। পঞ্জাবের অধিবাসীরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত থাকে।

কাণপুর।—কাণপুর, লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যা, এই তিন স্থানে সিপাহিরা সবিশেষ প্রবল হইয়া উঠে। কাণপুরের সেনানিবাসে বহুসংখ্য সিপাহি-সৈন্য বাস করিয়া থাকে। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী বিঠোরে নানা সাহেব বাস করিতেন। পৈতৃক বৃত্তি বন্ধ হওয়াতে নানা সাহেব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই অসন্তোষপ্রযুক্ত এক্ষণে তিনি ইঙ্গরেজদিগের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হন। নানা সাহেব সিপাহিদিগের অধিনেতা হইয়া আপনাকে মহারাষ্ট্রের পেশবা বলিয়া ঘোষণা করেন। ২৭ এ জুন কাণপুরের ইউরোপীয়েরা নিরাপদে এলাহাবাদে যাইবার আশ্বাস পাইয়া, নানা সাহেবের নিকটে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়, শেষে ইহাদের অনেকেই উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করে। ১২৫টি ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকা নানা সাহেবের বন্দী হয়। নানা সাহেব ইহাদের প্রাণ দণ্ড করেন। ১৫ই জুলাই ইঙ্গরেজসেনানী হাবেলক্ সসৈন্যে কাণপুর উদ্ধারার্থ সমাগত হন। নগর অধিকৃত হয়। নানা সাহেব অযোধ্যা অঞ্চলে পলায়ন করেন।

লক্ষ্ণৌ।—অযোধ্যার সুযোগ্য প্রধান কমিশনর স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সি রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ২রা জুলাই যাবতীয় ইউরোপীয়

এই রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সিপাহিরা রেসিডেন্সি অবরোধ করিয়া গোলাবর্ষণে প্রবৃত্ত হয়। ৪ঠা জুলাই স্যার্ হেন্রি লরেন্স গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। ২৫এ সেপ্টেম্বর ইঙ্গরেজ সৈনাপতি হাবেলক্ এবং আউট্রাম লক্ষ্ণৌস্থিত ইঙ্গরেজ সৈন্যের সাহায্যার্থ উপস্থিত হন। ইঁহারা সিপাহিদিগকে নিরস্ত করিতে সম্যক্ কৃতকার্য্য হন নাই। অবশেষে ১৬ই নবেম্বর স্যার কোলিন ক্যাম্বেল (ইনি পরে লর্ড ক্লাইড নামে প্রসিদ্ধ হন) বিপক্ষদিগকে পরাভূত করেন। অবরুদ্ধ ইঙ্গরেজেরা মুক্তি লাভ করে। ইহার পর ১৮৫৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে লক্ষ্ণৌ সর্ব্বাংশে ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হয়।

দিল্লী।—দিল্লী সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছিল। প্রায় ৩০,০০০ সিপাহি এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। ৮ই জুন ইঙ্গরেজ সৈন্য দিল্লী অবরোধ করে। আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে ইঙ্গরেজ সেনানী নিকল্সন্ সাহেব পঞ্জাব হইতে দিল্লীতে উপনীত হন। ১৪ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ৬ দিন যুদ্ধের পর ইঙ্গরেজ সৈন্য দিল্লী অধিকার করে। নিকলসন্ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। বৃদ্ধ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ বন্দীভূত হইয়া রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হন।

অযোধ্যায় শান্তি-স্থাপন।—দিল্লী অধিকারের পরেও ১৮ মাস কাল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যুদ্ধ ঘটে। রাজভ্রষ্ট নবাব ওয়াজিদ আলীর পদচ্যুত বেগম হজরতমহল ও নানা সাহেবের উত্তেজনায় অযোধ্যার অধিবাসিগণ সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। লর্ড ক্লাইড অযোধ্যায় যুদ্ধ করিয়া, শান্তি স্থাপন করেন। হজরতমহল ও নানা সাহেব নেপালের অভিমুখে

অগ্রসর হন। এই সময়ে নেপালের রাজমন্ত্রী স্যার্ জঙ্গ বাহাদুর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

কুমার সিংহ।—কুমার সিংহ আরা জেলার অন্তঃপাতী জগদীশপুরের জমীদার। ইহার অসাধারণ বাহুবল ছিল। ইনি প্রায়ই মল্লযুদ্ধে এবং মৃগয়ার আমোদে কালাতিপাত করিতেন। সিপাহি-যুদ্ধের সময়ে কুমারসিংহ প্রায় অশীতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজ কর্তৃপক্ষ এই অশীতিপর বৃদ্ধ জমীদারের রাজভক্তির উপর সন্দিহান হন। কুমারসিংহ এজন্য দানাপুরের সিপাহিদিগের অধিনেতা হইয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। তাঁহার ভ্রাতা অমরসিংহ আবাস্থিত ইঙ্গরেজদিগকে বহুল ক্লেশ দিতে ত্রুটি করেন নাই। শেষে আগষ্ট মাসে ইঙ্গরেজ সৈন্য আসিয়া আরা উদ্ধার করে।

লক্ষ্মীবাই।—লর্ড ডালহৌসী ঝাঁসি অধিকার করাতে ঝাঁসির লোকান্তরিত অধিপতি গঙ্গাধর রাওর বিধবা মহিষী লক্ষ্মীবাই সাতিশয় বিরক্ত হন। সিপাহি যুদ্ধের সময়ে লক্ষ্মীবাই ও তাঁতিয়াতোপী মধ্যভারতবর্ষে বিলক্ষণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনার বীরত্বে ইঙ্গরেজ সেনানী স্যার্ হিউ রোজের (অতঃপর লর্ড ষ্ট্রথ্নেয়রণ্) পরাক্রমও পর্য্যুদস্ত হয়। শেষে লক্ষ্মীবাই ১৮৫৮ অব্দের জুন মাসে গোবালিয়রের নিকটে অসাধারণ পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া রণস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, এমন সময়ে একজন সৈনিক পুরুষ তাঁহার গলদেশবিলম্বিত বহুমূল্য হার লোভে অসির আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করে। পরবৎসর তাঁতিয়াতোপী ধরা পড়িয়া নিহত হন। লক্ষ্মীবাই প্রকৃত বীররমণী। ঊনবিংশ

শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইহার ন্যায় বীররমণীর আবির্ভাব হয় নাই। এই বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনার বীরত্বকাহিনী শুনিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়।

সিপাহি-যুদ্ধের অবসান।—মধ্য ভারতবর্ষের যুদ্ধের সহিত সিপাহি যুদ্ধের অবসান হয়। ১৮৫৯ অব্দের জুলাই মাসে দূরদর্শী গবর্ণর জেনেরল লর্ড কানিঙ্গ্ রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন।

সিপাহি যুদ্ধ প্রযুক্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কৃষিকার্য্য না হওয়াতে তথায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়। এই দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্য লোক প্রাণত্যাগ করে।

মহারাণী বিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-ভার-গ্রহণ, ১৮৫৮।—ভারতে ইঙ্গরেজ কোম্পানির অধিকার বিলোপ সিপাহি-যুদ্ধের চরম ফল। ইঙ্গরেজেরা প্রথমে বণিকবেশে আসিয়া ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহাদের অধিকার প্রসারিত হয়, ক্রমে তাঁহারা ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিপতি হইয়া উঠেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিপতি বণিক কোম্পানি ইঙ্গলণ্ডে মহারাণী বিক্টোরিয়ার সামান্য-প্রজার শ্রেণীতে গণ্য ছিলেন। আপনাদের অর্জ্জিত রাজ্য ভোগ করিবার জন্য ইহাদিগকে ১৭৭৩ অব্দ হইতে ১৮৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বার সনন্দ লইতে হয়। প্রজার অর্জ্জিত রাজ্যের উপর রাজার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। এখন মহারাণী বিক্টোরিয়া আপনার প্রজার অর্জ্জিত ভারত সাম্রাজ্যের শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। এসম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট্ মহাসভায় বাদানুবাদ হইতে লাগিল। ডিরে-

ক্টরেরা আপত্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। ১৮৫৮ অব্দে পার্লিয়ামেণ্টে স্থির হইল যে, অতঃপর ইঙ্গলণ্ডের অধীশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়া ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করিবেন। ভারতবর্ষের শাসনজন্য "বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল" এবং "ডিরেক্টর" সভার পরিবর্ত্তে পনর-জন সদস্য লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত হইবে। মহারাণীর এক জন প্রধান অমাত্য এই সমিতির অধ্যক্ষ হইবেন। ইঁহার রাজকীয় উপাধি "ভারতবর্ষের জন্য সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট্" হইবে। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল আপনার প্রাচীন উপাধি ব্যতীত "বাইসরয়" অর্থাৎ রাজ-প্রতিনিধি এই নূতন উপাধি গ্রহণ করিবেন। গবর্ণর জেনেরল এবং বাইসরয়কে ভারত-বর্ষের সেক্রেটরি অব্ ষ্টেটের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। এইরূপে ভারতবর্ষে কোম্পানির রাজত্বের পরিসমাপ্তি হইল। কোম্পানি ভারতবর্ষের শাসন-কার্য্য হইতে অপসারিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সাধারণে ভারতবর্ষকে "কোম্পানির মুলুক" বলিয়াই মনে করিয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রিটিশ রাজশাসনাধীন ভারতবর্ষ।

মহারাণীর ঘোষণা-পত্র, ১লা নবেম্বর, ১৮৫৮।

ভারতের ইঙ্গরেজ-রাজত্বের ইতিহাসে ১৮৫৮ অব্দের ১লা নবেম্বর একটি প্রধান স্মরণীয় দিন। এই দিনে মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতসাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। সমগ্র

ব্রিটিশ ভারতবর্ষ এই দিনে মহারাণীর খাস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দিনে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী আপনার অনুপম মহত্ত্ব ও হিতৈষিতা দেখাইয়া সদয় বাক্যে ভারতবর্ষীয়দিগকে আশ্বস্ত করেন। মহারাণী, ভারতবর্ষীয় ভূপতিগণ, সরদারগণ ও জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করেন, তাহা এই দিনে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে পঠিত হয়। এই স্থলে উক্ত ঘোষণাপত্রের ভাবানুবাদ প্রকাশ করা গেল :—

"আমি বিক্টোরিয়া, জগদীশ্বরের প্রসাদে গ্রেটব্রিটন ও আয়র্লণ্ড, এই উভয় মিলিত রাজ্যের এবং ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকাতে উল্লিখিত মিলিত রাজ্যের যে সকল উপনিবেশ আছে, তৎসমুদয়ের অধীশ্বরী ও ধর্ম্মরক্ষাকারিণী।

"ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশ আমার অধিকারে আছে, এতদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তৎসমুদয় শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে আমি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের উক্ত প্রদেশসমূহের শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি।

"অতএব এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সাধারণকে জানাইতেছি যে, আমি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার পরামর্শে ও সম্মতিক্রমে ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন ভার স্বহস্তে লইলাম। ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের প্রতি আমার এই আদেশ যে, তাহারা প্রজার যথার্থ ধর্ম্ম পালন করিবে, আমার ও আমার উত্তরাধিকারিগণের প্রতি প্রভুভক্তি দেখাইবে, আমি ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিব, তাঁহাদের

প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং তাঁহাদের আদেশানুসারে চলিবে।

"আমাদের বিশ্বস্ত অমাত্য ও প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত চার্লস্ জন্ বাইকৌণ্ট কানিঙ্ বাহাদুরের প্রভু ভক্তি, কর্ম্মদক্ষতা ও সদ্-বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, আমি তাঁহাকে আমার ভারত-সাম্রাজ্যের প্রথম রাইসরয় (রাজপ্রতিনিধি) ও গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলাম। আমি, আমার কোন প্রধান সেক্রেটরি দ্বারা সময়ে সময়ে যে সকল নিয়ম ও যে সকল আদেশ প্রচার করিব, সেই সকল নিয়ম ও আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া, বাইকৌণ্ট ক্যানিঙ্ বাহাদুর ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে যে সকল ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের আপন আপন কার্য্যে বহাল রাখা গেল। কিন্তু ভবিষ্যতে আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে, অথবা যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যাইবে, ঐ সকল কর্ম্মচারীকে বহাল রাখা বা না রাখা, সেই ইচ্ছা ও সেই নিয়ম অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

"এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষের ভূপতিগণকে জানান যাইতেছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাদের সহিত যে সকল সন্ধি ও তাঁহা-দের নিকট যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমি সেই সকল সন্ধি ও সেই সকল প্রতিজ্ঞা পালন করিব; আশা করি, ভারতবর্ষের ভূপতিরাও, আমার ন্যায় সেই সন্ধি ও সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন।

"ভারতবর্ষে এখন আমার যে রাজ্যাধিকার আছে, তাহা

আর বৃদ্ধি করিব না। অন্যে আমার রাজ্য আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিতে ত্রুটি করিব না। যাঁহারা আমাদের পক্ষে আছেন, তাঁহাদিগকেও অপরের রাজ্য আক্রমণ করিতে দিব না। আমি ভারতবর্ষের ভূপতিদিগের অধিকার, পদ ও মর্য্যাদা, নিজের অধিকার, পদ ও মর্য্যাদার মত জ্ঞান করিব। দেশে শান্তি বিরাজিত থাকিলে যেরূপ সুখ ও সৌভাগ্য ঘটিতে পারে, ভারতবর্ষের ভূপতিগণ ও আমার প্রজাবর্গও সেইরূপ সুখে ও সৌভাগ্যে কাল যাপন করিবেন।

"রাজধর্ম্ম পালন জন্য আমি অপরাপর প্রজার নিকটে যেরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের নিকটেও সেইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকিব। সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের প্রসাদে আমি ঐ প্রতিজ্ঞা যথারীতি পালন করিব।

"খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এই ধর্ম্মের আশ্রয় লইলে যে, সুখ ও সন্তোষ জন্মে, তাহাও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। কিন্তু আমি আমার প্রজাবর্গের সম্বন্ধে এই বিশ্বাস অনুসারে কোনও কার্য্য করিব না। আমি প্রকাশ করিতেছি যে, কোন ব্যক্তি তাহার বিশ্বাসমত কোন ধর্ম্মসম্মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অনুগৃহীত, নিগৃহীত, বা উৎপীড়িত হইবে না। সকলেই আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে আপন আপন ধর্ম্ম-সঙ্গত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং সকলেই আমার অধিকারে তুল্যরূপে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইবে। যাঁহারা আমার অধীনে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহাদিগকে আমি এই আদেশ দিতেছি যে, তাঁহারা যেন, আমার কোন প্রজার ধর্ম্মে কোনরূপে হস্তক্ষেপ না করেন।

যিনি হস্তক্ষেপ করিবেন, তিনি আমার যার-পর-নাই বিরাগ-ভাজন ও কোপে পতিত হইবেন।

"আমার প্রজারা, যে জাতি বা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন, আপনাদের বিদ্যা, ক্ষমতা ও সচ্চরিত্রতাবলে গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সকল কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবে, তাহাদিগকে বিনা পক্ষপাতে সেই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে।

"ভারতবর্ষীয়েরা তাহাদের আপন আপন পূর্ব্ব পুরুষ হইতে যে সকল ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, তৎসমুদয়ের উপর তাহাদের যে, কত মায়া ও কত যত্ন জন্মে, তাহা আমি বিশেষরূপে জানি। ঐ সকল ভূসম্পত্তিতে যাহার যেরূপ স্বত্ব ও অধিকার আছে, তাহাকে সেই স্বত্ব ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। কিন্তু তাহাকে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য অংশ যথানিয়মে দিতে হইবে। আইন প্রস্তুত করা ও আইন অনুসারে কার্য্যকরার সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাচীন স্বত্বাধিকার ও প্রাচীন রীতি নীতির উপর দৃষ্টি রাখা যাইবে।

"কতকগুলি দুরাশয় লোক অমূলক জনরব তুলিয়া দিয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগকে প্রতারিত ও রাজ বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করাতে দেশের অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে। আমি এজন্য সাতিশয় দুঃখিত আছি। এই রাজ-বিদ্রোহ নিবারিত হওয়াতে আমাদের প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল লোক প্রতারিত হইয়াছিল, এখন যদি তাহারা পুনরায় প্রজার যথার্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে আমি তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিব, এবং তাহাদের প্রতি দয়া ও সৌজন্য দেখাইব।

"ভারত সাম্রাজ্য নিরুপদ্রব করিবার অভিপ্রায়ে, ইহার

পূর্ব্বে আমার প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল বাইকৌণ্ট ক্যানিঙ্গ একটি প্রদেশের অপরাধীদিগকে মার্জ্জনা করিবার আশা দিয়াছেন। যাহাদের অপরাধ মার্জ্জনার যোগ্য নয়, তাহাদিগকে যে, যথোচিত শাস্তি দেওয়া যাইবে, তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। আমি গবর্ণর জেনেরলের এই কার্য্যের অনুমোদন করিতেছি। অধিকন্তু সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি যে,—

"যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার প্রজাদিগের হত্যা কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহারা ব্যতীত আর সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। এই হত্যাকারীদিগের প্রতি ন্যায়ানুসারে দয়া প্রদর্শিত হইতে পারে না।

"যাহারা জানিয়া শুনিয়া, নিজের ইচ্ছায় হত্যাকারীদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, কিংবা যাহারা রাজবিদ্রোহে কর্তৃত্ব করিয়াছে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না, কিন্তু অন্য উপযুক্ত দণ্ড হইবে। ঐ সকল লোককে যথোপযোগ্য দণ্ড দানের সময়ে বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহারা কি অবস্থায় অন্যের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া রাজবিদ্রোহীদিগকে প্রশ্রয় দিয়াছিল। প্রতারকদিগের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ দেখান যাইবে। এতদ্ব্যতীত, যাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারা যদি আপনাদের গৃহে প্রতিগমন করিয়া শান্তভাবে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করা যাইবে এবং তাহারা যে, অপরাধ করিয়াছিল তাহা আর মনে করা যাইবে না।

"অপরাধ মার্জ্জনা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনসম্বন্ধে যে সকল নিয়ম

উল্লিখিত হইল, যাহারা আগামী ১লা জানুয়ারির পূর্ব্বে সেই সকল নিয়ম পালন করিবে, তাহাদের সকলকেই ক্ষমা করা যাইবে এবং সকলের প্রতিই অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে।

' ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে শান্তি স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষের কৃষি বাণিজ্য-সংক্রান্ত কার্য্যে যথোচিত উৎসাহ দান, সাধারণের উপকারক ও শ্রীবৃদ্ধি সাধক বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন এবং ভারত-বর্ষের প্রজাদের উপকারের উদ্দেশেই ভারত সাম্রাজ্য শাসন করা যাইবে। ভারতবর্ষের প্রজাদের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই আমি আপনাকে প্রবল ও পরাক্রান্ত মনে করিব, প্রজারা সন্তুষ্ট থাকিলেই, আমি আপনাকে নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ ভাবিব এবং প্রজারা সন্তুষ্ট হইয়া, যে কৃতজ্ঞতা ও রাজ ভক্তি দেখাইবে, তাহাই আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিব। পরিশেষে প্রার্থনা এই, প্রজাদের মঙ্গলার্থে এই সকল সঙ্কল্প যাহাতে আমি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর আমাকে ও আমার অধীনে যাঁহারা রাজ্য শাসন করিবেন, তাঁহাদিগকে সেরূপ ক্ষমতা সমর্পণ করুন।''

এই ঘোষণাপত্রে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। সকলেই ভাবিল, মহারাণী ইঙ্গলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং ভারতসাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, এখন তাঁহার রাজ্যে সকল উপযুক্ত লোকেই জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযোজিত হইতে পারিবে। সকলেই আপনাদের ধর্ম্ম ও চিরাগত আচার ব্যবহার অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। যাহারা সিপাহি-যুদ্ধের সময়ে হত্যা কার্য্যে লিপ্ত হয় নাই, তাহারা মহারাণীর রাজ্যে নিরাপদে বাস করিতে পারিবে। ভারত-

বর্ষের ভূপতিগণ নিরাপদে আপনাদের রাজ্যশাসন ও ঔরস পুত্রের অভাবে যথানিয়মে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন। এবিষয়ে তাঁহাদিগকে কোন প্রকার বাধা দেওয়া হইবে না।

সিপাহি-যুদ্ধের সময়ে বিচক্ষণ লর্ড কানিঙ্গ্ সাতিশয় ধীর-ভাবে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধীরতা ও সদ্‌বিবেচনা প্রযুক্তই সিপাহি-যুদ্ধের অবসান এবং রাজ্যে সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হয়। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে অনেক ইঙ্গরেজ ভারতীয় প্রজাদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিলেন। লর্ড কানিঙ্গের ন্যায় দূরদর্শী ব্যক্তি এই সময়ে গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে, বোধ হয়, নিরীহ জনসাধারণের শোণিতে ভারতবর্ষ রঞ্জিত হইত। ঐ সকল ইঙ্গরেজ তখন মাহাত্মা লর্ড কানিঙ্গকে "দয়ার সাগর কানিঙ্গ্" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন উক্ত বিদ্রূপ-বাক্য লর্ড কানিঙ্গের সম্মানসূচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দয়ার-সাগর কানিঙ্গ্ রাজ-প্রতিনিধি হইয়া মহারাণীর ঘোষণা-পত্র প্রকাশ করিলেন। ১৮৫৮ অব্দে ১লা নবেম্বর এলাহাবাদে মহাসমারোহে একটি দরবার হইল। এই দরবারে মহারাণীর ঘোষণাপত্র পঠিত হইল। অতঃপর লর্ড কানিঙ্গ্ এই ভাবে বিজ্ঞাপন-পত্র প্রকাশ করিলেন :—

"শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ইঙ্গলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষের ব্রিটিশাধিকারের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করাতে গবর্ণর জেনেরল এতদ্দ্বারা সাধারণকে জানাইতেছেন যে, অদ্য হইতে ভারতবর্ষের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য মহারাণীর নামে সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

"সমুদয় জাতির ও সমুদয় শ্রেণীর যে সকল লোক ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন আছে, তাহারা অদ্য হইতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে।

"শ্রীশ্রীমতী মহারাণী আপনার ঘোষণাপত্রে যে সকল সঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল সঙ্কল্প যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য গবর্ণর জেনেরল, সকলকেই সর্ব্বান্তঃকরণে ও আপনাদের ক্ষমতানুসারে যথোচিত সাহায্য করিতে আহ্বান করিতেছেন।

"শ্রীশ্রীমতী মহারাণী তাঁহার বহুসংখ্য ভারতবর্ষীয় প্রজার বিশ্বস্ততা ও প্রভু ভক্তির উপর নির্ভর করিয়া সদয়ভাবে ও হিতৈষিতার সহিত যে সকল বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গবর্ণর জেনেরল আশা করেন, প্রজারা সকল সময়েই তৎসমুদয় পালন করিবেন।"

এই ঘোষণা পত্র সকলেরই অনুমোদিত হইল। সকলেই মহারাণীর রাজ্যে নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পারিবে বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। লর্ড কানিঙ্ ১৮৫৯ অব্দের ৮ই জুলাই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন এবং পরবর্ত্তী শীতকালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাইয়া, মিত্র রাজগণকে যথোচিত আপ্যায়িত করিয়া তুলিলেন। এই সময়ে "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধির সৃষ্টি হয় এবং মহারাণীর মিত্ররাজগণ এই অভিনব উপাধিতে ভূষিত হন।

আইন প্রভৃতির সংস্করণ।—লর্ড কানিঙ্গের সময়ে পূর্ব্বতন আইন সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হয়। ১৮৩৭ অব্দে মেকলে

সাহেব যে দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেন, তাহা ১৮৬০ অব্দে বিধিবদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি ও রাজস্ব-সংক্রান্ত ১০ আইন প্রচারিত হয়। লর্ড ক্যানিঙ্গের শাসনকালে উইলসন্ সাহেব রাজস্ব-সচিব হইয়া এ দেশে আইসেন। সিপাহি-যুদ্ধপ্রযুক্ত অনেক ব্যয় হইয়াছিল। প্রায় ৪ কোটী টাকা ঋণ হয়। উইলসন্ সাহেব এজন্য "ইন্‌কম্ টাক্স" অর্থাৎ আয়-কর স্থাপন করেন। ইহা ভিন্ন লর্ড কানিঙ্গের সময়ে গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সিলে এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইর গবর্ণরের কৌন্সিলে ইউরোপীয় কিংবা ভারতবর্ষীয় বে-সরকারী সদস্য নিয়োগ করিবার নিয়ম হয়।

লর্ড এলগিন্, ১৮৬২-১৮৬৩।

১৮৬২ অব্দের মার্চ্চ মাসে লর্ড কানিঙ্গ্ স্বদেশে যাত্রা করেন। এল্‌গিন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ও রাজ-প্রতিনিধি হন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারেন নাই। ১৮৬৩ অব্দে হৈমবত প্রদেশের ধর্ম্মশালা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে এক একটি সদর আদালত ও এক একটি সুপ্রীম কোর্ট ছিল। সদর আদালতে কোম্পানির প্রজাদের আপীল এবং সুপ্রীম কোর্টে মহারাণীর ইঙ্গরেজ প্রজাদের বিচার হইত। যখন মহারাণী স্বহস্তে ভারতবর্ষের শাসন-ভার গ্রহণ করেন, তখন সকলেই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মহারাণীর প্রজা হওয়াতে, ১৮৬২ অব্দে উক্ত উভয় আদালত একত্র করিবার জন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। লর্ড কানিঙ্গ্ এ বিষয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যান। লর্ড

এলগিনের সময়ে অর্থাৎ ১৮৬২ অব্দের জুলাই মাসে উক্ত তিন প্রধান নগরের সদর আদালত ও সুপ্রীম কোর্ট একত্র হইয়া হাইকোর্ট নামে প্রসিদ্ধ হয়। লর্ড এলগিনের সময়ে সিন্ধু নদের পশ্চিম তটে সিতানা নামক স্থানে একটি যুদ্ধ ঘটে।

লর্ড লরেন্স, ১৮৬৪-১৮৬৯।

লর্ড এলগিনের মৃত্যুর পর, মান্দ্রাজের গবর্ণর স্যার উইলিয়ম ডেনিসন কিছুদিন গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন। তৎপরে পঞ্জাবের পূর্ব্বতন প্রধান কমিশনর, স্যার হেন্‌রি লরেন্সের সহোদর স্যার জন লরেন্স ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ও রাজপ্রতিনিধি হন। ইঁহার সময়ে ভুটানে যুদ্ধ ঘটে। দুয়ার প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকার ভুক্ত হয় (১৮৬৪)। ১৮৬৬ অব্দে উড়িষ্যার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্য লোক প্রাণত্যাগ করে। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেব এই দুর্ভিক্ষ নিবারণে যত্নশীল হন নাই। এই সময়ে মহীশূরের অধিপতি পার্লিয়ামেণ্ট সভা হইতে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। কাবুলের সিংহাসন লইয়া দোস্ত মহম্মদের সন্তানগণের মধ্যে বিবাদ ঘটে। অবশেষে শের আলী কাবুলের আমীর হন। ১৮৬৯ অব্দে স্যার জন লরেন্স স্বদেশে যাত্রা করেন, এবং সেখানে যাইয়া লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন।

লর্ড মেয়ো, ১৮৬৯-১৮৭২।

স্যার জন লরেন্সের পর লর্ড মেয়ো গবর্ণর জেনেরল ও রাজপ্রতিনিধি হন। ১৮৬৯ অব্দে লর্ড মেয়ো অম্বালার দরবারে

কাবুলের আমীর শের আলীর সম্বর্দ্ধনা করেন এবং তাঁহাকে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হন। রুশীয়েরা আমীরের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে না পারে, এই জন্য গবর্ণর জেনেরলকে, উক্ত দরবারে আমীরের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে (১৮৬৯-১৮৭০) মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরা ভারতবর্ষ-পরিদর্শনে আইসেন। লর্ড মেয়ো কর্ত্তৃক কৃষি-বিভাগ স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি গবর্ণমেণ্টের খাস রেলওয়ের (ষ্টেট রেলওয়ের) সূত্রপাত করেন এবং স্থানে স্থানে স্থানে রাস্তা ও খালের কার্য্য করিতে অনুমতি দেন। লর্ড মেয়ো উচ্চতর ইঙ্গরেজী শিক্ষার ব্যয় সঙ্কোচ করিবার ইচ্ছা করাতে অনেকে তাঁহার প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন করেন। এজন্য তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

পূর্ব্বে বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ হইতে যত টাকা আয় হইত, সমস্তই এক তহবিল-ভুক্ত হইয়া গবর্ণরজেনেরলের হাতে থাকিত। ইহার পর যে প্রদেশের জন্য যত টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন হইত, তাহা গবর্ণর জেনেরলকে জানাইলে গবর্ণর জেনেরল উক্ত তহবিল হইতে সেই টাকা দিবার আদেশ দিতেন। এই নিয়ম থাকাতে রাজস্ব সচিবকে অনেক হিসাবপত্র রাখিতে হইত, সুতরাং তাঁহার কার্য্য বাড়িয়া উঠিত। অধিকন্তু এক প্রদেশের রাজস্ব অপর প্রদেশে ব্যয় হইয়া যাইত। প্রদেশীয় শাসন-কর্ত্তারা দেখিতেন যে, তাঁহাদের শাসনাধীন প্রদেশের আয় বৃদ্ধি হইলেও সমস্ত টাকাই সরকারী তহবিলে যাইবে, হয়ত ঐ টাকা অপর প্রদেশের জন্য ব্যয় হইবে, সুতরাং

তাঁহারা আপন আপন প্রদেশের আয় বাড়াইবার ও ব্যয় কমাইবার চেষ্টা না করিয়া কেবল সরকারী তহবিল হইতেই অধিক পরিমাণে টাকা আনিবার চেষ্টা করিতেন। লর্ড মেয়ো এই সকল গোলযোগ দেখিয়া স্থির করেন যে, রাজ্যের সমস্ত আয় এক তহবিলেই না রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যত টাকা আয় হইবে, তাহা হইতে রাজকীয় ধনাগারের জন্য নির্দ্দিষ্ট টাকা লইয়া, অবশিষ্ট টাকা সেই সেই প্রদেশর উন্নতি কল্পে ব্যয় করিবার জন্য প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদের হাতে রাখা হইবে। রাজস্বের এই স্বতন্ত্রীকরণপ্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছে। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা আপন আপন ইচ্ছামত শাসনাধীন প্রদেশের আয়ের টাকা ব্যয় করিবার অধিকার পাওয়াতে সেই সেই প্রদেশের আয় বৃদ্ধি করিবার ও ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন (১৮৭১)।

১৮৭২ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত পোর্টব্লেয়ারে শের আলী নামক একজন মুসলমান লর্ড মেয়োকে হত্যা করে।

লর্ড নর্থব্রুক, ১৮৭২-১৮৭৬।

লর্ড মেয়োর হত্যার সংবাদ কলিকাতায় পহুঁছিলে কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যার জন ষ্ট্রেচী ৯ই ফেব্রুয়ারি হইতে ২৪এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এবং তৎপরে মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড নেপিয়ার ২৪এ ফেব্রুয়ারি হইতে ২রা মে পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন। অনন্তর লর্ড নর্থব্রুকের হস্তে ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড সমর্পিত হয়। লর্ড নর্থব্রুক উচ্চতর ইঙ্গরেজী

শিক্ষার পরিপোষক হন এবং প্রজাদের কর-ভারের লাঘব করেন। ১৮৭৪ অব্দে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ হয়। লর্ড নর্থব্রুক এই দুর্ভিক্ষনিবারণে বিশেষ যত্নবান্ হন। ১৮৭৫ অব্দে বরদার গাইকবাড় মহ্লার রাও তাঁহার দরবারের ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে বিষ-প্রয়োগে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করার অপরাধে পদচ্যুত হইলে লর্ড নর্থব্রুক ভূতপূর্ব্ব গাইকবাড় খন্দরাওর বিধবা পত্নী যমুনা বাইকে পোষ্য পুত্র লইতে অনুমতি দেন। তদনুসারে যমুনাবাইর পোষ্য পুত্র শিবজীরাও বরদার গদির অধিকারী হন। আসাম প্রদেশ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একজন প্রধান কমিশনরের হস্তে সমর্পিত হন। লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে (১৮৭৫-১৮৭৬) মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ ভারতবর্ষে আইসেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরসমূহ দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হন। এই সময়ে ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদের রাজভক্তির একশেষ দেখাইয়াছিল।

লর্ড লিটন্, ১৮৭৬-১৮৮০।

লর্ড নর্থব্রুকের পর লর্ড লিটন্ ভারতবর্ষের শাসনভারগ্রহণ করেন। তিনি উদার রাজনীতির পরিপোষক ছিলেন না। এজন্য তাঁহার সময়ে (১৮৭৮, ১৪ই মার্চ্চ) কেবল এতদ্দেশীয় ভাষার পুস্তক ও সংবাদপত্রাদির সম্বন্ধে ৯ আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের মর্ম্ম এই :—ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ভারতবর্ষীয় ভাষার কোন সংবাদপত্র, পুস্তক বা কাগজাদিতে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাধারণের অভক্তি জন্মাইবার, সাধারণ-শান্তি নষ্ট করিবার,

কিংবা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর কোন কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত কোন কথা, দৃশ্য, বা ছবি থাকিলে, যে ছাপাখানায় ঐ সংবাদপত্র, পুস্তক ও কাগজাদি ছাপা হয়, তাহার সমস্ত সরঞ্জাম গবর্ণমেণ্টের পক্ষে জব্দ হইবে। এতদ্দেশীয় সমস্ত সংবাদপত্রের মুদ্রাকর (প্রিণ্টর) ও প্রকাশককে জেলার মাজিষ্ট্রেট্ কিংবা রাজধানীর পুলিশ-কমিশনের নিকটে উপস্থিত হইয়া, নিয়মিত টাকা গচ্ছিত রাখিয়া, এক এক খানি প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে। ঐ সকল সংবাদপত্রের কোন খানিতে রাজ-ভক্তির বিরুদ্ধে, সাধারণ শান্তির বিরুদ্ধে, অথবা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের শাসন-কার্য্যের বিরুদ্ধে, কোন কথা লেখা হইলে, সেই সংবাদ পত্রের মুদ্রাকর (প্রিণ্টর) ও প্রকাশক, জেলার মাজিষ্ট্রেট্ অথবা পুলিশের কমিশনরের নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে।” ইহাতে প্রকারান্তরে এতদ্দেশীয় ভাষায় যে মুদ্রণ-স্বাধীনতা ছিল, তাহার উচ্ছেদ হইয়া যায়। ১৮৭৭ অব্দের ১লা জানুয়ারি লর্ড লিটন্ মোগল সম্রাটের রাজধানী দিল্লীতে একটি সমৃদ্ধ দরবার করিয়া ভারতবর্ষের রাজগণের সমক্ষে ঘোষণা করেন যে, মহারাণী বিক্টোরিয়া “ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী” উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। এই রূপে ইঙ্গলণ্ডের মহারাণী “ভারতবর্ষের অধীশ্বরী” উপাধি ধারণ করেন। যখন দিল্লীতে এই রূপ আড়ম্বর হইতে থাকে, তখন দক্ষিণ ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়। অবিলম্বে মান্দ্রাজ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি বিকাশ পায়। প্রতিদিন বহুসংখ্য লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে।

লর্ড লিটন্ শেষে এই দুর্ভিক্ষনিবারণের অনেক চেষ্টা করেন। অনেক অর্থ ব্যয় হয়। তথাপি সে সময়ে মৃত্যু সংখ্যা ন্যূন হয় নাই। এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের আক্রমণে ৫০০ লক্ষেরও অধিক লোক প্রাণত্যাগ করে।

আফগানিস্তানের ঘটনা, ১৮৭৮-১৮৮০।—১৮৬৯ অব্দে অম্বালার দরবারে লর্ড মেয়ো আমীর শের আলীর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ অব্দে লর্ড লিটন্ শের আলীর প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করেন যে, তিনি রুশীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। রুশীয় দূত তাঁহার দরবারে সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ দূতকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। এজন্য গবর্ণর জেনেরল শের আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইঙ্গরেজ সৈন্য খাইবার, কুরম ও বোলান, এই তিনটি গিরিবর্ত্ম দিয়া আফগানিস্তানে অগ্রসর হয়। শের আলী তুর্কিস্তানে পলায়ন করেন। সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পুত্র য়াকুবখাঁর সহিত গণ্ডামক নামক স্থানে সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধি অনুসারে য়াকুব খাঁ স্বীয় রাজধানী কাবুলে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট রাখিতে সম্মত হন। কিন্তু সন্ধিস্থাপনের পর, কয়েক মাসের মধ্যেই নগরবাসিগণ কর্তৃক কাবুলের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট স্যার লুই কাবানরি সহযোগিদিগের সহিত নৃশংসরূপে নিহত হন। সুতরাং দ্বিতীয় বার যুদ্ধের আয়োজন হয়। এবার য়াকুব খাঁ কাবুলের সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হন এবং ইঙ্গরেজদিগের বন্দী হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন। কাবুল ও কান্দাহার ইঙ্গরেজসৈন্যের অধিকারে থাকে। আফগানেরা ইহাতে নিরস্ত হয় নাই।

তাহারা সকলে সমবেত হইয়া কাবুলের ইঙ্গরেজ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু শেষে ইঙ্গরেজ সেনানী স্যার ফ্রেডরিক রবর্টস কর্তৃক তাড়িত হয়।

মার্কুইস অব্ রিপন, ১৮৮০-১৮৮৪।

আফগানিস্তানে এইরূপ গোলযোগের সময়ে ইঙ্গলণ্ডের মন্ত্রি-সমাজের পরিবর্ত্তন হয়। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তে উদার-নীতিক দল রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লর্ড লিটন্‌ও পদত্যাগ করেন। ১৮৮০ অব্দের এপ্রেল মাসে মার্কুইস অব্ রিপন্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ও রাজ-প্রতিনিধি হন। ইহার মধ্যে যাকুব খাঁর ভ্রাতা য়ায়ুব খাঁ কর্তৃক ইঙ্গরেজ সৈন্য পরাজিত হয়। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই ইঙ্গরেজ সেনাপতি স্যার ফ্রেডরিক রবর্টস কাবুল হইতে কান্দা-হারে যাত্রা করেন। ১৮৮০ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বর য়ায়ুব খাঁর সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। লর্ড রিপন্ আবদুল রহমন খাঁকে কাবুলের সিংহাসন সমর্পণ করেন। ইঙ্গরেজ সৈন্য কাবুল হইতে প্রত্যাগত হয়। কান্দাহারে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহারাও ১৮৮১ অব্দের মার্চ্চ মাসে কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আইসে।

লর্ড রিপন্ উদার নীতির অনুসরণ করিয়া, রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহার শাসনকালে এই কয়েকটি প্রধান ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। লর্ড লিটন্ একদেশীয় ভাষায় মুদ্রণ-স্বাধীনতার সম্বন্ধে যে আইন বিধিবদ্ধ করেন, সে আইনের উচ্ছেদ হয়। সাধারণ শিক্ষার উৎকর্ষসাধন জন্য একটি শিক্ষা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত

হয়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অনেকগুলি কৃতবিদ্য ভারতবর্ষীয় ও ইঙ্গরেজকে এই শিক্ষাসমিতির সভ্যের পদে নিযুক্ত করা হয়। সমিতি শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়া আপনাদের বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় আপনাদের শাসন কার্য্যের কোন কোন অংশ আপনারা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তজ্জন্য আত্মশাসন-প্রণালীর সূত্রপাত হয়। ১৮৮২ অব্দে লর্ড রিপনের রাজস্ব সচিব স্যার ইবেলিন বেরিং তুলজাত দ্রব্যের আমদানী শুল্ক রহিত করেন। দুঃখের বিষয়, এই বিখ্যাত রাজস্ব সচিব ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া মিশরে যাইয়া একটি প্রধান কার্য্যের ভারগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ানেরা ইঙ্গরেজ সিবিলিয়ানদিগের ন্যায় যাহাতে ইউরোপীয় অপরাধীদের ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন, তজ্জন্য ব্যবস্থা সচিব শ্রীযুত ইলবর্ট সাহেব একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ইঙ্গরেজ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। শেষে প্রস্তাবিত আইন অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত ও সঙ্কীর্ণ হইয়া ১৮৮৪ অব্দের প্রারম্ভে বিধিবদ্ধ হয়। যে সকল ভারতবর্ষীয়, সেসন জজ্ কিংবা জেলার মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন, এই নূতন আইন অনুসারে তাঁহারাই কেবল ইউরোপীয় অপরাধীদের ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন। ইউরোপীয় অপরাধিগণ জুরী দ্বারা আপনাদের বিচার হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবে। এই জুরীর অন্যূন অর্দ্ধেক ইউরোপীয় ও আমেরিকা-বাসী ব্যক্তি হইবেন। এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষ কোন লাভ হয় নাই বটে,

কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট গুরুতর গণ্ডগোল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

হয়দরাবাদের নিজাম বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াতে ১৮৮৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে সদাশয় লর্ড রিপণ্ স্বয়ং হয়দরাবাদে যাইয়া নিজামকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এখন হয়দরাবাদের শাসন ভার নিজামের হস্তে আসিয়াছে।

লর্ড রিপণ্ সর্ব্বাংশে আদর্শ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি মহারাণীর ঘোষণাপত্র অনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করেন। সকলের প্রতি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সুবিচার হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি লবণের শুল্ক হ্রাস করেন, এজন্য গরীব দুঃখীরা সস্তা দরে লবণ পাইতেছে। তাঁহার আমলে খাসমহলের সুবন্দোবস্ত হয়। পূর্ব্বে ত্রিশ বৎসর অন্তর খাসমহলের বন্দোবস্ত হইত। গবর্ণমেণ্ট প্রতি বন্দোবস্তের সময়ে প্রজার ভূমি জরিপ ও ঐ ভূমির খাজানা বৃদ্ধি করিতেন। লর্ড রিপণ্ নিয়ম করেন যে, দুই একটি নির্দ্দিষ্ট কারণ ব্যতীত খাসমহলের বন্দোবস্তের সময়ে গবর্ণমেণ্ট প্রজার জমী জরিপ বা খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। ইহাতে প্রজাসাধারণে বিশেষ উপকার হইয়াছে। এতদ্দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হয়, এজন্য লর্ড রিপণ্ এতদ্দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি গবর্ণমেণ্টের আফিসে লইবার অনুমতি দেন। কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার্ রিচার্ড গার্থ তিন মাসের বিদায় লইলে লর্ড রিপণ্ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্রকে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেন। অনুদারপ্রকৃতি ইংরেজসম্প্রদায় এজন্য অসন্তোষ প্রকাশ করিলেও তিনি কর্ত্তব্যবিমুখ হন নাই।

১৮৮৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে সদাশয় লর্ড রিপন্ ভারতবর্ষের শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন। এই সময়ে ভারতের সমুদয় শ্রেণীর, সমুদয় জাতির লোক সম্মিলিত হইয়া ইঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কোন গবর্ণর জেনেরল স্বদেশে গমনের সময়ে, প্রজাসাধারণের নিকটে, ইঁহার ন্যায় আদর বা অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন নাই। মহারাণীর পুত্রদ্বয়ের আগমনে ভারতবর্ষীয়গণ যেরূপ রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছিল, লর্ড রিপনের স্বদেশযাত্রার সময়েও সমগ্র ভারতের অধিবাসী কৃতজ্ঞতা ও আহ্লাদের আবেশে সেইরূপ রাজভক্তির একশেষ দেখাইয়াছিল।

লর্ড ডফরিণ।

লর্ড রিপনের পর লর্ড ডফরিণ ১৮৮৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতের শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে আত্মশাসন প্রণালীর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি জেলায় এক একটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও প্রধান প্রধান মহকুমার এক একটি লোকাল বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মরাজ থিব রত্নাগিরিতে বন্দিভাবে রহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মধ্য এশিয়াতে রুশীয়দিগের অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ ও সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য ব্যয়বাহুল্য হওয়াতে লবণের শুল্ক বর্দ্ধিত ও আয়কর স্থাপিত হইয়াছে।

উপসংহার।

ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজরাজত্বের ইতিহাস সংক্ষেপ লিখিত হইল। ইঙ্গরেজেরা ভারতবর্ষে কি ভাবে উপনীত হন, কিরূপে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করেন, শেষে কিরূপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়া উঠেন, তাহা উপস্থিত গ্রন্থপাঠে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইঙ্গরেজেরা কেবল আপনাদের বাহুবলে ভারতবর্ষ অধিকার করেন নাই। ভারত-বর্ষীয়েরা সাহায্য না করিলে, ভারতবর্ষে এত অল্প সময়ের মধ্যে ইঙ্গরেজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হইত না। যে পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা লর্ড ক্লাইবের পদানত হয়, লর্ড ক্লাইব প্রধানতঃ সিপাহিদিগের পরাক্রমেই সেই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার প্রধান প্রধান লোকে এই সময়ে লর্ড ক্লাইবকে বিশেষ সহায়তা করেন। ইঁহাদের সাহায্য না পাইলে বোধ হয়, লর্ড ক্লাইব এত সহজে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিতে সমর্থ হইতেন না। যে সৈন্যদলের পরাক্রমে ভারতবর্ষ অধিকৃত হয়, তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র ইঙ্গ-রেজের সৈন্য ছিল; অবশিষ্ট চারি ভাগ ভারতবর্ষীয় সৈন্য। সুতরাং ইঙ্গরেজেরা প্রধানতঃ ভারতবর্ষীয় সৈন্যের বাহুবলে ও যুদ্ধ-কৌশলেই ভারতবর্ষ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইঙ্গরেজেরা যখন ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, তখন ভারতবর্ষ এক প্রকার অরাজক অবস্থায় ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, মোগল সাম্রাজ্যের শক্তির আর

বিকাশ দেখা যায় নাই, পানিপথের শেষ যুদ্ধের পর, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদের প্রাধান্যস্থাপনে সমর্থ হয় নাই, প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর, বীর্য্যবন্ত রাজপুতেরা আর আপনাদের বীরত্ব ও স্বাধীনতার গৌরব বর্দ্ধিত করিতে পারেন নাই। দক্ষিণাপথে ও বাঙ্গালার স্থানে স্থানে যখন ইঙ্গরেজ বণিকদিগের কুঠী স্থাপিত হইতে থাকে, তখন প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা মোগল সম্রাটের অধীনতা-পাশ হইতে আপনাদিগকে বিমুক্ত করিতে ব্যস্ত ছিলেন, এই অন্তর্বিপ্লবের সময়ে ইঙ্গরেজেরা ভারতবর্ষীয়-দিগের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল করেন।

ইঙ্গরেজ অধিকারে ভারতবর্ষের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা অনেক নূতন বিষয় শিখিতেছে। অনেক নূতন বিষয় প্রবর্ত্তিত হওয়াতে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমে ভাল হইয়া উঠিতেছে। চারি দিকে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ হওয়াতে সকল স্থানে যাতায়াতের ও সকল স্থানে সংবাদ প্রেরণের বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছে। মুসলমানদের শাসন-কালে এরূপ সুবিধা ছিল না। তখন চোর ডাকাইতের বিশেষ প্রদুর্ভাব ছিল। কোন দূরতর স্থানে যাইতে হইলে জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত। শিশুহত্যা, গঙ্গাসাগরে শিশুসন্তাননিক্ষেপ, নরবলি, সতীদাহ প্রভৃতি কতকগুলি কুপ্রথা ইঙ্গরেজের অধিকারে উঠিয়া গিয়াছে। ইঙ্গরেজের অধিকারে কাহারও কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হয় না। মহারাণী বিক্টোরিয়া যখন ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রধান রাজপুরুষদিগকে এ বিষয়ে সাবধান

করিয়া দিয়াছেন। এখন মহারাণীর অধিকারে সকলেই নির্ব্বিবাদে আপন আপন ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতেছে, সকলেই তুল্যরূপে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইতেছে। মুসলমানের অধিকারে অনেককে ধর্ম্মসম্বন্ধে নিগৃহীত ও উৎপীড়িত হইতে হইত। রাজ্যে চোর ডাকাইত-দমন ও সুখ-শান্তিস্থাপন ব্যতীত এখন শাসন প্রণালীর বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এখন শাসনকর্ত্তা পরিবর্ত্তিত হইলেও শাসন-সংক্রান্ত কার্য্যে গোলযোগ ঘটে না। সকল বিষয়ই সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাশিক্ষার-বিস্তার করিয়া দেশের বিস্তর উপকার করিয়াছেন। সিপাহি-যুদ্ধের সময়ে যখন চারিদিকে প্রলয়কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়, অবিচ্ছেদে নর-শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে দেশে উচ্চ শিক্ষার আদর ও গৌরব বাড়িয়াছে। অনেকে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে শিক্ষিত হইতেছেন। দেশের সর্ব্বত্র মধ্য শ্রেণীর ও নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছে। লর্ড মেটকাফ মুদ্রণ-স্বাধীনতা সমর্পণ করাতে ভাল ভাল গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, এতদ্দেশীয় ভাষা ক্রমে উন্নত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, সংবাদপত্র প্রভৃতির দ্বারা দেশের বিস্তর উপকার সাধিত হইতেছে। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার উৎকর্ষ-সাধন ও মুদ্রণ-স্বাধীনতা দান করিয়া ভারতবর্ষে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

ইঙ্গরেজরাজত্বে ভারতবর্ষের এইরূপ অনেক বিষয়ে উন্নতি

ও অনেক বিষয়ে সুখসৌভাগ্যের বৃদ্ধি হইলেও ভারতবর্ষীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রধান প্রধান রাজকীয় পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। এ অংশে মুসলমানেরা যেরূপ সমদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট সেরূপ সমদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। মুসলমান-রাজত্বে ভারতবর্ষীয়েরা প্রধান সেনাপতি ও প্রধান রাজমন্ত্রী ছিলেন। রাজা তোড়রমল ও মহারাজ মানসিংহ এক সময়ে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী করেন। নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পদচ্যুতি-সময়ে মোহনলাল প্রধান সেনাপতি, রাজা রায়দুর্লভ কোষাধ্যক্ষ ও রাজা রামনারায়ণ পাটনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইঙ্গরেজ আমলে এ সুন্দর দৃশ্য দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না। এখন ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রধান প্রধান পদ দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু সে চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হইতেছে না।

ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী।

ভারতবর্ষ যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন ছিল, তখন গবর্ণর জেনেরল ভারতবর্ষের শাসন-সম্বন্ধে ডিরেক্টরসভার নিকটে দায়ী ছিলেন। ডিরেক্টর-সভা আবার এক দিকে আপনাদের অংশীদার অর্থাৎ কোর্ট অব প্রোপ্রাইটরের নিকটে আপনাদের কার্য্যের জন্য দায়ী থাকিতেন এবং অপর দিকে বোর্ড অব কণ্ট্রোল দ্বারা ইঙ্গলণ্ডের ভূপতি ও পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নিকটে আপনাদের কার্য্যের জবাবদিহি করিতেন। শেষে ১৮৫৮ অব্দে যখন কোম্পানির রাজত্বের অবসান হয়, মহারাণী বিক্টো-

রিয়া যখন স্বহস্তে ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন, তখন কোর্ট অব্ ডিরেক্টর, কোর্ট অব্ প্রোপ্রাইটর ও বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের পরিবর্ত্তে এক জন ষ্টেট সেক্রেটরি (সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট) নিযুক্ত হন। তাঁহার সহায়তার জন্য একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে সভ্যেরা যাবজ্জীবন এই সভায় থাকিতে পারিতেন, এখন ইঁহাদিগকে দশ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করা হয়। বিশেষ প্রয়োজন হইলে ইঁহারা আর পাঁচ বৎসরও এই কার্য্য করিতে পারেন। এই সভার অধিকাংশ সভ্যের মত লইয়া সেক্রেটরি অব্ ষ্টেটকে ভারতবর্ষসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করিতে হয়। সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট ইঙ্গলণ্ডের মন্ত্রি-সভার এক জন সভ্য। সুতরাং ইঙ্গলণ্ডের মন্ত্রি সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও অবসর গ্রহণ করিতে হয়*। গবর্ণর জেনেরল ইঙ্গলণ্ডের ভূপতি-কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন। সাধারণত তাঁহাকে পাঁচ বৎসর মাত্র কার্য্য করিতে হয়।

* ইঙ্গলণ্ডের শাসন-প্রণালী অতি বিচিত্র। মহারাণী বিক্টোরিয়া ইঙ্গলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও ওয়েল্‌সের অধীশ্বরী। কিন্তু রাজ্য-শাসনে তাঁহার কোন হাত নাই। মন্ত্রিগণ মহারাণীর নামে রাজ্য শাসন করেন। মন্ত্রী নিয়োগ করা প্রজাদের অভিমতির উপর নির্ভর করে। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় দুইটি ভাগ আছে; একটি 'হাউস অব লর্ডস' অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সভা, অপরটি "হাউস্ অব্ কমন্স' অর্থাৎ সাধারণ প্রজাগণের সভা। প্রজাগণ এই সভায় আপন আপন প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ইঙ্গলণ্ডে প্রধানতঃ দুইটি রাজনৈতিক দল আছে। একটি 'কন্সারবেটিব' অর্থাৎ 'রক্ষণশীল' অপরটি 'লিবারেল' অর্থাৎ উন্নতিশীল। সভায় যে বার যে দলের লোক অধিক হয়, সেই বার সেই দলের অধিনায়ক ইঙ্গলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন এবং সেই দলের অপরাপর ব্যক্তি শাসন-সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন। সুতরাং ইঙ্গলণ্ডের মন্ত্রি-সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন, এই উভয় দলের জয়পরাজয়ের উপর নির্ভর করে।

গবর্ণরজেনেরল-ইন্-কৌন্সিল।—গবর্ণরজেনেরলের সহকারিতার জন্য একটি কৌন্সিল অর্থাৎ সভা আছে। গবর্ণর-জেনেরলকে এই সভার মত লইয়া সমুদয় কার্য্য করিতে হয়। এজন্য মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনেরলের নামে সন্ধিবিগ্রহাদি যাবতীয় গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনেরলকে ইঙ্গরেজীতে "গবর্ণর-জেনেরল ইন্ কৌন্সিল" বলে। সাধারণের উন্নতি-সাধন, রাজ্যের সুখশান্তির বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবর্ণরজেনেরল, কৌন্সিলের মত অপেক্ষা না করিয়াও কার্য্য করিতে পারেন। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর-জেনেরলকে সেক্রেটরি অব্ ষ্টেটের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়। গবর্ণরজেনেরলের কৌন্সিল দুই ভাগে বিভক্ত :—

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা।—প্রথম ভাগের নাম "এক-জিকিউটিব কৌন্সিল" অর্থাৎ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা। ইহাতে ছয় জন সদস্য আছেন। ইহারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী। ইহাদের এক এক জনের হস্তে সৈনিক-বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ পূর্ত্তবিভাগ প্রভৃতি এক একটি কার্য্য-বিভাগ সমর্পিত আছে।

ব্যবস্থাপক সভা।—গবর্ণরজেনেরলের কৌন্সিলের অপর বিভাগের নাম "লেজিস্লেটিব কৌন্সিল" অর্থাৎ ব্যবস্থাপক-সভা। ভারতবর্ষের নিমিত্ত আইন প্রস্তুত করাই এই সভার কার্য্য। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ছয় জন সভ্যও এই সভায় থাকেন। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী নহেন, এমন বার জন সম্ভ্রান্ত ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয়, এই সভার সভ্য হন। প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থাপক-সভার অধি-বেশন হইয়া থাকে। এই সভায় সাধারণের প্রবেশাধিকার

আছে। সাধারণের অবগতির জন্য আইনের পাণ্ডুলিপি সকল গবর্ণমেণ্টের গেজেটে প্রকাশিত হইয়া থাকে। গবর্ণর-জেনেরল কার্য্য নির্ব্বাহক-সভা ও ব্যবস্থাপক সভা, এই উভয় সভারই সভাপতি।

প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট।—ইঙ্গরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের সমুদয় স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনেরলের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিলেও গবর্ণরজেনেরল সমুদয় স্থলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতবর্ষ কতিপয় প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন শাসন-কর্ত্তা ও আবশ্যকমত তাঁহার সহকারিগণ আছেন। এই প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে আপনার শাসনাধীন প্রদেশের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শাসন কর্ত্তারা "গবর্ণর" নামে প্রসিদ্ধ। এই উভয় গবর্ণর, মহারাণী-কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের সহকারিতার জন্য প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও এক একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে। গবর্ণরগণ কোন কোন বিষয়ে সেক্রেটেরি অব ষ্টেটকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পত্রাদি লিখিতে পারেন।

অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে বাঙ্গালার বিষয় প্রথমে উল্লেখ-যোগ্য। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবের ন্যায় বাঙ্গালাও এক জন শাসন কর্ত্তার অধীন। ইঁহারা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নামে প্রসিদ্ধ। পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের কোন কৌন্সিল নাই। বাঙ্গালার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরদ্বয়ের এক একটি ব্যবস্থাপক-সভা আছে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরগণ গবর্ণরজেনেরল কর্ত্তৃক মনোনীত হইলে মহারাণীর নিকট হইতে

নিয়োগ-পত্র প্রাপ্ত হন। ইঁহারা সেক্রেটেরি অব্ ষ্টেটকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পত্রাদি লিখিতে পারেন না। অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন। এতদ্ব্যতীত মধ্যদেশ, ব্রিটিশ ব্রহ্ম, কুর্গ, বিরার, ও আসাম, এই বে-বন্দোবস্তী প্রদেশে এক এক জন শাসন-কর্ত্তা আছেন। ইঁহাদিগকে প্রধান কমিশনর কহে।

প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে বিচার, রাজস্ব, শিক্ষা, পুলিশ, জেল, পূর্ত্তকার্য্য ও রেজেষ্টরি-সংক্রান্ত কার্য্য-বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হয়।

বিচার-বিভাগ।—বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে এক একটি "হাইকোর্ট" অর্থাৎ প্রধান বিচারালয় আছে। প্রদেশীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল এই প্রধান বিচারালয়ে হইয়া থাকে। ইঙ্গলণ্ডের প্রিবিকৌন্সিলে কেবল হাইকোর্টের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার আপীল হয়। বাঙ্গালার হাইকোর্টে ১২জন, বোম্বাইব হাইকোর্টে ৮ জন, মান্দ্রাজের হাইকোর্টে ৫ জন ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্টে ৫ জন বিচারপতি আছেন। পঞ্জাবে একটি "চীফ্‌কোর্ট" আছে। ইহাতে তিন জন বিচার-পতি বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। দেওয়ানী কার্য্যের জন্য প্রতি জেলায় জজ, সবজজ ও কতকগুলি মুন্সেফ্ আছেন। জজদিগকে প্রতি মাসে একবার করিয়া দায়রার মোকদ্দমার বিচার করিতে হয়। এই সময়ে ইঁহারা "সেসন্স্ জজ" নামে অভিহিত হন। ফৌজদারী কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য প্রতি জেলায় মাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কতকগুলি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট রহিয়াছেন। বে-বন্দোবস্তী প্রদেশে

হাইকোর্ট নাই। এই সকল স্থানে যিনি প্রধান বিচার-পতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাকে "জুডিসিয়াল কমিশনর" কহে। মধ্যদেশ, অযোধ্যা ও মহীশূরে এক এক জন "জুডিসিয়াল কমিশনর" আছেন। আসাম ও ব্রিটিশ ব্রহ্মে প্রধান কমিশনরই প্রধান বিচার-পতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

বন্দোবস্তী প্রদেশের জেলার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নাম "মাজিষ্ট্রেট।" ইঁহাদিগকে কলেক্টরের কার্য্যও করিতে হয়। বে-বন্দোবস্তী প্রদেশে এইরূপ কর্ম্মচারিগণ "ডেপুটি কমিশনর" নামে অভিহিত হন। কলেক্টর মাজিষ্ট্রেটেরা জেলার প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহক ও প্রধান ফৌজদারী বিচারক। তাঁহাদিগকে পুলিশ, জেল, শিক্ষা, রাজস্ব, রাস্তাঘাট, সাধারণের স্বাস্থ্য, ঔষধালয় প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় দেখিতে হয়।

রাজস্ববিভাগ।—বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এক একটি "রেবিনিউ বোর্ড" আছে। রাজস্ববিভাগএই বোর্ডের অধীন। অন্যান্য স্থানে প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব-বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হয়। রেবিনিউ বোর্ডের অধীনে প্রতি বিভাগে এক এক জন "রেবিনিউ কমিশনর" আছেন। এক এক বিভাগে কয়েকটি করিয়া জেলা আছে। প্রতি জেলায় কলেক্টর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর প্রভৃতি কর্ম্মচারিদিগকে রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্য করিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত শিক্ষা-বিভাগ, পুলিশ-বিভাগ প্রভৃতিতে এক এক জন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা আছেন। ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারিগণ ইঁহাদের অধীনে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বিচার-বিভাগ ও রাজস্ব-বিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্ম সিবিলিয়া-

নেরা পাইয়া থাকেন। ইঁহারা বিলাতের সিবিল সর্ব্বিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এদেশের কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

ডাক-বিভাগ ও সেনাবিভাগ প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই দুই বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন।

সেক্রেটেরির কার্য্য-বিভাগ।—রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত কার্য্যের প্রতি বিভাগে এক এক জন সেক্রেটরি আছেন। সমস্ত আদেশ, সেক্রেটরির কার্য্যবিভাগ হইতে প্রচারিত হয়। বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ এই আদেশানুসারে কার্য্য করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রতি বিভাগে এক এক জন সেক্রেটরি আছেন। ইঁহাদগকে স্বরাষ্ট্রবিভাগের (আইন, আদালত, জেল, পুলিশ, শিক্ষা, মিউনিসিপলিটি প্রভৃতি কার্য্য বিভাগের) সেক্রেটরি, পররাষ্ট্র বিভাগের (অপর দেশ-সংক্রান্ত রাজনৈতিক কার্য্য বিভাগের) সেক্রেটরি, পূর্ত্ত-কার্য্য বিভাগের (সরকারী ইমারত, রাস্তাঘাট, খাল, রেলওয়ে প্রভৃতি কার্য্য-বিভাগের) সেক্রেটরি, ব্যবস্থা-বিভাগের (আইন-প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য্য-বিভাগের) সেক্রেটরি, রাজস্ববিভাগের সেক্রেটরি ও সৈনিক বিভাগের সেক্রেটরি কহে। গবর্ণর, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ও প্রধান কমিশনরের কর্ত্তৃত্বাধীন প্রদেশেও এই প্রণালীতে সেক্রেটরির কার্য্যবিভাগ আছে। কিন্তু প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টে এক জন হইতে তিন জন পর্য্যন্ত সেক্রেটরি থাকেন।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

বাঙ্গালার গবর্ণর ও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল-গণের রাজ্যশাসন-কালে যে সকল প্রসিদ্ধ ঘটনা হয়, তৎসমুদয়ের তালিকা।

লর্ড ক্লাইব, ১৭৬৫-১৭৬৭।

বেরেলস্ট ও কার্টিয়ার, ১৭৬৭-১৭৭২।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ১৭৭২-১৭৮৫।

লর্ড করণ্‌ওয়ালিস, ১৭৮৬-১৭৯৩।

স্যার জন শোর, ১৭৯৩-১৭৯৮।

মার্কুইস অব্‌ ওয়েলেস্‌লি, ১৭৯৮-১৮০৫।

(দিল্লী, আগরা, পুরী, কটক ও বালেশ্বরের অধিকার লাভ। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াবের উত্তর ভাগ, বরোচ ও অহম্মদনগর অধিকার)

৪। গঙ্গাসাগরে সন্তাননিক্ষেপপ্রথার উচ্ছেদ, ১৮০১। ৯৬ পৃঃ।

৫। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা, ১৮০০। ৯৬ পৃঃ

মার্কুইস অব করণ্‌ওয়ালিস (দ্বিতীয় বার)

১৮০৫।

স্যার জর্জ বার্লো, ১৮০৫-১৮০৭।

১। বেলোরে সিপাহিদিগের বিদ্রোহ, ১৮০৬। ৯৭ পৃঃ।

লর্ড মিণ্টো, ১৮০৭-১৮১৩।

১। রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি, ১৮০৯। ৯৯ পৃঃ

২। যাবা অধিকার, ১৮১১। ১০১ পৃঃ

লর্ড ময়রা (মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস) ১৮১৩-১৮২৩

১। নেপালের যুদ্ধ, ১৮১৪-১৮১৫। ১০২ পৃঃ

(কুমাউন, দেরাদূন ও তরাই প্রদেশ-লাভ)

২। পিণ্ডারীদিগের সহিত যুদ্ধ, ১৮১৭। ১০৪ পৃঃ

৩। মরহাট্টাদিগের সহিত শেষ যুদ্ধ, ১৮১৭ ১৮১৮। ১০৫ পৃঃ

(সাগর, অহম্মদাবাদ, পুণা, কঙ্কণ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের অধিকার লাভ, হোলকারের নিকট হইতে খান্দেশ প্রদেশ গ্রহণ, ১৮১৮)

৪। হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা। ঐ

৪। সমাচারদর্পণ নামক প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের প্রচার, ১৮১৮। ১০৮পৃ

লর্ড আমহর্স্ট, ১৮২৩-১৮২৮

লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিক্, ১৮২৮-১৮৩৫।

লর্ড মেটকাফ্, ১৮৩৫-১৮৩৬।

লর্ড ক্যানিঙ্গ, ১৮৫৬-১৮৬২।

লর্ড নর্থব্রুক, ১৮৭২-১৮৭৬।

১। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ, ১৮৭৪। ১৬৯ পৃ.

২। বরদার গাইকোয়াড় মহলার রাওয়ের পদচ্যুতি, ১৮৭৫। ১৬৯ পৃঃ

৩। প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারতবর্ষে আগমন, ১৮৭৬। ১৬৯ পৃঃ

লর্ড লিটন, ১৮৭৬-১৮৮০।

১। দিল্লীর দরবার, ১৮৭৭। ১৭০ পৃঃ

(মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতবর্ষের রাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ)

২। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ, ১৮৭৭। ১৭০ পৃঃ

৩। এতদ্দেশীয় ভাষার পুস্তক ও সংবাদপত্রাদির সম্বন্ধে আইন বিধিবদ্ধ হয়, ১৮৭৮। ১৭১ পৃ

৪। আফগানিস্থানের যুদ্ধ, ১৮৭৮-১৮৮০। ১৭১ পৃঃ

(শের আলির মৃত্যু, শের আলির পুত্র ইয়াকুব খাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন, বৃটিশ রেসিডেণ্ট স্থার লুই কাবানিয়রি হত্যা, ইয়াকুব খাঁর সিংহাসনচ্যুতি।)

মার্কুইস্ অব রিপন্, ১৮৮০-১৮৮৪।

১। আফগানিস্থানের যুদ্ধ, ১৮৮০-১৮৮২। ১৭২ পৃ

(ইয়াকুব খাঁর পরাজয়, আবদুর রহমন খাঁর সিংহাসন প্রাপ্তি, ইঙ্গরেজ সৈন্যের কান্দাহার পরিত্যাগ)

২। এতদ্দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রাদির সম্বন্ধে লর্ড লিটনের প্রবর্ত্তিত আইনের উচ্ছেদ, শিল্প সমিতি স্থাপন, আত্মশাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন চেষ্টা, ফৌজদারী কার্য্যবিধি সংশোধন, নিজামের সিংহাসন প্রাপ্তি, লবণের শুল্ক হ্রাস, খাসমহলের বন্দোবস্ত।

লর্ড ডফরিণ।

আত্মশাসন প্রণালীর কার্য্যারম্ভ, সমগ্র ব্রহ্মদেশ অধিকার, মধ্য এশিয়ায় রুশীয় অধিকারের সীমা নির্দ্দেশের কার্য্য, লবণের শুল্ক বৃদ্ধি, আয়কর স্থাপন।

পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ।